أُصُولٌ مِنْ دَعْوَةِ الأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ

নাবী-রসূলগণের

দাওয়াতী মূলনীতি

মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহিম আত-তুওয়াইজিরী

أصول من دعوة الأنبياء والرسل

নাবী-রসূলগণের দা'ওয়াতী মূলনীতি

المؤلف: محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري

মূলঃ মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী

আল-বুরাইদাহ, আল-কাছীম, সঊদী আরব।

الترجمة: مظفر بن مقسط

অনুবাদঃ মোজাফফার বিন মুকসেদ

المُراجعة :عبد العليم بن كوثر

সম্পাদনায়: আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

الناشر: مكتبة السنة

প্রকাশনায় : মাকতাবাতুস সুন্নাহ

الناشر :مكتبة السنة

প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ

www.maktabatussunnah.org

প্রধান অফিস

কাটাখালী (দেওয়ানপাড়া মাদরাসা মোড়), রাজশাহী।

মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১ (বিকাশ-ব্যক্তিগত)

শাখা অফিস

৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড (তৃতীয় তলা), বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০।

মোবাইল: ০১৭৬৭-৫৭০১৮৬ (বিকাশ-ব্যক্তিগত)

প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১৭ ঈসায়ী

দ্বিতীয় প্রকাশ: অক্টোবর ২০১৯ ঈসায়ী

নির্ধারিত মূল্য: ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা

সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

১. দীন ইসলামের পরিপূর্ণতা

২. মানব সৃষ্টির তাৎপর্য

৩. ইসলামের প্রয়োজনীয়তা

৪. দীন ইসলামের ব্যাপকতা

৫. আল্লাহর দিকে দা'ওয়াতের বিধি-বিধান

৬. আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দানকারীর বিধান

৭. দা'ওয়াত প্রাপ্তদের বিধান

৮. নাবী-রসূলগণের দা'ওয়াতী মূলনীতি

সম্পাদকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ

ইসলামে আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত যার পর নেই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী দা'ওয়াতী কাজে অংশগ্রহণ করা প্রত্যেকটি মুসলিমের জন্য জরুরী। কিন্তু এত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের বাংলা ভাষায় এ সম্পর্কিত বই-পুস্তক নিতান্তই অপ্রতুল।

আমাদের আলেম-উলামাও জনগণের সামনে বিষয়টি ততো বেশী তুলে ধরেন না। সাধারণ জনগণের অনেকেই আবার মনে করে, দা'ওয়াত প্রদান শুধু আলেম-উলামার কাজ। সম্ভবত এসব কারণেই আমাদের মুসলিমরা আজ না জানে আল্লাহর দিকে দা'ওয়াতের ইতিহাস-ঐতিহ্য, গুরুত্ব ও তাৎপর্য; না জানে এর নিয়ম-কানুন, মূলনীতি ও রহস্য।

এ শূন্যস্থান পূরণের জন্য শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আব্দুল্লাহ আত-তুওয়াইজিরী প্রণীত এবং মোজাফফার বিন মুকসেদ অনূদিত **أُصُوْلٌ مِنْ دَعْوَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ** বা 'নাবী-রসূলগণের দা'ওয়াতী মূলনীতি' নামক বইটি অগ্রণী ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

বইটির আদ্যোপান্ত পড়ার সুযোগ আমার হয়েছে, *ফালিল্লাহিলহামদ*। বইটিতে মানব সৃষ্টির রহস্য, মানব জীবনে ইসলামের প্রয়োজনীয়তা, আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত, দা'ওয়াত দাতা ও দা'ওয়াতকৃতদের নানাবিধি-বিধান, নাবী-রসূলগণের দা'ওয়াতী মূলনীতি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় সদলীল তুলে ধরা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বইটিকে দা'ওয়াতী ময়দানে কবুল করুন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

বিনীত

আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

বি. এ (অনার্স), হায়ার ডিপ্লোমা, এম. এ এন্ড এম. ফিল

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

كمال دين الإسلام

১। দীন ইসলামের পরিপূর্ণতা

সৃষ্টিজগতের চিরন্তন রীতি (السنن الكونية):

আল্লাহ তা'আলা তার ক্ষমতাবলে জগৎসমূহ সৃষ্টি করেছেন। তিনি তার রীতি অনুযায়ী তা পরিচালনাও করেন, আর তার এ রীতি দ্বারাই তার ক্ষমতাকে গোপন করেন। আল্লাহ তা'আলা এ মহাজগত সৃষ্টি করে তাতে প্রতিটি সৃষ্টির জন্য নিয়ম পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন, যার উপর সৃষ্টি জগত পরিচালিত হয়। আর এর মাধ্যমে শ্রবণ, আনুগত্য, উপকারিতা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়। অতঃপর চন্দ্র, সূর্য, দিন, রাত্রি, উদ্ভিদ, প্রাণি জগত, বাতাস, পানি, সমুদ্র, পাহাড়-পর্বত, তারকারাজি, মেঘমালা এরূপ প্রতিটি সৃষ্টির জন্যই সুনির্দিষ্ট নিয়ম-পদ্ধতি রয়েছে, যার উপর এগুলো পরিচালিত হয় এবং আল্লাহর ইবাদত করে। একমাত্র আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ ছাড়া এগুলো পরিবর্তন হয় না।

১। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (٣٦) وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ (٣٧) وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٣٨) وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (٣٩) لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (٤٠)﴾ [يس: ٣٦ - ٤٠]

'পবিত্র সত্তা তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন সকল জোড়া জোড়া, যমীন থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদ এবং তাদের (মানুষের) নিজেদের মধ্য থেকেও (পুরুষ ও নারী) আর সে সব কিছু থেকেও যা তারা জানে না (৩৬) আর রাত তাদের জন্য একটি নিদর্শন; আমরা তা থেকে দিনকে সরিয়ে নেই। ফলে তখনই তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায় (৩৭) আর সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট পথে, এটা মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ (আল্লাহ)–র নির্ধারণ (৩৮) আর চাঁদের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি মানযিলসমূহ, অবশেষে সেটি খেজুরের শুষ্ক পুরাতন শাখার মত হয়ে যায় (৩৯) সূর্যের জন্য সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া, আর রাতের জন্য সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা, আর প্রত্যেকেই কক্ষ পথে সন্তরণ করে' (৪০) *(সূরা ইয়াসীন ৩৬: ৩৬-৪০)*।

২। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (١٨)﴾ .. [الحج: ١٨]

'তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদা করে যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে এবং যা কিছু রয়েছে যমীনে, সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, পর্বতমালা, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু ও মানুষের মধ্যে অনেকে। আবার অনেকের উপর শাস্তি অবধারিত হয়ে আছে। আল্লাহ যাকে অপমানিত করেন তার সম্মানদাতা কেউ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন' *(সূরা আল-হাজ্জ: ১৮)*।

৩। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (٤٤)} [الإسراء: ٤٤]

'সাত আসমান ও যমীন এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে, সব কিছু তার তাসবীহ পাঠ করে এবং এমন কিছু নেই যা তার প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ করে না; কিন্তু তাদের তাসবীহ তোমরা বুঝ না। নিশ্চয় তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ *(সূরা বনী ইসরাঈল: ৪৪)*।

৪। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (٢٣)} [الفتح: ٢٣]

'তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে, তাদের ব্যাপারে এটি আল্লাহর নিয়ম; আর তুমি আল্লাহর নিয়মে কোন পরিবর্তন পাবে না' *(সূরা আল-ফাতহ: ২৩)*।

শারঈ রীতি (السنن الشرعية):

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে নিজ হাতে সৃষ্টি করে সকল সৃষ্টির উপর তাকে সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন, তাকে বহু সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। মানব জাতি সুনির্দিষ্ট নিয়ম পদ্ধতির মুখাপেক্ষী, ইহকালিন ও পরকালিন কল্যাণ লাভের জন্য সকল অবস্থায় যার উপর তারা পরিচালিত হবে। আর এ নিয়মনীতিই হলো দীন বা জীবন ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাকে সম্মানিত করেছেন, এটাকে তার দীন হিসাবে পছন্দ করেছেন এবং এটা ছাড়া অন্য কিছুকে (অন্য কোন দীনকে) তিনি তার পক্ষ থেকে গ্রহণ করবেন না। এ দীনকে আঁকড়ে ধরা অথবা এ থেকে বিমুখ হওয়ার মাপকাঠি অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলা মানুষের কল্যাণ ও অকল্যাণ নির্ধারণ করেন এবং এ দীন গ্রহণ করা বা প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে তাকে স্বাধীনতা দিয়ে থাকেন।

১। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣]

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম আর ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসাবে পছন্দ করলাম '*(সূরা আল-মায়েদা: ৩)*।

২। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾ ... [الكهف: ٢٩]

'আর বল, হক্ব তোমাদের রবের পক্ষ থেকে। সুতরাং যে ইচ্ছা করে, সে ঈমান আনুক এবং যে ইচ্ছা করে, সে কুফরী করুক' *(সূরা আল-কাহফ: ২৯)*।

৩। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٣٨) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٣٩)﴾ [البقرة: ٣٨ – ٣٩]

'আর আমরা বললাম, তোমরা সবাই তা থেকে নেমে যাও। অতঃপর যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে কোন হিদায়াত আসবে, তখন যারা আমার হিদায়াত অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না (৩৮) আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, তারাই আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে *(সূরা আল-বাক্বারা ২:৩৭-৩৯)*।

فضل الله على البشرية

মানব জাতির প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে সৃষ্টি করে আসমান-যমীনে অবস্থিত সবকিছু তাদের জন্য বশীভূত করে দিয়েছেন এবং তার জন্য নিয়ামতরাজি বরাদ্দ করেছেন। তাদের উপর নাযিল করেছেন কিতাবসমূহ এবং তাদের নিকট প্রেরণ করেছেন নাবী-রসূলগণকে। আর তারা যাতে স্বেচ্ছায় এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করে ধন্য হতে পারে সেজন্য তাদেরকে জ্ঞান-বুদ্ধির নানা উপকরণ দান করেছেন। যেমনঃ শ্রবণ শক্তি, দর্শন শক্তি এবং বিবেক-বুদ্ধি।

১। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ (٢٠)} [لقمان: ٢٠]

'তোমরা কি দেখ না, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য নিয়োজিত করেছেন আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে। আর তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নিয়ামত ব্যাপক করে দিয়েছেন; মানুষের মধ্যে কেউ কেউ জ্ঞান, হিদায়াত ও আলো দানকারী কিতাব ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে তর্ক করে *(সূরা লুক্বমান: ২০)*।

২। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٧٨)} .. [النحل: ٧٨]

'আর আল্লাহ তোমাদেরকে বের করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভ হতে এমতাবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিসমূহ এবং অন্তরসমূহ। যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় কর' *(সূরা আন-নাহল: ৭৮)*।

৩। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ﴾ [النحل: ٣٦]

‘আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতিতে একজন রসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং পরিহার কর ত্বগূতকে। অতঃপর তাদের মধ্য হতে আল্লাহ কাউকে হিদায়াত দিয়েছেন এবং তাদের মধ্য হতে কারো উপর পথভ্রষ্টতা সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং তোমরা যমীনে ভ্রমণ কর, অতঃপর দেখ, অস্বীকারকারীদের পরিণতি কীরূপ হয়েছে’ *(সূরা আন-নাহল: ৩৬)*।

أعظم النعم

সর্বাপেক্ষা বড় নিয়ামত

আল্লাহ তা'আলা অসংখ্য নিয়ামতের মাধ্যমে তার বান্দাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন। এ নিয়ামত সমূহের মূলতঃ তিনটি ধরণ রয়েছে:

(ক) সৃষ্টি সম্পর্কিত নিয়ামত (খ) সাহায্য সম্পর্কিত নিয়ামত (গ) হিদায়াত সম্পর্কিত নিয়ামত।

আর এসব নিয়ামতের মধ্যে ইসলাম সর্বাপেক্ষা বড়, যা দিয়ে যুগে যুগে আল্লাহ তা'আলা রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন এবং প্রেরিত রসূলগণের সর্দার (মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সকল মানুষের নিকট পাঠিয়ে তিনি নবুঅতের ইতি টেনেছেন।

প্রত্যেক নাবী-রসূলকে আল্লাহ তা'আলা তিনটি বিষয় বর্ণনার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন:

(১) মানুষের নিকট তাদের প্রতিপালক, সৃষ্টিকর্তা এবং রিযিক্বদাতার পরিচয় দান করা, যাতে তারা তার ইবাদত, সম্মান ও শুকরিয়া আদায় করতে পারে।

(২) মানুষকে তার প্রতিপালকের নিকট পৌঁছার রাস্তা সম্বন্ধে পরিচয় করানো, আর তা হলো দীন ইসলাম।

(৩) মুমিন কাফির আল্লাহর নিকট গমনের পর মানুষের জন্য কী থাকবে, সে সম্বন্ধে তাদেরকে জানানো। আর তা হচ্ছে, মুমিনদের জন্য জান্নাত এবং কাফিরদের জন্য জাহান্নাম।

১। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ ... [إبراهيم: ٣٤]

'যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামত গণনা কর, তবে তার সংখ্যা নিরূপণ করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ অধিক অত্যাচারী এবং অকৃতজ্ঞ' *(সূরা ইবরাহীম:৩৪)*।

২। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ﴾ [النحل: ٥٣]

'আর তোমাদের নিকট যে সব নিয়ামত আছে, সেসব আল্লাহর পক্ষ হতে। অতঃপর দুঃখ-দুর্দশা যখন তোমাদেরকে স্পর্শ করে, তখন তোমরা শুধু তাঁর নিকটই ফরিয়াদ কর' *(সূরা আন-নাহল:৫৩)*।

كمال دين الإسلام

দীন ইসলামের পরিপূর্ণতা

ইসলাম এমন একটি দীন, যা দিয়ে আল্লাহ তা'আলা রসূলগণকে তার সৃষ্টির কাছে প্রেরণ করেছেন। আর মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আল্লাহ তা'আলা যে দীনসহ সকল মানুষের কাছে প্রেরণ করেছেন, তা হচ্ছে ইসলাম, যা পরিপূর্ণ, জীবনের সকল দিক ও বিভাগ যার অন্তর্ভুক্ত, যা ব্যাপক, স্থায়ী এবং নির্ভেজাল। এ দীন পূর্ণাঙ্গ, কেননা তা মান-সম্মান ও সৌন্দর্যকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। আর এর বিধি-বিধান ন্যায়সঙ্গতও পূর্ণরূপে একত্রিত করা হয়েছে। জীবনের সকল দিক ও বিভাগ দীনের অন্তর্ভুক্ত, কেননা তা দুনিয়া ও আখিরাতে মানুষের সৌভাগ্য বয়ে আনে। এ দীন ব্যাপক, কেননা তা সমগ্র জগতর এবং সমস্ত মানুষের জন্য রহমত। তা স্থায়ী, কেননা তা ক্বিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে। তা নির্ভেজাল, কেননা আল্লাহ তা'আলা নিজে তা সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। অতএব, এ দীন পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও হ্রাস-বৃদ্ধি হতে নিরাপদ।

১। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ ... [المائدة: ٣]

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দীন হিসাবে পছন্দ করলাম' *(সূরা আল-মায়েদা:৩)।*

২। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (٣٠) نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ (٣١) نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ (٣٢)﴾ ... [فصلت: ٣٠ – ٣٢]

নিশ্চয় যারা বলে, 'আল্লাহই আমাদের রব' অতঃপর অবিচল থাকে, ফেরেশতামণ্ডলী তাদের কাছে অবতীর্ণ হন এবং বলেন, 'তোমরা ভয় পেয়ো না, দুশ্চিন্তা করো না এবং

সেই জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর, যার ওয়াদাপ্রাপ্ত তোমরা হয়েছিলে (৩০) আমরা দুনিয়ার জীবনে তোমাদের বন্ধু এবং আখিরাতেও। সেখানে তোমাদের জন্য থাকবে যা কিছু তোমাদের মন চাইবে এবং সেখানে তোমাদের জন্য আরো থাকবে যা তোমরা দাবী করবে (৩১) পরম ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে আপ্যায়নস্বরূপ (৩২) *(সূরা হা-মীম সাজদা: ৩০-৩২)*।

৩। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (١٦٤)} ... [آل عمران: ١٦٤]

‘অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের উপর অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মধ্য থেকে তাদের প্রতি একজন রসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করেন এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন আর তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেন। যদিও তারা ইতঃপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল’ *(সূরা আলে ইমরান:১৬৪)*।

৪। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢٨)} ... [سبأ: ٢٨]

আমি তো কেবল তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী হিসাবে প্রেরণ করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না *(সূরা সাবা: ২৮)*।

৫। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (١٠٧)} ... [الأنبياء: ١٠٧]

‘আর আমি তো কেবল তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসাবেই প্রেরণ করেছি’ *(সূরা আল-আম্বিয়া:১০৭)*।

৬। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩)} [الحجر: ٩].

‘নিশ্চয় আমি কুরআন নাযিল করেছি, আর আমিই তার হিফাযতকারী’ *(সূরা আল-হিজর:৯)*।

مظاهر الكمال في دين الإسلام

দীন ইসলামের পূর্ণাঙ্গতার কতিপয় দিক

ইসলাম পরিপূর্ণ দীন (জীবন ব্যবস্থা), যা জীবনের সার্বিক দিক অন্তর্ভুক্ত করে এবং সব ধরণের প্রয়োজন পূরণ করেঃ

১। এটা এমন সত্য দীন, যা ইবাদত, একত্ব, সম্মান প্রদর্শন, আনুগত্য করণ, শুকরিয়া জ্ঞাপনসহ মানুষের সকল বিষয়ে তার প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে উভয়ের মধ্যকার সম্পর্ককে সুবিন্যস্ত করে।

২। এটা এমন দীন যা আল্লাহর প্রতি ঈমান, ভালোবাসা, ভরসা, ভয়ভীতি, আশা, সাহায্য কামনা, তার মুখাপেক্ষী হওয়া এবং তার জন্য বিনম্র হওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে অন্তরকে পরিপূর্ণ করে দেয়।

৩। ইসলাম এমন জীবন ব্যবস্থা, যা বিবেকের সামনে আল্লাহকে তার নাম ও গুণাবলিসহ চেনা, মানুষের নিজেকে চেনা, দুনিয়া ও আখিরাত সম্পর্কে জানা, শরী'আতের নানা বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা এবং তদনুযায়ী আমল করার দরজা উম্মুক্ত করে দেয়।

৪। ইসলাম রসূলগণের সাথে মানুষের সম্পর্ককে সুবিন্যস্ত করে এবং তাদের অনুসরণের জন্য মানুষকে আহ্বান করে। ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রসূল মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সাথে মানুষের সম্পর্ককেও সুবিন্যস্ত করে। ফলে, ইসলাম রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে ভালোবাসা, তার আনুগত্য করা, তাকে শ্রদ্ধা করা, তার সুন্নাতের অনুসরণ করা, তিনি যা নিয়ে এসেছেন তার সত্যায়ন করা, তার অনুসরণ করা এবং শরী'আত তার নির্দেশিত পদ্ধতি ছাড়া ভিন্ন পদ্ধতিতে আল্লাহর ইবাদত না করার প্রতি মানুষকে নির্দেশ দেয়।

৫। ইসলাম মুসলিম-কাফির, শাসক-প্রজা, জ্ঞানী-মূর্খ, ধনী-গরীব, শত্রু-মিত্র, আত্মীয়-অনাত্মীয় ইত্যাদি শ্রেণীর মানুষের সাথে সম্পর্ককেও সুশৃঙ্খলিত করে এবং এর উপর অনেক নেকী দান করে।

৬। হালাল উপার্জন, হারাম বর্জন এবং ঠগবাজি ও ধোঁকাবাজি না করার মাধ্যমে ইসলাম মানুষের অর্থনৈতিক লেনদেনকে সুশৃঙ্খলিত করে। ক্রয়-বিক্রয়, উত্তম ও কল্যাণকর কাজে ব্যয়, সর্বদা সত্য অনুসন্ধান এবং মিথ্যা ও সূদ বর্জনের ক্ষেত্রে মহানুভবতার দিকে আহ্বান জানায়। সাথে সাথে দান-ছাদাকা ও মীরাছ বণ্টনের পদ্ধতি বর্ণনা করে।

৭। সুখ-দুঃখ, স্বচ্ছলতা-অস্বচ্ছলতা, সুস্থতা-অসুস্থতা, সফর-ইক্বামাত, নিরাপত্তা-ভয়ভীতি সর্বাবস্থায় ইসলাম নারী-পুরুষের জীবনকে শৃঙ্খলিত করে। সদাচরণ ও ন্যায়, সুন্দরভাবে সন্তান প্রতিপালন, ফাসাদ থেকে পরিবার রক্ষা এবং স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সদাচার বজায় রাখার মাধ্যমে মানুষের বৈবাহিক জীবনকেও ইসলাম সুশৃঙ্খলিত করে। আর এগুলোর মহা প্রতিদান দেয়।

৮। আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ও শত্রুতা পোষণ করার মত সৎ চরিত্রসহ নানা শক্ত সেতুর উপর প্রতিষ্ঠিত সকল সম্পর্ককে ইসলাম সুশৃঙ্খলিত করে। ইসলাম সম্মান-বদান্যতা, ক্ষমা-মার্জনা, সহনশীলতা-লজ্জাশীলতা, সত্যবাদিতা-উদারতা, ন্যায়পরায়ণতা-উত্তম ব্যবহার, দয়া-সহানুভূতি, নরম-কোমল আচরণ ইত্যাদির মত নানা উত্তম চরিত্র ও সুন্দর গুণাবলীর দিকে আহ্বান করে। আর এগুলোর উত্তম প্রতিদান দেয়।

৯। ইসলাম জীবনধারাকে সুশৃঙ্খলিত করে যাবতীয় কল্যাণের আদেশ এবং যাবতীয় অকল্যাণ, যুলম-অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি থেকে নিষেধের মাধ্যমে। যেমন- আল্লাহর সাথে শিরক, অন্যায়ভাবে হত্যা, ব্যভিচার, মিথ্যা, অহংকার, কপটতা, প্রতারণা, অপকৌশল, ষড়যন্ত্র, হিংসা, শত্রুতা, গীবত, চোগলখোরি, চুরি, ছিনতাই, যাদু, মদপান, অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ ইত্যাদি নানা অশ্লীলতা, হারাম কাজ ও কাবীরা গুনাহ, যেগুলি ব্যক্তি ও সমাজকে নষ্ট করে ফেলে। আর এগুলোর এমন সাজা প্রয়োগ করে, যদ্বারা যুলম বিদূরিত হয়।

১০। এসব কিছুর পরে ইসলাম মানুষের পরকালীন জীবনকে সুশৃঙ্খলিত করে এবং ইহকালীন জীবনের উপর পরকালীন জীবনের ভিত্তি রচনা করে। তাই, যে ঈমান আনবেও সৎ আমল করবে, সে দুনিয়াতে ভাগ্যবান হবে এবং আখিরাতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের উত্তম কাজের প্রতিদান দশ থেকে সাতশতগুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেন এবং মন্দ বিষয়ের খারাপ প্রতিদান অনুরূপই দান করেন।

১। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (١٥) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١٦)} ... [المائدة: ١٥ – ١٦]

'অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ হতে আলো ও স্পষ্ট কিতাব এসেছে। এর দ্বারা যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, তিনি তাদেরকে নিরাপত্তার পথ প্রদর্শন

করেন এবং তাদেরকে স্বীয় নির্দেশ দ্বারা অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে আনয়ন করেন এবং সরল পথে পরিচালিত করেন *(সূরা আল-মায়িদা: ১৫-১৬)*।

২। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَاوَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (١٤)﴾ ... [النساء: ١٣ – ١٤]

‘আর যে আল্লাহ এবং তার রসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহ তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতসমূহে, যেগুলির তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর এটা মহা সফলতা। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফলমানী করে এবং তার সীমালজ্ঘন করে, আল্লাহ তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে স্থায়ী হবে। আর তার জন্যই রয়েছে অপমানজনক আযাব’ *(সূরা আন-নিসা: ১৩-১৪)*।

حكمة خلق الإنسان

২। মানব সৃষ্টির রহস্য

বিশ্বজগৎ সৃষ্টির রহস্য (حكمة خلق الكائنات):

আল্লাহ তা'আলা তার বান্দার নিকট তার পূর্ণজ্ঞান, ক্ষমতা ও মহানত্ব প্রমাণ করার জন্য এই মহাজগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি এই মহাজগতের সবকিছুকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, সবকিছুই তাদের প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করে। মানুষ যখন এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারবে,তখন তার প্রতিপালকের ইবাদতের দিকে ধাবিত হবে, যিনি একক এবং যার কোন শরীক নেই। আর সে আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূলগণের আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সক্ষম হবে। সাথে সাথে সে আল্লাহর পূর্ণ দাসত্ব ও আনুগত্যে অন্যান্য সৃষ্টির সাথেও অংশগ্রহণ করতে পারবে।

১। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (١٢)} ... [الطلاق: ١٢].

'তিনি আল্লাহ, যিনি সাত আসমান এবং অনুরূপ যমীন সৃষ্টি করেছেন; এগুলির মাঝে তাঁর নির্দেশ অবতীর্ণ হয়, যেন তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান এবং আল্লাহর জ্ঞান সবকিছুকে বেষ্টন করে আছে' *(সূরা আত-তালাক্ব:১২)*।

২। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَاأُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (٥٧) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (٥٨)} [الذاريات: ٥٦ – ٥٨]

'আর আমি জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত করবে। আমি তাদের কাছে কোন রিযক চাই না; আর আমি চাই না যে, তারা আমাকে খাবার দিবে। নিশ্চয় আল্লাহই রিযকদাতা, তিনি শক্তিধর, পরাক্রমশালী' *(সূরা আয-যারিয়াত:৫৬-৫৮)*।

المراحل والدُّور التي يمر بها الإنسان

মানুষ যেসব স্তর অতিক্রম করে

আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করে তার জন্য কতিপয় স্তর, কাল, স্থান ও অবস্থার বন্দোবস্ত করেছেন, যেগুলি তাকে অতিক্রম করতে হয়। শেষ পর্যন্ত সে জান্নাত বা জাহান্নামে স্থায়ী হয়ে যায়। মানুষ যেসব স্তর অতিক্রম করে, সেগুলি চারটি:

প্রথম: মায়ের পেট (بطن الأم): এটি প্রথম স্তর, যা মানুষকে অতিক্রম করতে হবে এবং প্রথম গৃহ, যেখানে সে বাস করে। এখানে মানুষ (সাধারণতঃ) নয় মাস বসবাস করে। মহাজ্ঞানী, ক্ষমতাবান আল্লাহ এ অন্ধকার ঘরে তার জন্য খাদ্য-পানীয় এবং তার উপযোগী বাসস্থান ও আশ্রয়স্থলসহ যা কিছু তার প্রয়োজন, তার সবই প্রস্তুত করে দিয়েছেন। এইঘরে অক্ষমতা ও দুর্বলতার কারণে সে কোন প্রকার কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত নয়। এ ঘরে তার অস্তিত্ব লাভের দু'টি রহস্য আছে: ভিতরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিপূর্ণ হওয়া। আর বাহিরের অঙ্গ-প্রত্যেঙ্গ পরিপূর্ণ হওয়া। ভেতর ও বাইরে তার সৃষ্টিগত পরিপূর্ণতা লাভের পর সে দুনিয়ায় বেরিয়ে আসে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (١٢) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (١٣) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (١٤)} [المؤمنون: ١٢ - ١٤]

'আর অবশ্যই আমি মানুষকে মাটির নির্যাস হতে সৃষ্টি করেছি। তারপর আমি তাকে শুক্রবিন্দুরূপে সংরক্ষিত আঁধারে স্থাপন করেছি। তারপর শুক্রবিন্দুকে আমি রক্তপিণ্ডেপরিণত করি। তারপর রক্তপিণ্ডকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করি। তারপর মাংসপিণ্ডকে হাড়ে পরিণত করি। তারপর হাড়কে মাংস দিয়ে আবৃত করি। অতঃপর তা অন্য এক সৃষ্টরূপে গড়ে তুলি। অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত বরকতময় *(সূরা আল-মুমিনূন: ১২-১৪)*।

দ্বিতীয়: দুনিয়া (دار الدنيا): মায়ের পেটের চেয়ে এ ঘরের প্রশস্তা অনেক বেশি। পাহাড়ের সাথে অতি ক্ষুদ্র বস্তুর তুলনা যেমন, মায়ের পেটের সাথে দুনিয়ার তুলনা তেমন। মায়ের পেটের চেয়ে অধিক সময় দুনিয়ায় অবস্থান করে। আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য দুনিয়ায় সকল প্রকার প্রয়োজনীয় নেয়ামতের ব্যবস্থা করেছেন। তাকে

বিবেক, শ্রবণ এবং দর্শন শক্তি দান করেছেন, রসূলপ্রেরণ করেন, আসমানী কিতাব নাযিল করে এর প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন। আর কুফরী ও সব ধরণের অবাধ্যতা থেকে তিনি নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে জান্নাতের এবং কাফিরদেরকে জাহান্নামের অঙ্গিকার করেছেন।

দুনিয়ায় মানুষের অস্তিত্ব লাভের রহস্য দু'টি: (ক) ঈমান পূর্ণ করা। (খ) সৎ আমল পূর্ণ করা। মানুষ আমলসহ দুনিয়া ছেড়ে কবরের জগতের দিকে যাত্রা করে।

১। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْنِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ (٢٠)} ... [لقمان: ٢٠].

'তোমরা কি দেখ না, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য নিয়োজিত করেছেন আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে। আর তোমাদের প্রতি তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নিয়ামত ব্যাপক করে দিয়েছেন; মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ সম্পর্কে তর্ক করে জ্ঞান, হিদায়াত ও আলো দানকারী কিতাব ছাড়া' *(সূরা লুকমান: ২০)*।

২। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ(٢١) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٢)} ... [البقرة: ٢١ – ٢٢]

'হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত কর, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদেরকে, যাতে তোমরা তাক্বওয়া অবলম্বন করতে পারো। যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে করেছেন বিছানা, আসমানকে ছাদ এবং আসমান থেকে নাযিল করেছেন বৃষ্টি। অতঃপর তার মাধ্যমে উৎপন্ন করেছেন ফল-ফলাদি তোমাদের জন্য রিয্‌কস্বরূপ। সুতরাং তোমরা জেনে-বুঝে আল্লাহর জন্য সমকক্ষ নির্ধারণ করো না' *(সূরা আল-বাক্বারাহ: ২১-২২)*।

তৃতীয়: দারুল বারযাখ বা কবরের জগত (دار البرزخ)। কবর আখিরাতের প্রথম মঞ্জিল বা ঘর। সকল সৃষ্টির মৃত্যু সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত মানুষ এখানে অবস্থান করতে থাকবে। তারপর ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে। দুনিয়ায় অবস্থানের চেয়ে এখানের স্থায়ীত্ব বেশি। এখানে দুনিয়ার চেয়ে ঘনিষ্ঠতা ও দুঃখ-দুর্দশা বেশি ও পরিপূর্ণ। দুনিয়ার

আমলানুযায়ী এখানে প্রতিদান দেয়া হয়। সেটা হয়তো জান্নাতের বাগান অথবা জাহান্নামের গর্ত হবে। এখানেই প্রতিদান দেওয়া শুরু হবে এবং এখান থেকেই চিরস্থায়ী গৃহ জান্নাত বা জাহান্নামে স্থানান্তরিত করা হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (٣٠) نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ (٣١) نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ (٣٢)} [فصلت: ٣٠ – ٣٢].

'নিশ্চয় যারা বলে, 'আল্লাহই আমাদের রব' অতঃপর অবিচল থাকে, ফেরেশতামণ্ডলী তাদের কাছে অবতীর্ণ হন এবং বলেন, 'তোমরা ভয় পেয়ো না, দুশ্চিন্তা করো না এবং সেই জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর, যার ওয়াদাপ্রাপ্ত তোমরা হয়েছিলে। আমরা দুনিয়ার জীবনে তোমাদের বন্ধু ও আখিরাতেও। সেখানে তোমাদের জন্য থাকবে, যা তোমাদের মন চাইবে এবং সেখানে তোমাদের জন্য আরো থাকবে, যা তোমরা দাবী করবে পরম ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে আপ্যায়নস্বরূপ' *(সূরা হামীম সাজদা: ৩০-৩২)*।

চতুর্থ: আখিরাত (الدار الآخرة)। এখানে চিরকাল অবস্থান করতে হবে। এটা স্থায়ী ঘর। যারা দুনিয়ায় আল্লাহ তা'আলা যে ঈমান, আমল এবং আখলাক্বকে ভালোবাসেন, তা সম্পন্ন করবে, ক্বিয়ামতের দিন সে যে স্থায়ীত্ব ও নিয়ামত পেতে চায়, আল্লাহ তার জন্য তা পূর্ণ করবেন, যা কোন দিন কোন চোখ দেখেনি, যার কথা কান শুনেনি এবং যা কোন মানুষের কল্পনায়ও কখনও আসেনি। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি আল্লাহর ক্রোধের কারণ কুফর, শিরক এবং পাপ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, তার প্রতিফল হলো জাহান্নাম, সেখানে সে চিরকাল থাকবে।

প্রথম দু'টি ঘর (মায়ের পেট ও দুনিয়া) প্রত্যক্ষ বা দৃশ্য। আর পরবর্তী দু'টি ঘর (কবর ও আখিরাত) পরোক্ষ বা অদৃশ্য। তবে, সবগুলোই সত্য। প্রতিটি ঘরই মানুষ দেখবে এবং জানবে। মুমিন ব্যক্তি যখনই কোন পর্যায় ত্যাগ করবেন, তখনই পূর্ববর্তী পর্যায়কে তুচ্ছ জ্ঞান করবেন, অবশেষে জান্নাতে স্থায়ী হবেন।

১। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ (١٤) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ (١٥) وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ (١٦)} [الروم: ١٤ – ١٦].

'আর যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন তারা বিভক্ত হয়ে পড়বে। অতএব, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদেরকে জান্নাতে পরিতুষ্ট করা হবে। আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াত ও আখিরাতের সাক্ষাতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তাদেরকে আযাবের মধ্যে উপস্থিত করা হবে' *(সূরা আর-রূম: ১৪-১৬)*।

২। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٧٢)} ... [التوبة: ٧٢].

'আল্লাহ মুমিন পুরুষ এবং মুমিন নারীদেরকে জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন, যার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হবে নহরসমূহ, তাতে তারা চিরদিন থাকবে এবং (ওয়াদা দিয়েছেন) স্থায়ী জান্নাতসমূহে পবিত্র বাসস্থান সমূহের। আর আল্লাহর পক্ষ হতে সন্তুষ্টি সবচেয়ে বড়। এটাই মহা সফলতা' *(সূরা আত-তাওবা: ৭২)*।

كمال نعيم القلب

অন্তরে নিয়ামতের পূর্ণতা

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে উত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন, অন্যান্য বহু সৃষ্টির উপর তাকে সম্মান দান করেছেন আর তার প্রত্যেকটি অঙ্গের এমন পূর্ণতা দিয়েছেন, যা তাকে আনন্দিত ও ভাগ্যবান করে। তিনি চোখের পূর্ণতা দিয়েছেন দৃষ্টিশক্তির মাধ্যমে, কানের পূর্ণতা দিয়েছেন শ্রবণশক্তির মাধ্যমে এবং জিহ্বার পূর্ণতা দিয়েছেন বাকশক্তির মাধ্যমে। এভাবে অন্যান্য অঙ্গেরও পূর্ণতা দিয়েছেন। এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পূর্ণতা হারালে সেগুলি বেদনা, ত্রুটি ও দুশ্চিন্তা অনুভব করবে।

এভাবে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের অন্তরের পূর্ণতা, নিয়ামত, আনন্দ, স্বাদ এবং প্রশান্তি দান করেছেন তার রবকে জানা, তাকে ভালোবাসা, তার ইবাদত করা, তার সাথে বন্ধুত্ব, তারই উপর ভরসা, তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা, তার আনুগত্য এবং তার সন্তুষ্টিমূলক আমলের মধ্যে।

আর যখন অন্তরে এগুলো থাকবে না, তখনকারও চোখের আলোও কানের শ্রবণশক্তি না থাকলে যেমন কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন হয়, তার চেয়েও অধিকশাস্তি ও বিপদের সম্মুখীন হবে।

যে ব্যক্তি তার প্রতিপালক ও তার উপর যা ওয়াজিব,সেব্যাপারে অজ্ঞ, সে স্থায়ী শাস্তি ভোগ করবে। কেননা তার যা চাওয়া ও ভালোবাসা উচিত ছিল, তা করা থেকে সে বঞ্চিত ছিল। সে কারণে, চোখ যেমন সূর্য দেখে, তেমনি কলুষমুক্ত অন্তর সত্যকে দেখে, আর এ অন্তর ঈমান এবং সৎ আমলের মাধ্যমে ঠিক তেমন স্বাদ আস্বাদন করে, যেমন শরীর খাদ্য-পানীয় দ্বারা তৃপ্তি অনুভব করে।

আল্লাহ তা'আলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন যেন সে গোলাম হতে পারে। আর এক্ষেত্রে তার স্বাধীনতা রয়েছে, সে হয় আল্লাহর গোলাম হবে, না হয় শয়তানের গোলাম হবে। আল্লাহ তা'আলা ঈমান, আনুগত্য এবং কল্যাণের নির্দেশ দেন। অপরপক্ষে শয়তান কুফর, পাপ এবং অকল্যাণের নির্দেশ দেয়। যে তার নিজেকে ঈমান ও আনুগত্যের মধ্যে পাবে, সে আল্লাহর হিসাবে গোলাম। আর যে নিজেকে কুফর ও পাপের মধ্যে পাবে, সে শয়তানের গোলাম।

১। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (٢٨)} [الرعد: ٢٨].

‘যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়; জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়’ *(সূরা আর-রা‘দ: ২৮)*।

২। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

{اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُواأَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٥٧)} [البقرة: ٢٥٧]

‘যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের বন্ধু, তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর যারা কুফরী করে, তাদের অভিভাবক হল ত্বগূত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারে নিয়ে যায়। তারা আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে’ *(সূরা আল-বাক্বারাহ: ২৫৭)*।

৩। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

{إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْأَصْحَابِ السَّعِيرِ} ... [فاطر: ٦]

‘নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু। অতএব, তোমরা তাকে শত্রু হিসাবে গণ্য কর। সে তার দলকে কেবল এজন্যই ডাকে যাতে তারা জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসী হয়’ *(সূরা ফাত্বির: ৬)*।

فقه العبادة والعبودية

ইবাদত ও দাসত্বের মর্মার্থ

ইবাদত যেন শরীর, আর দাসত্ব যেন আত্মা। ইবাদতের শুরু ও শেষ আছে। যেমন- ছ্বলাত, ছিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি ইবাদত। কিন্তু দাসত্ব হলো আত্মিক আমল, যা বান্দা থেকে কখনই পৃথক হয় না। সব সময় অনুভব করবে যে, তুমি আল্লাহর একজন বান্দা। ইবাদতের আত্মা হচ্ছে দাসত্ব। আর দাসত্ব হচ্ছে, সদা সর্বদা আল্লাহ তা'আলার মুখাপেক্ষী হওয়া। আর কুফরীর আত্মা হচ্ছে, সীমালঙ্ঘন ও আল্লাহর তোয়াক্কা না করা।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের নিকট থেকে দাসত্বের পূর্ণতা চান দু'ভাবে:

(ক) পূর্ণাঙ্গ দাসত্ব (খ) শরী'আত সম্মত ইবাদত।

চারটি বিষয়ের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যে আগ্রহ তৈরি হয়:

(ক) আল্লাহ তা'আলার প্রতি এবং তার নামসমূহও গুণাবলীর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখা

(খ) আল্লাহর সার্বভৌমত্বের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস রাখা

(গ) আল্লাহর শাস্তির অঙ্গীকারের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখা

(ঘ) আল্লাহর শাস্তির অঙ্গীকারের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস করা।

যখন এসব বিষয়ে অথবা এসবের আংশিক কোন বিষয়ে সন্দেহ তৈরি হয়, তখন মানুষ আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিমুখ হয়, অবাধ্যতায় লিপ্ত হয় আর শয়তানের আনুগত্য করতে থাকে।

১। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ } [الأنعام: ١٠٢]

'তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব। তিনি ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই। তিনি প্রতিটি জিনিসের স্রষ্টা। সুতরাং তোমরা তার ইবাদত কর। আর তিনি প্রতিটি জিনিসের উপর তত্ত্বাবধায়ক *(সূরা আল-আন'আম: ১০২)*।

২। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: ١١٠]

‘সুতরাং যে তার রবের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার রবের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে’ *(সূরা আল-কাহাফ: ১১০)*।

৩। মানব জীবনে ইসলামের প্রয়োজনীয়তা

খাদ্য-পানীয়ের চেয়ে মানুষের জীবনে দীনের প্রয়োজন অনেক বেশি। বরং এতদুভয়ের মধ্যে কোন তুলনাই চলে না। কেননা, দীন ব্যতীত মানুষ দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই হারায়। কিন্তু খাদ্য-পানীয়ের অভাবে কেবল দুনিয়া হারায়।

সুতরাং দীন হলো জীবন, আলো, হিদায়াত, আরোগ্য, সৌভাগ্য, নিরাপত্তা, সফলতা, কল্যাণ এবং মুক্তি। দীন ব্যতীত মানুষ চতুষ্পদ জন্তু, হিংস্র জানোয়ার ও শয়তানের মত হয়ে যায়। যেমন- চতুষ্পদ জন্তু খেয়াল-খুশী মত চলাফেরা করে, সে কারো পরোয়া করে না। আর হিংস্র প্রাণী অন্যদেরকে নির্দয়ভাবে শিকার করে।

মন্দ কর্ম ও ফাসাদ বা বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে দেয়া ছাড়া শয়তানের আর কোন কর্ম নেই। এসব অধঃপতন থেকে মানুষকে বাঁচাতে হলে আল্লাহর পথে তাদেরকে দা'ওয়াত দেয়া আবশ্যক। এর মাধ্যমে মানুষ উচ্চস্থান লাভ করে, যা আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন ও সন্তুষ্ট হন। যেমনটি নাবী-রসূলগণ তাদের জীবনে এটা পেয়েছেন।

১। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٢٢)} [الأنعام: ١٢٢]

'যে ছিল মৃত, অতঃপর আমি তাকে জীবন দিয়েছি এবং তার জন্য নির্ধারণ করেছি আলো, যার মাধ্যমে সে মানুষের মধ্যে চলে, সে কি তার মত, যে ঘোর অন্ধকারে রয়েছে, যেখান থেকে সে বের হতে পারে না? এভাবেই কাফিরদের জন্য তাদের কৃতকর্ম সুশোভিত করা হয়' *(সূরা আল-আন'আম: ১২২)*।

২। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ } [محمد: ١٢]

'কিন্তু যারা কুফরী করে, তারা ভোগ–বিলাসে মত্ত থাকে এবং তারা খায় যেমন চতুষ্পদ জন্তুরা খায়। আর জাহান্নামই তাদের বাসস্থান' *(সূরা মুহাম্মাদ: ১২)*।

৩। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى (١٢٣) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (١٢٤) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (١٢٥) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ

آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى (١٢٦) وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى (١٢٧)} [طه: ١٢٣ – ١٢٧]

'তখন যে আমার হিদায়াতের অনুসরণ করবে, সে বিপথগামী হবে না এবং দুর্ভাগাও হবে না। আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, নিশ্চয়ই তার জন্য হবে এক সংকীর্ণ জীবন এবং আমি তাকে কিয়ামত দিবসে উঠাবো অন্ধ অবস্থায়। সে বলবে, হে আমার রব! কেন আপনি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালেন? অথচ আমি তো ছিলাম দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন? তিনি বলবেন, এমনিভাবেই তোমার নিকট আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে এবং সেভাবেই আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হল। আর এভাবেই আমি প্রতিফল দান করি তাকে, যে বাড়াবাড়ি করে এবং তার রবের নিদর্শনাবলীতে ঈমান আনে না। আর আখিরাতের আযাব তো অবশ্যই কঠোরতর ও অধিকতর স্থায়ী' *(সূরা ত্বহা: ১২৩-১২৭)*।

৪। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ } [فاطر: ٦]

'নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু। অতএব, তোমরা তাকে শত্রু হিসাবে গণ্য কর। সে তার দলকে কেবল এজন্যই ডাকে যাতে তারা জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসী হয়' *(সূরা ফাতির: ৬)*।

فقه الدنيا والآخرة

দুনিয়া ও আখিরাতের মর্মার্থ

আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক জিনিস সুন্দর করে ও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। যেমন উদ্ভিদের সৌন্দর্য পাতা ও ফুল আর এর উদ্দেশ্য হলো শস্য ও ফল। কাপড়ের সৌন্দর্য রং, আর এর উদ্দেশ্য শরীর রক্ষা করা ও আবৃত করা। এরূপ দুনিয়ার ভিতর যা কিছু আছে, সব মিলিয়ে এর সৌন্দর্য, আর ঈমান ও সৎ আমল দুনিয়ার উদ্দেশ্য। সুতরাং দুনিয়ার সৌন্দর্যের মূল উদ্দেশ্য আখিরাত। যে-ই উক্ত উদ্দেশ্য ভুলে যাবে, সে-ই এর সৌন্দর্যের জালে আটকে যাবে। সে স্রষ্টাকে রেখে সৃষ্টি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে।

নাবী-রসূল ও তাদের অনুসারীগণ দুনিয়ায় উল্লেখিত মহান উদ্দেশ্য নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। আর তা হলো ঈমান ও সৎ আমল। অপরপক্ষে দুনিয়াপ্রেমী লোকেরা সৌন্দর্য, খেল-তামাশা এবং উপভোগ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দুনিয়ার প্রয়োজনীয় বিষয় গ্রহণ করতে এবং সাধ্যানুযায়ী সৎ আমল করতে আদেশ করেছেন।

ইবাদত দুনিয়ার যা কিছু দীনের ব্যাপারে সাহায্য করে, তা ইবাদত বলে গণ্য। ইবাদত হিসাবে আমাদের জীবনের বিষয়াদি ও সৌন্দর্য যদি মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তথা এক আল্লাহর ইবাদত, যার কোন শরীক নেই, আল্লাহ ও তাঁর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর অনুসরণ এবং তার দীনের প্রচার-প্রসারের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে মন যা ভালোবাসে, তার উপর আল্লাহ ও তাঁর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা ভালোবাসেন, তাকে আমরা প্রাধান্য দিবো। আর দুনিয়াবী প্রয়োজনাদির উপর দীনী প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিবো।

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রবের প্রিয় বস্তু ঈমান ও সৎ-আমল পূর্ণ করবে, আল্লাহ তা'আলা পরকালে ঐ ব্যক্তির প্রিয়বস্তু রবের দর্শন ও তার সন্তুষ্টিসহ অন্যান্য নিয়ামত, জান্নাতে স্থায়িত্ব পূর্ণ করবেন।

১। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ } [القصص: ٧٧]

'আর আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন তাতে তুমি আখিরাতের নিবাস অনুসন্ধান কর। তবে তুমি দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না। তোমার প্রতি আল্লাহ যেরূপ অনুগ্রহ করেছেন, তুমিও সেরূপ অনুগ্রহ কর। আর যমীনে ফাসাদ করতে চেয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ ফাসাদকারীদের ভালোবাসেন না' *(সূরা আল-ক্বাছাছ: ৭৭)*।

২। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

{اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِيالْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (٢٠) سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (٢١)} [الحديد: ٢٠ – ٢١]

‘তোমরা জেনে রাখ যে, দুনিয়ার জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, শোভা–সৌন্দর্য, তোমাদের পারস্পরিক গর্ব–অহংকার এবং ধন–সম্পদ ও সন্তান–সন্ততিতে আধিক্যের প্রতিযোগিতা মাত্র। এর উপমা হল বৃষ্টির মত, যার উৎপন্ন ফসল কৃষকদেরকে আনন্দ দেয়, তারপর তা শুকিয়ে যায়, তখন তুমি তা হলুদ বর্ণের দেখতে পাও, তারপর তা খড়–কুটায় পরিণত হয়। আর আখিরাতে আছে কঠিন আযাব এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর দুনিয়ার জীবনটা তো ধোঁকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমরা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হও, যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের প্রশস্ততার মত। তা প্রস্তুত করা হয়েছে যারা আল্লাহ ও রসূলগণের প্রতি ঈমান আনে তাদের জন্য। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ। তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল’ *(সূরা আল-হাদীদ: ২০-২১)*।

৩। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

{إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (٧)}[الكهف: ٧]

‘নিশ্চয় যমীনের উপর যা রয়েছে, তা শোভা করেছি তার জন্য, যাতে তাদেরকে পরীক্ষা করি যে, কর্মে তাদের মধ্যে কে উত্তম’ *(সূরা আল-কাহাফ: ৭)*।

قيمة الدنيا بالنسبة للآخرة

আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার মূল্য

পাহাড়ের সাথে ক্ষুদ্র বস্তু এবং সমুদ্রের সাথে এক বিন্দু পানির সম্পর্ক যেমন, আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার সম্পর্ক তেমনই। দুনিয়া ধ্বংসশীল আর আখিরাত চিরস্থায়ী। আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূল দুনিয়ার তুলনায় আখিরাতের মূল্য স্পষ্ট ওপরিপূর্ণভাবে বর্ণনা করেছেন। নিম্নে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো:

(১) সত্তাগতভাবে দুনিয়ার মূল্য (قيمة الدنيا الذاتية):

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (٦٤)} ... [العنكبوت: ٦٤].

'আর এ দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং নিশ্চয় আখিরাতের নিবাসই হলো প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানত' *(সূরা আল-'আনকাবূত: ৬৪)*।

(২) সময়ের দিক থেকে দুনিয়ার মূল্য (قيمة الدنيا الزمنية):

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ } [التوبة: ٣٨]

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হল, যখন তোমাদের বলা হয়, আল্লাহর রাস্তায় (যুদ্ধে) বের হও, তখন তোমরা মাটি জড়িয়ে ধর? তবে কি তোমরা আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট হলে? অথচ দুনিয়ার জীবনের ভোগ-সামগ্রী আখিরাতের তুলনায় একেবারেই নগণ্য' *(সূরা আত-তাওবা: ৩৮)*।

(৩)পরিমাপ গত দিক থেকে দুনিয়ার মূল্য (قيمة الدنيا بالكيل):

عَنِ الْمُسْتَوْرِد أَخَا بَنِي فِهْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم –: «وَاللهِ مَا الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ –وَأَشَارَ يَحْيَى بِالسَّبَّابَةِ– فِي اليَمِّ، فَلْيَنْظُرْ بِمَ تَرْجِعُ؟». أخرجه مسلم برقم (٢٨٥٨)

বানূ ফিহরের ভাই মুসতাওরিদ হতে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: আল্লাহর শপথ! ইহকাল-পরকালেন তুলনা অতটুকুই, যেমন তোমাদের কেউ তার এ আঙ্গুলটি সমুদ্রে পানিতে ভিজিয়ে দেখল যে, কতটুকু পরিমাণ

এতে পানি লেগেছে। বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া এ সময় শাহাদাত আঙ্গুলের দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন'।[১]

(৪) অর্থ সম্পদের দিক থেকে দুনিয়ার মূল্য (قيمة الدنيا بالدراهم):

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – مَرَّ بِالسُّوقِ دَاخِلاً مِنْ بَعْضِ العَالِيَةِ، وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ فَمَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَّ مَيِّتٍ فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ؟» فَقَالُوا: مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ وَمَا نَصْنَعُ بِهِ قَالَ: «أَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ؟» قَالُوا: وَاللهِ لَوْ كَانَ حَيّاً كَانَ عَيْباً فِيهِ لأَنَّهُ أَسَكُّ، فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ فَقَالَ: «فَوَاللهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ». أخرجه مسلم برقم (٢٩٥٧)

জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। একদিন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলিয়া অঞ্চল থেকে মদীনায় আসার পথে এক বাজার দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এ সময় রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর উভয় পাশে বেশ লোকজন ছিল। অতঃপর তিনি ক্ষুদ্র কান বিশিষ্ট একটি মৃত বকরীর বাচ্চার পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে তার কাছে গিয়ে এর কান ধরে বললেন, 'তোমাদের কেউ কি এক দিরহাম দিয়ে এটা ক্রয় করতে আগ্রহী'। তখন উপস্থিত লোকেরা বললেন, কোন কিছুর বদৌলতে আমরা এটা নিকে আগ্রহী নই এবং এটি নিয়ে আমরা কি করব? তখন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: 'বিনা পয়সায় তোমরা কি সেটা নিতে আগ্রহী?' তারা বললেন, এ যদি জীবিত হত, তবুও তো এটা ত্রুটিযুক্ত। কেননা এর কান ছোট। আর এখন সেটা তো মৃত, আমরা কিভাবে তা গ্রহণ করব? অতঃপর তিনি বললেন, 'আল্লাহর শপথ! এটা তোমাদের কাছে যতটা নগণ্য, আল্লাহর কাছে দুনিয়া এর তুলনায় আরো বেশী নগণ্য'।[২]

(৫) আয়তনের দিক থেকে দুনিয়ার মূল্য (قيمة الدنيا بالمساحة):

১. ছ্বহীহ মুসলিম, হা/২৮৫৮
২. ছ্বহীহ মুসলিম, হা/২৯৫৭

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم –: «مَوْضِعُسَوْطٍ فِي الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» متفق عليه، البخاري (٣٢٥٠) ، ومسلم (١٨٨١)

সাহ্ল ইবনু সা'দ আস্-সা'ঈদী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'জান্নাতে চাবুক পরিমাণ সামান্য জায়গাও দুনিয়া এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে, তার থেকে উত্তম'।[৩]

(৬) উপভোগের দিক থেকে দুনিয়ার মূল্য (قيمة الدنيا المتعية):

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا (٧٧)} النساء:٧٧]

'তুমি বল, দুনিয়ার সুখ সামান্য। আর যে তাকওয়া অবলম্বন করে, তার জন্য আখিরাত উত্তম এবং তোমাদের প্রতি সূতা পরিমাণ যুলমও করা হবে না' *(সূরা আন-নিসা: ৭৭)*।

(৭) ব্যবসায়িকভাবে দুনিয়ার মূল্য (قيمة الدنيا التجارية): আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ (١٩٦) مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (١٩٧)} ... [آل عمران: ١٩٦ – ١٩٧]

'যারা কুফরী করেছে, নগরসমূহে তাদের বিচরণ তোমাকে যেন ধোঁকায় না ফেলে। (এগুলি) অল্প ভোগ্যসামগ্রী। এরপর তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম আর তা কতইনা মন্দ বিছানা' *(সূরা আলে ইমরান: ১৯৬-১৯৭)*।

৩. ছহীহ বুখারী হা/৩২৫০, ছহীহ মুসলিম হা/১৮৮১

عقوبة الإعراض عن الدين

দীন বিমুখ হওয়ার শাস্তি

যে ব্যক্তি উপকারী বস্তু পরিত্যাগ করবে, তাকে ক্ষতিকর বস্তু দ্বারা পরীক্ষা নেওয়া হবে এবং সে উপকারী বস্তু থেকে বঞ্চিত হবে; আর এসব ব্যক্তির বেলায় আল্লাহর নিয়ম এমনই।

দয়াময় প্রভুর ইবাদত থেকে কাফির, মুশরিকরা যখন বিরত থেকেছে, তখন তারা মূর্তি পূজার পরীক্ষায় নিপতিত হয়েছে। রসূলগণের আনুগত্য থেকে যখন তারা অহংকার করেছে, তখন বিবেকহীনতা এবং দীন ধ্বংসের পরীক্ষায় পড়েছে। যখন তারা মানুষের হিদায়াতের জন্য নাযিলকৃত আসমানী কিতাবসমূহ ত্যাগ করেছে, তখন বিবেকের জন্য ক্ষতিকারক নিকৃষ্টতর কিতাবের অনুসরণ দ্বারা পরীক্ষায় পড়েছে (তথা গোমরাহীতে লিপ্ত হবে)। অনুরূপভাবে, যখন তারা দয়াময় প্রভুর আনুগত্যে তাদের সম্পদ ব্যয় করা থেকে বিরত থেকেছে, তখন নিজের প্রবৃত্তি এবং শয়তানের আনুগত্যে সম্পদ ব্যয় করার পরীক্ষায় পড়েছে। পূর্ববর্তী বিভিন্ন জাতি রসূলগণকে যখন মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, দীন থেকে বিমুখ হয়েছে এবং দুনিয়াবী কারণে দীনের প্রয়োজনবোধ করেনি, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস ও নির্মুল করে দিয়েছেন।

পূর্ববর্তী বিভিন্ন জাতির আট ধরণের বিশ্বাস ছিল:

(১) নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর জাতি সংখ্যায় বেশি হওয়ার উপর বিশ্বাস করতো

(২) আদ জাতি শক্তি অর্জনে বিশ্বাস করতো

(৩) ছামূদ জাতি অট্টালিকা নির্মাণে বিশ্বাসী ছিল

(৪) শু'আইব (আলাইহিস সালাম)-এর জাতি ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশ্বাস করতো

(৫) সাবা জাতি ফসল উৎপাদনে বিশ্বাসী ছিল

(৬) ফির'আউন রাজত্ব দখলে বিশ্বাসী ছিল

(৭) ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর জাতি চিকিৎসায় বিশ্বাসী ছিল এবং

(৮) ক্বারূন ধন-সম্পদ সঞ্চয়ে বিশ্বাসী ছিল।

তাদের প্রত্যেককেই আল্লাহ তা'আলা তাদের পাপের কারণে পাকড়াও করেন। আল্লাহ তা'আলা ফির'আউন ও তার জাতিকে ডুবিয়ে দিয়েছেন, আদ জাতিকে তীব্র বাতাসের মাধ্যমে ধ্বংস করেছেন, বিকট আওয়াজ, কম্পন ও বজ্রপাতের মাধ্যমে ছামূদ জাতিকে পাকড়াও করেছেন, লূত্ব (আলাইহিস সালাম)-এর জাতির উপর পাথর নিক্ষেপ ও

তাদের বাসস্থান উল্টে দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করেছেন, ক্বারুনকে মাটির নিচে ধ্বসে দিয়েছেন এবং শু'আইব (আলাইহিস সালাম)-এর জাতিকে আগুনের বৃষ্টির মাধ্যমে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

১। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (٤٠)} [العنكبوت: ٤٠]

'অতঃপর এদের প্রত্যেককে নিজ নিজ পাপের কারণে আমি পাকড়াও করেছিলাম; তাদের কারো উপর আমি পাথরকুচির ঝড় পাঠিয়েছি, কাউকে পাকড়াও করেছে বিকট আওয়াজ, কাউকে আবার মাটিতে দাবিয়ে দিয়েছি আর কাউকে পানিতে ডুবিয়ে দিয়েছি। আল্লাহ এমন নন যে, তাদের উপর যুলম করবেন। বরং তারা নিজেরা নিজেদের উপর যুলম করত' *(সূরা আল-আনকাবূত: ৪০)*।

২। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا (٣٧)} ... [الفرقان: ٣٧]

'আর নূহের সম্প্রদায়, যখন তারা রসূলগণকে অস্বীকার করল, আমি তাদেরকে ডুবিয়ে দিলাম এবং তাদেরকে মানুষের জন্য নিদর্শন বানিয়ে দিলাম। আর আমি যালিমদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি যন্ত্রণাদায়ক আযাব' *(সূরা আল-ফুরক্বান:৩৭)*।

৩। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ (٩٤)} [هود: ٩٤]

'আর যখন আমার আদেশ আসল, তখন শু'আইব ও তার সাথে যারা ঈমান এনেছে, তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে রহমত দ্বারা মুক্তি দিলাম এবং যারা যুলম করেছিল, তাদেরকে পাকড়াও করল বিকট আওয়াজ। ফলে তারা নিজ নিজ গৃহে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকল' *(সূরা হূদ:৯৪)*।

৪। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ (١٠٢) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ (١٠٣)} ... [هود: ١٠٢ – ١٠٣].

'আর এরূপই হয় তোমার রবের পাকড়াও যখন তিনি পাকড়াও করেন কোন অত্যাচারী জনপদসমূহকে। নিঃসন্দেহে তার পাকড়াও বড়ই যন্ত্রণাদায়ক, কঠোর। (১০২) নিশ্চয় এতে রয়েছে নিদর্শন তার জন্য, যে আখিরাতের আযাবকে ভয় করে। সেটি এমন একটি দিন, যেদিন সকল মানুষকে সমবেত করা হবে এবং সেটি এমন এক দিন, যেদিন সবাই হাযির হবে' *(সূরা হূদ:১০২-১০৩)*।

৫। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ (٩٦) إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ (٩٧) يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ (٩٨) وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ(٩٩)} .[هود: ٩٦ – ٩٩]

'আর আমি মূসাকে আমার আয়াতসমূহ ও স্পষ্ট প্রমাণ দিয়ে পাঠিয়েছি, (৯৬) ফির'আউন ও তার নেতৃবৃন্দের নিকট। অতঃপর তারা ফির'আউনের নির্দেশের অনুসরণ করল। আর ফির'আউনের নির্দেশ সঠিক ছিল না। (৯৭) কিয়ামত দিবসে সে তার কওমের অগ্রভাগে থাকবে এবং তাদেরকে আগুনে উপনীত করে দেবে। যেখানে তারা উপনীত হবে সেটা উপনীত হওয়ার কতইনা নিকৃষ্ট স্থান। (৯৮) আর এখানে (দুনিয়ায়) লা'নত তাদের পেছনে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে এবং কিয়ামত দিবসেও। কি নিকৃষ্ট প্রতিদান, যা তাদের দেয়া হয়েছে' *(সূরা হূদ:৯৬-৯৯)*।

৬। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَسَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (١١٥)} ... [النساء: ١١٥].

'আর যে রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার জন্য হিদায়াত প্রকাশ পাওয়ার পর এবং মুমিনদের পথের বিপরীত পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে ফেরাব, যেদিকে সে ফিরে এবং তাকে প্রবেশ করাব জাহান্নামে। আর আবাস হিসাবে তা খুবই মন্দ' *(সূরা আন-নিসা:১১৫)*।

سبيل الفوز والفلاح

সফলতা ও কল্যাণ অর্জনের পথ

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তার ঈমান ও নেকআমল অনুপাতে কল্যাণ দান করেন এবং কুফরী ও মন্দ কর্ম অনুযায়ী শাস্তি দেন। যারা দুনিয়ায় ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারা সৌভাগ্যবান হয়, মৃত্যুর সময় তাদের কল্যাণ বৃদ্ধি পায় একারণে যে, ফেরেশতাদের মাধ্যমে তাদের খুশীর বিষয়ে সুসংবাদ দেয়া হয়। কবরবাসী হওয়ার পর তাদের সুখ আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। কেননা, তিনি কবরকে জান্নাতের একটি বাগান হিসাবে পান। তারপর পুনরুত্থান ও হাশরের দিন তার ভাগ্য আরো বৃদ্ধি পাবে। অবশেষে জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যমে তার সুখ আরো বৃদ্ধি পাবে এবং তা পরিপূর্ণতা লাভ করবে।

পক্ষান্তরে, মানুষ যখন কুফরী করে এবং তার আমল খারাপ হয়, তখন সে দুনিয়াতে দুর্ভাগ্যবান হয়। অতঃপর মৃত্যুর সময় তার দুর্ভোগ বেড়ে যায়, তারপর সে কবরে আরো বেশি দুর্ভাগ্যবান হবে এ কারণে যে, সে কবরকে জাহান্নামের একটি গর্ত হিসাবে পাবে। অতঃপর পুনরুত্থান ও হাশরের দিবসে কষ্ট ও যন্ত্রনা আরো বৃদ্ধি পাবে। অতঃপর জাহান্নামে প্রবেশের মাধ্যমে শাস্তি বৃদ্ধি ও পরিপূর্ণতা লাভ করবে।

দুনিয়াতে আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক ও প্রিয় আমল যার বিভিন্নমুখী হবে, বেশী নেক আমলের কারণে জান্নাতে তার স্বাদ আস্বাদনও বিভিন্নমুখী ও ব্যাপক হবে।

পক্ষান্তরে, দুনিয়াতে আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক ও অপ্রিয় আমল যার বিভিন্নমুখী হবে, বেশী পাপ আমলের কারণে জাহান্নামে তার সাজাও বিভিন্নমুখী ও ব্যাপক হবে।

১। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى (١٢٣) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (١٢٤) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (١٢٥) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى (١٢٦) وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى (١٢٧)﴾ [طه: ١٢٣ – ١٢٧]

'তিনি বললেন, 'তোমরা উভয়েই জান্নাত হতে এক সাথে নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। অতঃপর যখন তোমাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে হিদায়াত আসবে, তখন যে আমার হিদায়াতের অনুসরণ করবে, সে বিপথগামী হবে না এবং দুর্ভাগাও হবে না। আর যে আমার যিকর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জন্য হবে এক নিশ্চিত

সংকুচিত জীবন এবং আমি তাকে কিয়ামত দিবসে উঠাবো অন্ধ অবস্থায়। সে বলবে, হে আমার রব! কেন আপনি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালেন? অথচ আমি তো ছিলাম দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন? তিনি বলবেন, এমনিভাবেই তোমার নিকট আমার নিদর্শনাবলি এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে এবং সেভাবেই আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হল। আর এভাবেই আমি প্রতিফল দান করি তাকে, যে বাড়াবাড়ি করে এবং তার রবের নিদর্শনাবলিতে ঈমান আনে না। আর আখিরাতের আযাব তো অবশ্যই কঠোরতর ও অধিকতর স্থায়ী *(সূরা ত্বহা:১২৩-১২৭)*।

২। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٧)﴾ [النحل: ٩٧]

‘যে মুমিন অবস্থায় নেক আমল করবে, পুরুষ হোক বা মহিলা,আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং তারা যা করত, তার তুলনায় অবশ্যই আমি তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেব’ *(সূরা আন-নাহল:৯৭)*।

৩। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى (٧٤) وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى (٧٥) جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى (٧٦)﴾ ... [طه: ٧٤ – ٧٦]

‘যে তার রবের নিকট অপরাধী অবস্থায় আসবে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। সেখানে সে মরবেও না, বাঁচবেও না। আর যারা তার নিকট আসবে মুমিন অবস্থায়, সৎকর্ম করে, তাদের জন্য–ই রয়েছে সুউচ্চ মর্যাদা। স্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, তারা সেখানে স্থায়ী হবে। আর এটা তাদের পুরষ্কার, যারা পরিশুদ্ধ হয়’ *(সূরা ত্বহা:৭৪-৭৬)*।

عموم دين الإسلام

৪। দীন ইসলামের ব্যাপকতা

الإسلام دين البشرية إلى يوم القيامة

ক্বিয়ামত পর্যন্ত ইসলাম মানুষের জীবন ব্যবস্থা হিসাবে নির্ধারিত

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের জন্য ইসলাম জীবন ব্যবস্থা। ইসলামের কারণেই আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টির উপর দয়া করেন। আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ নির্ধারণ করেছেন। রসূলগণকে ইসলামের জন্যই প্রেরণ করেছেন। শেষ নাবী ও নাবীদের সরদার মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ইসলামের পূর্ণতা দান করেছেন। ইসলামের নির্দেশ পালন এবং ইসলামের দিকে দা'ওয়াত দানের মাধ্যমে তিনি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর উম্মতকে সম্মানিত করেছেন।

১। আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রভু, তিনি ছাড়া প্রকৃত কোন প্রভু নেই। আল্লাহ তা'আলা মানুষের মালিক, তিনি ছাড়া প্রকৃত কোন মালিক নেই। তিনি মানুষের উপাস্য, তিনি ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নেই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) مَلِكِ النَّاسِ (٢) إِلَهِ النَّاسِ (٣) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (٤) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (٥) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (٦)} [الناس: ١ – ٦].

'বল, 'আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি মানুষের রব, (১) মানুষের অধিপতি, (২) মানুষের ইলাহ-এর কাছে, (৩) কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হতে, যে দ্রুত আত্মগোপন করে। (৪) যে মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দেয় (৫) জিন ও মানুষ হতে' *(সূরা আন-নাস:১-৬)*।

২। আল্লাহ তা'আলা মানুষের হিদায়াতের জন্য কুরআন নাযিল করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ} [البقرة: ١٨٥].

'রামাযান মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের জন্য হিদায়াত স্বরূপ ও হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে' *(সূরা আল-বাক্বারাহ:১৮৫)*।

৩। আল্লাহ তা‘আলা মানব জাতির জন্য রসূল মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম **কে প্রেরণ করেছেন।**

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢٨)} ... [سبأ: ٢٨].

‘আর আমি তো কেবল তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী হিসাবে প্রেরণ করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না’ *(সূরা সাবা:২৮)*।

৪। আল্লাহ তা‘আলা মানুষের জন্য কা‘বাকে প্রথম ঘর হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ (٩٦)} [آل عمران: ٩٦].

‘নিশ্চয় প্রথম ঘর, যা মানুষের জন্য স্থাপন করা হয়েছে, তা মক্কায়। যা বরকতময় ও হিদায়াত বিশ্ববাসীর জন্য’ *(সূরা আলে ইমরান:৯৬)*।

৫। আল্লাহ তা‘আলা এ উম্মতকে বাছাই করেছেন এবং মানবতার কল্যাণে তাদেরকে উত্তম উম্মত হিসাবে নির্ধারণ করেছেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} ... [آل عمران: ١١٠].

‘তোমরা হলে সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানুষের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে’ *(সূরা আলে ইমরান:১১০)*।

৬। আল্লাহ সৃষ্টিকুলের রব এবং তিনি মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সৃষ্টিকুলের জন্যই রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢)} [الفاتحة: ٢].

'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সৃষ্টিকুলের রব' *(সূরা আল-ফাতিহা:২)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (١)} [الفرقان:١].

'তিনি বরকতময়, যিনি তার বান্দার উপর ফুরক্বান নাযিল করেছেন, যেন সে জগতবাসীর জন্য সতর্ককারী হতে পারে' *(সূরা আল-ফুরক্বান:১)*।

৭। এ মহা দীনের দিকে দা'ওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত সম্মানিত করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٠٨)} ... [يوسف: ١٠٨].

'বলুন, ইহাই আমার পথ, আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহর দিকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে। আল্লাহ পবিত্র এবং আমি শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত নই' *(সূরা ইউসুফ:১০৮)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُوالْأَلْبَابِ } [إبراهيم: ٥٢]

'ইহা মানুষের জন্য পয়গাম। আর যা দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা হয় এবং তারা জানতে পারে যে, তিনি কেবল এক ইলাহ, আর যাতে বুদ্ধিমানরা উপদেশ গ্রহণ করে' *(সূরা ইব্রাহীম:৫২)*।

৮। পবিত্র কুরআনের সর্ব প্রথম সম্বোধনটি সমগ্র মানব জাতির উদ্দেশ্যে, যাতে তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে এবং একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } [البقرة: ٢١]

'হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত কর, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদেরকে, যাতে তোমরা তাক্বওয়া অবলম্বন করতে পারো' *(সূরা আল-বাক্বারাহ:২১)*।

৯। এ উম্মত এক, তাদের রব এক এবং দীনও একটিই, যা ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা অন্য কোন দীন গ্রহণ করবেন না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (٩٢)} [الأنبياء: ٩٢]

'নিশ্চয় তোমাদের এ জাতি তো একই জাতি। আর আমিই তোমাদের রব। অতএব, তোমরা আমার ইবাদত কর' *(সূরা আল-আম্বিয়া:৯২)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} [آل عمران: ١٩]

'নিশ্চয় আল্লাহর নিকট দীন হচ্ছে ইসলাম। আর যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, তাদের নিকট জ্ঞান আসার পরই তারা মতানৈক্য করেছে পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর আয়াতসমূহের সাথে কুফরী করে, নিশ্চয় আল্লাহ হিসাব গ্রহণে দ্রুত' *(সূরা আলে ইমরান: ১৯)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [آل عمران: ٨٥]
'আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন চায়, তার কাছ থেকে তা কখনই গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত' *(সূরা আলে ইমরান:৮৫)*।

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ – صلى الله عليه وسلم –، أَنَّهُ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ». أخرجه مسلم برقم (١٥٣)

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, 'সেই সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! ইয়াহূদী হোক আর

খৃষ্টান হোক, যে ব্যক্তি আমার রিসালাতের খবর শুনেছে অথচ আমার রিসালাতের উপর ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করেছে, অবশ্যই সে জাহান্নামী হবে' ।[৪]

১০। অচিরেই এই দীন সর্বত্র পোঁছবে, যেমন দিন রাত্রি পৌঁছে। অতঃপর তা অপরিচিত অবস্থায় ফিরে আসবে যেভাবে সূচনা হয়েছিল।

عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم –: «إِنَّ اللهَ زَوَى لِيَ الأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا ... ». أخرجه مسلم برقم (٢٨٨٩)

ছাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা গোটা পৃথিবীকে সংকুচিত করে আমার সম্মুখে রেখে দিলেন। অতঃপর আমি এর পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করলাম। পৃথিবীর যে অংশটুকু সংকুচিত করে আমার সামনে রাখা হয়েছিল, সে পর্যন্ত আমার উম্মতের কর্তৃত্ব পৌঁছবে' ।[৫]

وَعَن تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – يَقُولُ: «لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَلاَ يَتْرُكُ اللهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلاَ وَبَرٍ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ هَذَا الدِّينَ، بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ، عِزّاً يُعِزُّ اللهُ بِهِ الإِسْلاَمَ وَذُلاًّ يُذِلُّ اللهُ بِهِ الكُفْرَ» صحيح/ أخرجه أحمد برقم (١٧٠٨٢) , وهذا لفظه، وأخرجه الحاكم برقم (٨٣٢٦)

তামীম আদ-দারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি: দীন সর্বত্র পোঁছবে, যেমন দিন রাত্রি পৌঁছে। এমন কোন মাটির অথবা পশমের ঘর (তাঁবু) আল্লাহ বাকী রাখবেন না, যেখানে তিনি সম্মানিতের সম্মান বা লাঞ্ছিতের লাঞ্ছনার মাধ্যমে এই দীন প্রবেশ করাবেন না। সেটি এমন সম্মান, যা দ্বারা আল্লাহ ইসলামকে সম্মানিত করবেন এবং এমন লাঞ্ছনা, যা দ্বারা তিনি কুফরকে লাঞ্ছিত করবেন।[৬]

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ: «إِنَّ الإِسْلاَمَ بَدَأَ غَرِيباً وَسَيَعُودُ غَرِيباً كَمَا بَدَأَ، وَهُوَ يَأْرِزُ بَيْنَ المَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْرِزُ الحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا». أخرجه مسلم برقم (١٤٦)

৪. ছ্বহীহ মুসলিম, হা/১৫৩
৫. ছ্বহীহ মুসলিম, হা/২৮৮৯
৬. ছ্বহীহ: মুসনাদে আহমাদ হা/১৭০৮২, হাকেম হা/৮৩২৬

ইবনু উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, অপরিচিতের ন্যায় ইসলাম শুরু হয়েছিল, অচিরেই তা আবার অপরিচিত অবস্থায় ফিরে যাবে। সাপ যেমন সংকুচিত হয়ে তার গর্তে প্রবেশ করে, তদ্রুপ ইসলামও দুই মসজিদের (মসজিদে নববী ও মসজিদে হারাম) মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে।[৭]

بقاء الإسلام إلى يوم القيامة

ক্বিয়ামত পর্যন্ত ইসলাম অবশিষ্ট থাকবে

৭. ছ্বহীহ মুসলিম, হা/১৪৬

ইসলাম ক্বিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে। আল্লাহ তা'আলা আল-কুরআন নাযিল করে তা সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। 'সাহায্যপ্রাপ্ত দল'-এর মাধ্যমে কুরআনের বিধান দুনিয়ায় ক্বায়েম হবে। এমনকি ক্বিয়ামত এসে যাবে, তবুও তারা বিজয়ী হয়েই থাকবে।

১। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩)} ... [الحجر: ٩]

'নিশ্চয় আমরা কুরআন নাযিল করেছি, আর আমরাই তার হিফাযতকারী' *(সূরা আল-হিজর:৯)*।

২। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ (٤١) لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (٤٢)} ... [فصلت: ٤١ – ٤٢]

'আর এটি নিশ্চয় এক সম্মানিত গ্রন্থ। (৪১) বাতিল এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না, না সামনে থেকে, না পেছন থেকে। এটি প্রজ্ঞাময়, প্রশংসিতের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত' *(সূরা হা-মীম সাজদা: ৪১-৪২)*।

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله – صلى الله عليه وسلم – يَقُولُ: «لاَتَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمّتِي قَائِمَةً بِأَمْرِ اللهِ، لاَ يَضُرّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ، حَتّىَ يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النّاسِ».

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧١) , ومسلم في كتاب الإمارة برقم (١٧٤) (١٠٣٧)، واللفظ له

৩। মু'আবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: আমার উম্মতের একটি দল সর্বদাই হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তাদের সঙ্গ ত্যাগ করে বা বিরোধিতা করে কেউ তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। এমনকি এভাবে তাদের কাছে আল্লাহর আদেশ (ক্বিয়ামত) এসে পড়বে তারা বিজয়ী থাকা অবস্থায়।[৮]

৮. ছ্বহীহ বুখারী হা/৭১; ছ্বহীহ মুসলিম হা/১০৩৭

أحكام الدعوة إلى الله

৫। আল্লাহর দিকে দা'ওয়াতের বিধি-বিধান

আল্লাহর দিকে দা'ওয়াতের গুরুত্ব (أهمية الدعوة إلى الله):

শরীরে প্রাণের উপস্থিতি যেমন জরুরী, তেমনি মানব জাতির জন্য দীন ইসলাম অত্যাবশ্যক। শরীর থেকে প্রাণ বের হলে তা যেমন অকেজো হয়, তেমনি মানব জাতি দীন হারালে তাদের দুনিয়া ও আখিরাত সবই নষ্ট হয়। আর দেহের মাপ অনুযায়ী দুনিয়াতে ফাসাদ ও নোংরামি ছড়ায়। দীন ব্যতীত মানুষ খালি কৌটার মত মূল্যহীন। মানুষ সঠিক দীন থেকে বিচ্যুত হলে তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত ইচ্ছানুযায়ী জীবন যাপন করে, ফাসাদ সৃষ্টির ব্যাপারে হিংস্র জন্তুর মত হয়ে যায় এবং অনিষ্ট সাধন, অপকৌশল ও ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে শয়তানদের মত হয়ে যা। আল্লাহ তা'আলা এই মানুষের প্রতি সদয় হয়েছেন এবং তাকে অন্যদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন। যেমনঃ তিনি তাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন, তার মাঝে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন, ফেরেশতামণ্ডলী দ্বারা তার সামনে সেজদা করিয়ে নিয়েছেন, জ্ঞানের উপকরণ শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও বিবেক দিয়ে তাকে সমৃদ্ধ করেছেন এবং তাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন।

আল্লাহ মুসলিমদেরকে অমুসলিমদের দা'ওয়াত দেওয়ার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করেছেন, যাতে দীন পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর জন্য হয়ে যায় এবং সকল মানুষ তাদের একমাত্র প্রভুর ইবাদত করতে পারে- যার কোন শরীক নেই। আল্লাহর দিকে দা'ওয়াতের গুরুত্ব বিবেচনা করে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে বিস্তারিত ও পরিপূর্ণ বিবরণী পেশ করেছেন। বিভিন্ন যুগে আল্লাহর দিকে দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে নাবীগণের জীবন-চরিত বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তিনি নাবীগণের জাতিদের সাথে তাদের ঘটনাবলি বিস্তারিত বর্ণনা করেন। যেমন নূহ, হূদ, ছালেহ, ইবরাহীম, ইসমাঈল, মূসা, ঈসা, দাঊদ, সুলাইমান, লূত্ব, শু'আইব, ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) প্রমুখের কাহিনী ।

দা'ওয়াত হচ্ছে আমলের মূল। দা'ওয়াতের গুরুত্বের কারণে আল্লাহ তা'আলা নাবীগণের ইবাদতের কথা বিস্তারিত বর্ণনা করেননি, না ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) এর ছ্বলাত, না আদম (আলাইহিস সালাম) এর হাজ্জ, না দাঊদ (আলাইহিস সালাম) এর ছিয়াম। তবে, তিনি সংক্ষেপে এ সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা কোন একজন নাবীর ইবাদতের কাহিনীও কুরআনে বিস্তারিত বর্ণনা করেননি। **অথচ তিনি নাবীগণের দা'ওয়াতী পদ্ধতি বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন,** তিনি মানুষের নিকট আল্লাহর দীন পৌঁছে দিতে তাঁদের জীবন-চরিত ও প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরেছেন। এর কারণ হচ্ছে, এই মুসলিম উম্মতকে আল্লাহর দিকে দা'ওয়াতের জন্য

পাঠানো হয়েছে। এক্ষেত্রে নাবী-রসূলগণই তাদের আদর্শ, যাতে তারা ক্বিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানবমণ্ডলীর নিকট আল্লাহর দীন পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে তাঁদের পথনির্দেশ অনুযায়ী চলতে পারে।

১। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٢)} [الجمعة: ٢]

'তিনিই নিরক্ষরদের মাঝে একজন রসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে, যিনি তাদের কাছে তিলাওয়াত করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে শিক্ষা দেন'কিতাব ও হিকমাত। যদিও ইতঃপূর্বে তারা স্পষ্ট গোমরাহীতে ছিল' *(সূরা আল-জুমুআ':২)*।

২। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَالْمُسْلِمِينَ} [فصلت: ٣٣]

'আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম, যিনি আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দেন, সৎকর্ম করেন এবং বলেন যে, অবশ্যই 'আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত' *(সূরা হা-মীম সাজদা: ৩৩)*।

৩। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْهَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (٣٦)} [النحل: ٣٦]

'আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতিতে একজন রসূল প্রেরণ করেছি এমর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং পরিহার কর ত্বগূতকে। অতঃপর তাদের মধ্য হতে আল্লাহ কাউকে হিদায়াত দিয়েছেন এবং তাদের মধ্য হতে কারো উপর পথভ্রষ্টতা সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং তোমরা যমীনে ভ্রমণ কর, অতঃপর দেখ, মিথ্যাবাদীদের পরিণতি কীরূপ হয়েছে' *(সূরা আন-নাহল:৩৬)*।

منزلة الدعوة إلى الله

দা'ওয়াতের অবস্থান

আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দানের মাধ্যমে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হয়। আর তা হলো, এক আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করা, যার কোন শরীক নেই। অতএব, দা'ওয়াত সকল আমলের মূল। এর মাধ্যমে ফরয, সুন্নাত ও শিষ্টাচার জীবন পায় এবং এর মাধ্যমে দুনিয়ার সর্বত্র দীন পুরোপুরি জীবিত থাকে। সুতরাং আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দান গুরু দায়িত্ব এবং আল্লাহর ইবাদত করা সর্ববৃহৎ কর্ম।

রাজার দায়িত্বের মতই দা'ওয়াত দেয়া বড় দায়িত্বপূর্ণ কাজ। আর অন্যান্য কাজ রাজার নিম্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সেবকদের কাজের মত। অনেক মানুষ সেবকের কাজ নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে, অথচ নাবী-রসূলগণের কাজ আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত প্রদান, সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজ থেকে নিষেধ এবং মুসলিমদেরকে নছীহত প্রদানকে ছেড়ে দিয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَمَنْ أَحْسَنُ قـ َـوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٣٣)}

[فصلت: ٣٣].

'আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম,যিনি আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দেন, সৎকর্ম করেন এবং বলেন যে, অবশ্যই 'আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত' *(সূরা হা-মীম সাজদা: ৩৩)*।

حكم الدعوة إلى الله

আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত প্রদানের হুকুম

প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর দা'ওয়াতী কাজ করা ওয়াজিব। প্রত্যেকে তার জ্ঞান ও সামর্থ অনুযায়ী দা'ওয়াত দিবে, যাতে দীন পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়

এবং আল্লাহর কালেমা সুউচ্চ হয়। সেজন্য, দা'ওয়াত দান উম্মতের সকলের উপর আবশ্যক। অনুরূপভাবে, তা জাতির সকলের জন্য প্রয়োজনও বটে। কারণ দা'ওয়াত দান হিদায়াত প্রাপ্তি, ঈমান বৃদ্ধি ও বেশি বেশি সৎ আমল করার বড় মাধ্যম।

১। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٠٨)} ... [يوسف: ١٠٨].

'বলুন, ইহাই আমার পথ, আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহর দিকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে। আল্লাহ পবিত্র এবং আমি শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত নই' *(সূরা ইউসুফ:১০৮)*।

২। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ } [النحل: ١٢٥]

'তুমি তোমার রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান কর এবং সুন্দরতর পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক কর। নিশ্চয় একমাত্র তোমার রব-ই জানেন কে তার পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে এবং হিদায়াত প্রাপ্তদের তিনি খুব ভালো করেই জানেন' *(সূরা আন-নাহল:১২৫)*।

৩। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٠٤)} ... [آل عمران: ١٠٤].

'আর যেন তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যাণের দিকেআহ্বান করবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম' *(সূরা আলে ইমরান:১০৪)*।

وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ فِي حِجةِ الوَداعِ: « ..إنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، لِيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ». متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٧) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٦٧٩)

৪। আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জের সময় বলেন: তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধনসম্পদ, তোমাদের সম্মান তোমাদের পরস্পরের জন্য হারাম, যেমন আজকের তোমাদের এ দিন, তোমাদের এ মাস, তোমাদের এ শহর মর্যাদা সম্পন্ন। এখানে উপস্থিত ব্যক্তিরা (আমার এ বাণী) যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট পৌঁছে দেয়। কেননা, উপস্থিত ব্যক্তি সম্ভবত এমন ব্যক্তির নিকট পৌঁছাবে, যে এ বাণীকে তার চেয়ে অধিক অনুধাবন করতে পারবে।[৯]

وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». أخرجه البخاري برقم (٣٤٦١).

৫। আব্দুল্লাহ ইবনু আম্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: আমার কথা পৌঁছিয়ে দাও, যদি তা এক আয়াতও হয়। আর বানী ইসরাঈলের ঘটনাবলী বর্ণনা করতে পারো, এতে কোন দোষ নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি ইচ্ছে করে আমার উপর মিথ্যারোপ করবে, সে জাহান্নামকেই তার ঠিকানা বানিয়ে নিবে।[১০]

تقرير وجوب الدعوة إلى الله

আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দানের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য

১। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

৯. ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৭; ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৬৭৯
১০. ছ্বহীহ বুখারী, হা/৩৪৬১

{قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٠٨)} [يوسف: ١٠٨]

'বলুন, ইহাই আমার পথ, আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহর দিকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে। আল্লাহ পবিত্র এবং আমি শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত নই' *(সূরা ইউসুফ:১০৮)*।

আল্লাহ তা'আলার এ বাণী ব্যাপক অর্থবোধক যা স্থান-কাল পাত্রভেদে সবসময় প্রযোজ্য এবং আরব-অনারব, নারী-পুরুষ, ছোট-বড়, জাতি-বর্ণ, মালিক-ভৃত্য এবং ধনী-গরিব সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

২। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (٥٢)} [إبراهيم: ٥٢]

'ইহা মানুষের জন্য পয়গাম। আর যা দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা হয় এবং তারা জানতে পারে যে, তিনি কেবল এক ইলাহ, আর যাতে বুদ্ধিমানরা উপদেশ গ্রহণ করে' *(সূরা ইব্রাহীম:৫২)*।

অতএব, সকল মানুষের জন্য দা'ওয়াত দান ওয়াজিব। কেননা, দীন ইসলাম সকল মানুষের জন্য। তাই মুসলিম হওয়ার পর মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর উম্মত ও অনুসারী গণ্য হওয়ায় তাদেরদা'ওয়াতী কাজ করা আবশ্যক।

৩। প্রত্যেকের উপর দায়িত্ব হলো তার যোগ্যতা অনুযায়ী দীন প্রচার করা। আর দা'ওয়াত দানের সর্বনিম্ন যোগ্যতা হলো একটি আয়াত অথবা একটি সুন্নাহ বা হাদীছ জানা। এরূপ যে জানবে, তার উপর আবশ্যক হলো তা পৌঁছে দেয়া।

৪। মুসলিম দু'প্রকার:

(ক) **আলেম**, যিনি নিজ উদ্যোগে হক্ব-দীন প্রচার করেন এবং মানুষকে তার অনুসরণ করার জন্য আহ্বান করেন। যেমনটি ফির'আউনের দলবলের মুমিন ব্যক্তি বলেছিলেন,

{وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَاقَـوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ (٣٨) يَاقَـوْمِ إِنَّمَاهَذِهِ الْحَيَاةُالدُّنْـيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ (٣٩)} [غافر: ٣٨ – ٣٩]

'আর যে ব্যক্তি ঈমান এনেছিল, সে বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমার আনুগত্য কর; আমি তোমাদেরকে সঠিক পথ দেখাব। (৩৮) 'হে আমার সম্প্রদায়! এ দুনিয়ার জীবন কেবল ক্ষণকালের ভোগ; আর নিশ্চয় আখিরাতই হল স্থায়ী আবাস' *(সূরা গফির:৩৮-৩৯)*।

(খ) **মুসলিম কিন্তু আলেম নন:** তিনি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আলেমগণের অনুসরণ করার জন্য আহ্বান করবেন। যেমন- আল্লাহ তা'আলা তা'আলা সূরা ইয়াসীনে জনৈক দাঈ সম্পর্কে বলেন,

{وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَاقَـوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ (٢٠) اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ (٢١)} [يس: ٢٠ – ٢١].

'আর শহরের দূরপ্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এসে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা রসূলগণের অনুসরণ কর। (২০) তোমরা তাদের অনুসরণ কর, যারা তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চায় না আর তারা সৎপথপ্রাপ্ত' *(সূরা ইয়াসীন:২০-২১)*।

সুতরাং প্রত্যেকের উচিত, দা'ওয়াতী কাজ করা। আলেমগণ হক্বের দিকে দা'ওয়াত দিবেন। আর যারা আলেম নন, তারা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সেসব আলেমের অনুসরণের দিকে আহ্বান করবেন, যারা আল্লাহ সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত।

৫। যোগ্যতা অনুযায়ী আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দেয়া প্রত্যেকের উপর ফরয। কেননা, তা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ। ঠিক যেমন ছ্বলাত আদায় করা প্রত্যেকের উপর ফরয। কেননা, সেটিও আল্লাহর নির্দেশ।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর যুগে ইবাদত ও দা'ওয়াত উভয়ই মুসলিম জাতির সকলের উপর ফরয ছিল। অতঃপর আল্লাহর ইবাদত সকল মুসলিমের উপর ফরয গণ্য করা হলেও শুধুমাত্র কতিপয় মুসলিমের উপর দা'ওয়াতী কাজ করা ফরয বলে গণ্য করা হয়। ফলে, খোদ ইবাদতই দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মানুষ দীন থেকে বের হতে শুরু করে। আর এই উম্মতের শেষের দিকের মানুষকে ঠিক করতে পারে শুধুমাত্র সেই বিষয়, যা দ্বারা উম্মতের প্রথম দিকের মানুষ ঠিক হয়েছিল।

সুতরাং ইবাদত ও দা'ওয়াতী কাজ উভয়ই এ উম্মতের প্রত্যেকের উপর ফরযে আইন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٧٧)} [الحج: ٧٧]

'হে মুমিনগণ! তোমরা রুকূ' কর, সিজদা কর, তোমাদের রবের ইবাদত কর এবং ভালো কাজ কর, আশা করা যায় তোমরা সফল হতে পারবে' *(সূরা আল-হাজ্জ:৭৭)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (١٢٥)} [النحل: ١٢٥]

'তুমি তোমার রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান কর এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক কর। নিশ্চয় একমাত্র তোমার রব-ই জানেন কে তার পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে এবং হিদায়াত প্রাপ্তদের তিনি খুব ভালো করেই জানেন' *(সূরা আন-নাহল:১২৫)*।

৬। উম্মতের প্রত্যেকের উপর কর্তব্য আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দেয়া এবং তা প্রত্যেকের পালন করা প্রয়োজন। দা'ওয়াত দানের মাধ্যমে হিদায়াত লাভ হয়, ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং মুমিনদের সংখ্যা বেড়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ } [العنكبوت: ٦٩]

'আর যারা আমার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, তাদেরকে আমি অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। আর নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথেই আছেন' *(সূরা আল-আনকাবূত:৬৯)*।

৭। দা'ওয়াতী কাজ করা, ইবাদত করা, চরিত্রবান হওয়া ইত্যাদি বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা সকল মুসলিমকে সর্বাবস্থায় রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (٢١)} ... [الأحزاب: ٢١]

'অবশ্যই তোমাদের জন্য রসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের জন্য, যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহর অনেক যিক্‌র করে' *(সূরা আল-আহযাব:২১)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِوَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٥٨)} [الأعراف: ١٥٨].

'বল, 'হে মানুষ! আমি তোমাদের সবার নিকট আল্লাহর রসূল, যার রয়েছে আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব। তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আন ও তার প্রেরিত নিরক্ষর নাবীর প্রতি, যিনি আল্লাহ ও তার বাণী সমূহের প্রতি ঈমান রাখেন। আর তোমরা তার অনুসরণ কর, আশা করা যায়, তোমরা হিদায়াত লাভ করবে' *(সূরা আল-আ'রাফ:১৫৮)*।

৮। বিভিন্ন জাতির মধ্যে থেকে আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতকে বাছাই করেছেন এবং তাদেরকে নাবীগণের মুকুট পরিয়েছেন। আর তা হলো, আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দেয়া, সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ} [آل عمران: ١١٠]

'তোমরা হলে সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানুষের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। আর যদি আহলে কিতাব ঈমান আনত, তবে অবশ্যই তা তাদের জন্য কল্যাণকর হত। তাদের কতক ঈমানদার। আর তাদের অধিকাংশই ফাসিক্ব' *(সূরা আলে ইমরান:১১০)*।

৯। ঈমান ও বিধি-বিধান নাযিল হওয়ার মধ্যে সময়ের দূরত্ব আছে। কিন্তু ঈমান ও দা'ওয়াতী কাজের মাঝে কোন সময়ের দূরত্ব নেই। কেননা, নাবীগণের মতই দা'ওয়াতী কাজের জন্য এ জাতি প্রেরিত হয়েছে।

প্রথম সারির ছাহাবীগণ শুরু থেকেই দা'ওয়াতী কাজে অংশগ্রহণ করেন। প্রত্যেক নাবীই তার উম্মতকে প্রথমে ঈমান শিক্ষা দিতেন, অতঃপর বিধি-বিধান শিখাতেন।

আর মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আল্লাহ তা'আলা তার উম্মতকে প্রথমে ঈমান শিক্ষা দেয়ার, তারপর দা'ওয়াতী কাজ করার, তারপর বিধি-বিধান শিক্ষা দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, যা মদীনায় অবতীর্ণ হয়। কেননা, নাবীগণের আদর্শের উপর এ মুসলিম জাতি প্রেরিত হয়েছে।

১০। আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর সর্বত্র হক্ব প্রচারের জন্য আমাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন। যেমন আলোকিত করার জন্য সূর্য, বৃষ্টি বর্ষণের জন্য মেঘমালা এবং উদ্ভিদ উৎপন্ন করার জন্য যমীনকে দায়িত্ব দিয়েছেন।আর এ তিনটিই তাদের আমানত যথারীতি রক্ষা করে চলেছে। সেজন্যই, সৃষ্টির দুনিয়াবী যিন্দেগী ঠিকমত চলছে। আমরাও যদি মানবতার নিকট আল্লাহর দিকে দা'ওয়াতের আমানত পৌঁছে দেই, তাহলে তাদের ইহকাল ও পরকাল সুন্দর হবে। আলো, পানি ও উদ্ভিদ যেমন সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য, তেমনি হক্ব, কুরআন ও ইসলামও সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (٥٢)}

[إبراهيم: ٥٢]

'ইহা মানুষের জন্য পয়গাম। আর যা দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা হয় এবং তারা জানতে পারে যে, তিনি কেবল এক ইলাহ, আর যাতে বুদ্ধিমানরা উপদেশ গ্রহণ করে' *(সূরা ইব্রাহীম ১৪:৫২)*।

فضائل الدعوة إلى الله

দা'ওয়াতের মর্যাদা

১। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٣٣)} [فصلت: ٣٣]

'আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম, যিনি আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দেন, সৎকর্ম করেন এবং বলেন যে, অবশ্যই 'আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত' *(সূরা হা-মীম সাজদা: ৩৩)*।

২। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٠٤)} ... [آل عمران: ١٠٤].

'আর যেন তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম' *(সূরা আলে ইমরান: ১০৪)*।

৩। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ }[العنكبوت: ٦٩]

'আর যারা আমার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, তাদেরকে আমি অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। আর নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথেই আছেন' *(সূরা আল-আনকাবূত:৬৯)*।

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ: «مَنْ دَعَا إِلَىهُدىً كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْشَيْئاً». أخرجه مسلم برقم (٢٦٧٤)

৪। আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: যে ব্যক্তি হিদায়াতের দিকে ডাকে, তার জন্য সে পথের অনুসারীদের প্রতিদানের সমান প্রতিদান রয়েছে। এতে তাদের প্রতিদান হতে সামান্য ঘাটতি হবে না। পক্ষান্তরে, যে

ব্যক্তি পথভ্রষ্টতার দিকে ডাকে, তার উপর সে রাস্তার অনুসারীদের পাপের অনুরূপ পাপ বর্তাবে।এতে তাদের পাপরাশি সামান্য হালকাও হবে না'।[11]

وَعَنْ سَهْل بن سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَوْمَ خَيْبَرَ: «انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلامِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللهِ فِيهِ، فَوَاللهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً، خَيْرٌ لَكَ مِنْ أنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ». متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٤٢١٠) , ومسلم برقم (٢٤٠٦)

৫। সাহল ইবনু সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী ইবনু আবী ত্বালেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে খায়বারের দিন বললেন: তুমি বর্তমান অবস্থায় তাদের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে হাজির হও, এরপর তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের প্রতি আহ্বান করো এবং তাদের উপর আল্লাহর যে অধিকার, সে সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত কর। আল্লাহর কসম! তোমার দা'ওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ যদি একজন মাত্র মানুষকেও হিদায়াত দেন, তাহলে তা তোমার জন্য লাল রঙ্গের (মূল্যবান) উটের চেয়েও উত্তম'।[12]

ثمار الدعوة إلى الله

আল্লাহর দিকে দা'ওয়াতের ফলাফল

১১. ছ্বহীহ মুসলিম, হা/২৬৭৪
১২. ছ্বহীহ বুখারী, হা/৮২১০; ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৬২৪০

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর পদ্ধতিতে যে-ই দা'ওয়াতী কাজ করবে, আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রত্যেককেই মহা প্রতিদান ও প্রতিফল দিয়ে সম্মানিত করবেন। দা'ওয়াতের কারণে দাঈর হিদায়াত, দীনের উপর অবিচলতা, ঈমান বৃদ্ধি, নেক আমল বৃদ্ধি, বিভিন্ন মুখী প্রচুর আমল এবং পূর্ণ বিশ্বাস লাভ হয়। মানুষদের মধ্যে যাদেরকে তিনি দা'ওয়াত দিবেন, তাদের সংখ্যা অনুযায়ী তার নেকী অর্জিত হয়। তার কারণে যারা হিদায়াত প্রাপ্ত হবে, তাদের নেকী সমপরিমাণ নেকী তিনিও পান। আল্লাহর দিকে দা'ওয়াতের কারণে প্রত্যেক দাঈকে যা কিছু দ্বারা আল্লাহ সম্মানিত করেন, সেগুলির কয়েকটি নিম্নে বর্ণিত হলো:

- সম্মান প্রাপ্তির কোন কারণ তার কাছে না থাকলেও আল্লাহ তা'আলা তাকে দা'ওয়াতের কারণে সম্মান দান করবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বিলাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও সালমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে সম্মানিত করেছিলেন।
- আল্লাহ তা'আলা দীনের সকল আমল তার কাছে প্রিয় করে দিবেন। ফলে, সেগুলি তিনি নিজে যেমন আমল করবেন, তেমনি অন্যকেও সেগুলির দিকে দা'ওয়াত দিবেন।
- সৃষ্টির হৃদয়ে তার প্রতি ভালোবাসা, ভক্তি ও সম্মান তৈরি করে দিবেন।
- তার চতুষ্পার্শ্বের বাতিল শক্তিকে পরাস্ত করবেন। আল্লাহ তা'আলা তার অদৃশ্য সাহায্য দ্বারা তাকে শক্তিশালী করবেন। তিনি তার দো'আ কবূল করবেন এবং আখিরাতে তাকে জান্নাত দান করবেন।

সুতরাং দা'ওয়াতী কাজ সকল উত্তম কাজ, সব ধরনের নেকী এবং সব ধরনের মর্যাদাকে অন্তর্ভুক্ত করে। আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দানের গুরুত্ব বিবেচনায় স্বয়ং আল্লাহ দা'ওয়াত দিয়েছেন, তার রসূলগণকে দা'ওয়াতী কাজের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন এবং দা'ওয়াতী কাজের ভার দিয়ে এই উম্মতের উপর অনুগ্রহ করেছেন।

১। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [يونس: ٢٥]

'আর আল্লাহ তা'আলা শান্তির আবাসের দিকে আহ্বান করেন এবং যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দেন সরল পথের দিকে' *(সূরা ইউনুস:২৫)*।

২। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٠٨)} [يوسف: ١٠٨]

'বলুন, ইহাই আমার পথ, আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহর দিকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে। আল্লাহ পবিত্র এবং আমি শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত নই' *(সূরা ইউসুফ:১০৮)*।

৩। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٣٣)} [فصلت: ٣٣]

'আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম,যিনি আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দেন, সৎকর্ম করেন এবং বলেন যে, অবশ্যই 'আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত' *(সূরা হা-মীম সাজদা: ৩৩)*।

أصول الدعوة إلى الله

দা'ওয়াতের মূলনীতি

ইবাদতের জন্য যেমন মূলনীতি আছে, তেমনি দা'ওয়াতের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি রয়েছে। নিম্নে সেগুলি বর্ণনা করা হলো:

১। আল্লাহ তা'আলার জন্য একনিষ্ঠভাবে আমল করা এবং নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর পদ্ধতিতে দা'ওয়াতী কাজ করা।

২। হিকমাত-কৌশল, উত্তম উপদেশ, সুন্দর কথা, ভালো আমল এবং মানুষের মর্যাদা বজায় রেখে দা'ওয়াত দেয়া।

৩। গ্রাম-শহর, হাট-বাজার, বাড়ি-ঘরসর্বত্রই দা'ওয়াত দেয়া।

৪। দিন-রাত্রি সর্বদাই দা'ওয়াতী কাজ করা। ছ্বলাত আদায় ও ছিয়াম পালন করার সুনির্দিষ্ট সময় রয়েছে। কিন্তু দা'ওয়াতী কাজ সব সময় ও সব জায়গায় করাই শরী'আত সম্মত।

৫। নিরাপত্তা-ভীতি, সহজ-কঠিন, সচ্ছলতা-দরিদ্রতা সর্বাবস্থায়ই দা'ওয়াতী কাজ করা।

৬। দা'ওয়াতী কাজের বিনিময় গ্রহণ না করা। কেননা, আল্লাহ তা'আলাই দাঈকে পুরস্কৃত করবেন।

৭। উদারতার সাথে দা'ওয়াতী কাজ করা। মানুষের নিকট দা'ওয়াতী কাজের বিনিময় না চাওয়া। যেমন-সূর্যের কাজ বিনিময় ছাড়া আলো বিকিরণ করা, যা থেকে মানুষসহ সব কিছুই উপকৃত হয়।

৮। জীবন চলার পথে, গোপনে, প্রকাশ্যে সবক্ষেত্রে দাঈ হবে মানুষের জন্য উত্তম আদর্শ।

৯। বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ, কোমলতা, দয়া, বিনম্রতা, হিদায়াতের জন্য দু'আ করা ও কাউকে অবহেলা না করা ইত্যাদি গুণাবলীর মাধ্যমে দীনের দা'ওয়াত দেয়া। আর সব ধরণের বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করা।

আর দা'ওয়াতের বড় মূলনীতি হলো:

- মানুষকে আল্লাহর একত্ব, তার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও শরীকবিহীন আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের দিকে দা'ওয়াত দেওয়া।

- দৃশ্যমান কোন কিছুর প্রভাব ও কর্তৃত্ব নাকচ করা, অদৃশ্য বিষয়াদি বিশ্বাস করা, সৃষ্টিকে ডিঙ্গিয়ে স্রষ্টার শরণাপন্ন হওয়া, আকৃতিকে ডিঙ্গিয়ে আকৃতিদাতার শরণাপন্ন হওয়া।
- সর্বক্ষেত্রে যাবতীয় পথ পরিহার করে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর পথ অনুসরণ করা। মানুষকে দুনিয়া থেকে আখিরাতমুখী করা। যাবতীয় প্রথা ও প্রচলন ছেড়ে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সুন্নাত অনুসরণ করা, অবৈধ সম্পদ অর্জন ও কু-প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ না করে ঈমান ও সৎ আমল পূর্ণ করা।
- নিজের প্রিয় বস্তুর চেয়ে রবের প্রিয় বস্তুকে অগ্রাধিকার দেয়া এবং দীনের পথে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্য কারো প্রচেষ্টা ছেড়ে তার প্রচেষ্টা অনুসরণ করা।
- কেউ এসব মূলনীতি অনুসরণ করে আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দিলে তিনি নানা পরীক্ষা ও কষ্টের সম্মুখীন হবেন। সুতরাং তার উচিত ধৈর্য ধারণ করা, মার্জনা করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা, কোমল আচরণ করা এবং কঠোর ও কর্কশ না হওয়া- যাতে তারা বিমুখ না হয়।

১। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (١٢٥)} ... [النحل: ١٢٥]

'তুমি তোমার রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান কর এবং সুন্দরতর পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক কর। নিশ্চয় একমাত্র তোমার রব-ই জানেন কে তার পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে এবং হিদায়াত প্রাপ্তদের তিনি খুব ভালো করেই জানেন' *(সূরা আন-নাহল: ১২৫)*।

২। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (١٥٩)} ... [آل عمران: ١٥٩]

‘আল্লাহর দয়ায় আপনি তাদের প্রতি কোমল-হৃদয় হয়েছেন; যদি আপনি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতেন, তবে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। কাজেই আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন, তারপর আপনি কোন সংকল্প করলে আল্লাহর উপর নির্ভর করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ (তার উপর) নির্ভরকারীদের ভালোবাসেন’ *(সূরা আলে ইমরান: ১৫৯)*।

৩। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

{فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَايُوقِنُونَ (٦٠)} [الروم: ٦٠].

‘অতএব, তুমি সবর কর। নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা হক্ব। আরযারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে না, তারা যেন তোমাকে অস্থির করতে না পারে’ *(সূরা আর-রূম: ৬০)*।

নাবী-রসূলগণ প্রেরণের উদ্দেশ্য

তিনটি বিষয় আল্লাহ তা'আলা নাবী-রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন:

- আল্লাহর দিকে আহ্বান করা
- আল্লাহর কাছে পৌঁছার রাস্তা সম্পর্কে অবহিত করা ও
- আল্লাহর নিকট পৌঁছার পর মানুষের যা ঘটবে, সে সম্পর্কে অবহিত করা।

প্রথমটিই হচ্ছে, আল্লাহর একত্ব (তাওহীদ) ও তার প্রতি বিশ্বাস (ঈমান) সম্পর্কে বর্ণনা করা।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে, শরী'আতের বিধি-বিধান বর্ণনা করা।

তৃতীয়টি হচ্ছে, আখিরাত এবং আখিরাতে শান্তি-শাস্তি, জান্নাত-জাহান্নাম যা কিছু ঘটবে, তদ্বিষয়ের বর্ণনা দেওয়া।

বিস্তারিত বর্ণনা

১। প্রথমতঃ মানুষকে আল্লাহ তা'আলা, তার নামসমূহ, গুণাবলী ও কার্যাদি, তার মহানত্ব, ক্ষমতা ও সৃষ্টির প্রতি দয়া সম্পর্কে পরিচয় দানের মাধ্যমে তার দিকে দা'ওয়াত দিতে হবে। অতএব, আমরা মানুষের উদ্দেশ্যে বর্ণনা করবো যে,আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র মহান-যাতে তারা আল্লাহ তা'আলাকে সম্মান করে। তিনিই একমাত্র বড়, যাতে তারা তার বড়ত্ব ঘোষণা করে। তিনিই একমাত্র সর্বশক্তিমান, যাতে তারা তাকে ভয় করে। তিনিই একমাত্র মহামহিম, যাতে তারা তাকে ভালোবাসে। তিনিই একমাত্র দাতা, যাতে তারা তার কাছেই চায়। তার ভাণ্ডার পরিপূর্ণ, যাতে তারা শুধুমাত্র তার দরজায় দাঁড়ায়।

তাদেরকে আমরা আরো বর্ণনা করবো যে, পবিত্র আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র স্রষ্টা আর তিনি ব্যতীত সবকিছুই সৃষ্ট। তিনিই একমাত্র মালিক আর তিনি ব্যতীত সবকিছুই তার মালিকানাধীন। তিনিই কেবল রিযিক্বদাতা আর তিনি ছাড়া সবাই রিযিক্বপ্রাপ্ত। একমাত্র তিনিই অমুখাপেক্ষী আর তিনি ব্যতীত সবকিছুই তার মুখাপেক্ষী।

আমরা আরো বর্ণনা করবো যে, সবকিছু শুধুমাত্র তার হাতে এবং তিনি ছাড়া কারো হাতে কিছুই নেই। সৃষ্টি ও কর্তৃত্ব তারই এবং তার জন্যই রাজত্ব ও প্রশংসা। তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

আমরা মানুষদেরকে আরো বলবো যে, আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র ইবাদতের উপযুক্ত। তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়। যখন মানুষ আল্লাহ তা'আলার নামসমূহ ও গুণাবলীর পরিপূর্ণতা, তার মহানত্ব ও ক্ষমতার পরিপূর্ণতা, তার রহমত ও জ্ঞানের প্রশস্ততা, তার নিদর্শনাবলী ও সৃষ্টিজগতের বিশালতা এবং তার নিয়ামতসমূহের প্রতুলতা সম্পর্কে জানবে, তখনই তারা তার প্রতি ঈমান আনবে, তার মহানত্ব বর্ণনা করবে, তাকে ভালোবাসবে এবং তার আনুগত্য ও ইবাদতে ঝাপিয়ে পড়বে।নিয়ামত

এরপর আমরা ঈমানের অন্যান্য রুকন বর্ণনা করবো। যেমন-ফেরেশতামণ্ডলী, আসমানী কিতাবসমূহ ও রসূলগণের প্রতি ঈমান আনা; এতে গায়েবের প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় হবে।

এগুলো হলো দা'ওয়াতী কাজের সর্বপ্রথম, সুউচ্চ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

(১) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ } [فصلت: ٣٣]

'আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম, যিনি আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দেন, সৎকর্ম করেন এবং বলেন যে, অবশ্যই 'আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত'*(সূরা হা-মীম সাজদা: ৩৩)*।

(২) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ(٢٢) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٢٣) هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٢٤)} [الحشر: ٢ - ٢٤]

'তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই; দৃশ্য-অদৃশ্যের জ্ঞাতা; তিনিই পরম করণাময়, দয়ালু। (২২) তিনিই আল্লাহ; যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তিনিই বাদশাহ, মহাপবিত্র, ত্রুটিমুক্ত, নিরাপত্তাদানকারী, রক্ষক, মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রতাপশালী, অতীব মহিমান্বিত, তারা যা শরীক করে, তা হতে পবিত্র মহান। (২৩) তিনিই আল্লাহ, স্রষ্টা, উদ্ভাবনকর্তা, আকৃতিদানকারী; তাঁর রয়েছে সুন্দর নামসমূহ; আসমান ও যমীনে যা আছে, সবই তার মহিমা ঘোষণা করে। তিনি মহাপরাক্রমশারী, প্রজ্ঞাময়' *(সূরা আল-হাশর: ২২-২৪)*।

(৩) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ (١٩)} [محمد: ١٩]

‘অতএব, জেনে রাখ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই। তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার এবং মুমিন নারী–পুরুষদের ত্রুটি–বিচ্যুতির জন্য। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি এবং নিবাস সম্পর্কে অবগত রয়েছেন’ *(সূরা মুহাম্মাদ: ১৯)*।

২। অতঃপর আখিরাত ও তাতে যা কিছু ঘটবে তার মাধ্যমে দা‘ওয়াত দিতে হবে। যেমন-পুনরুত্থান, হাশর (ক্বিয়ামতের দিন একত্রিত হওয়া), পুলছিরাত, মীযান (দাঁড়িপাল্লা), জান্নাত ও জাহান্নাম; যাতে মানুষ আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তার আনুগত্যে আগ্রহী হয় এবং কুফরী ও অবাধ্যতা ছেড়ে দেয়। আর যেন তারা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করে।

(১) আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ (١٤) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ (١٥) وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ (١٦)} [الروم: ١٤ – ١٦]

‘আর যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে. সেদিন তারা বিভক্ত হয়ে পড়বে। (১৪) অতএব, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদেরকে জান্নাতে পরিতুষ্ট করা হবে। (১৫) আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূহ ও পরকালের সাক্ষাতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তাদেরকেই আযাবের মধ্যে উপস্থিত করা হবে’ *(সূরা আর-রূম: ১৪-১৬)*।

(২) আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

{وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِأَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } [التوبة: ٧٢]

‘আল্লাহ মুমিন পুরুষ এবং মুমিন নারীদেরকে জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন, যার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হবে নহরসমূহ, তাতে তারা চিরদিন থাকবে এবং (ওয়াদা দিচ্ছেন) স্থায়ী জান্নাতসমূহে পবিত্র বাসস্থানসমূহের। আর আল্লাহর পক্ষ হতে সন্তুষ্টি সবচেয়ে বড়। এটাই মহা সফলতা’ *(সূরা আত-তাওবা: ৭২)*।

(৩) আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

{وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ (٦٨)} ... [التوبة: ٦٨].

'আল্লাহ মুনাফিক্ব পুরুষ, মুনাফিক্ব নারী ও কাফিরদেরকে জাহান্নামের আগুনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাতে তারা চিরদিন থাকবে, এটি তাদের জন্য যথেষ্ট। আর আল্লাহ তাদের লা'নত করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আযাব' *(সূরা আত-তাওবা: ৬৮)*।

৩। অতঃপর দীন ও শরী'আতের বিধি-বিধান বর্ণনা করা, হালাল-হারাম, ফরয-সুন্নাত, ইবাদত ও লেন-দেন, অধিকার ও দণ্ডবিধি বর্ণনা করার মাধ্যমে দা'ওয়াতী কাজ করা। দা'ওয়াতী কাজে এটিই ছিল নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নির্দেশনা।

মক্কায় দা'ওয়াতী কাজ ছিল আল্লাহ তা'আলার দিকে আহ্বান করা এবং পরকাল ও উত্তম চরিত্র সম্পর্কে অবহিত করা। আর রসূলগণ ও তাদের জাতির অবস্থা বর্ণনা করা।

অতঃপর মদীনায় আল্লাহ তা'আলা শরী'আতের বিধি-বিধানের মাধ্যমে দীনের পূর্ণতা দান করেন।ফলে, যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছিলেন, তারা সেগুলি সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। কাফির ও মুনাফিক্বরা দীন ইসলামের মাধ্যমে পরাস্ত হয়েছে। অতঃপর মানুষেরা দলেদলে দীন ইসলামে প্রবেশ করেছে এবং দীন পরিপূর্ণ হয়েছে।

১। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: ٣]

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম আরতোমাদের জন্য দীন হিসাবে পছন্দ করলাম ইসলামকে' *(সূরা আল-মায়েদা: ৩)*।

২। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (٢) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (٣)} [النصر: ١ – ٣].

'যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে (১) এবং তুমি লোকদেরকে দলে দলে আল্লাহর দীনে দাখিল হতে দেখবে, (২) তখন তুমি তোমার রবের সপ্রশংস তাসবীহ পাঠ কর এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর।নিশ্চয় তিনি তওবা কবুলকারী' *(সূরা আন-নাছর: ১-৩)* ।

كيفية الدعوة إلى الله

আল্লাহর দিকে দা'ওয়াতের পদ্ধতি

দাঈ মানুষের নিকট নিম্নোক্ত হক্ব দায়িত্ব নিয়ে উপস্থিত হবে:

- শান্ত ও ধীরস্থিরভাবে এবং পর্যায়ক্রমেদা'ওয়াতী কাজে অগ্রসর হবে
- সহজ করবে ও সুসংবাদ দিবে
- বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করবে ও কোমল আচরণ করবে
- ভালোবাসা ও দয়া প্রদর্শন করবে
- হাসিমুখে কথা বলবে ও আন্তরিকতা বজায় রাখবে
- আহ্বান করবে ও দু'আ করবে
- আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করবে
- সম্মান ও বিনম্রতা বজায় রাখবে
- ধৈর্য ধারণ করবে ও বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করবে
- সু-ধারণা করবে। কেননা, কু-ধারণার মাধ্যমে নয়টি খারাপ ও ক্ষতিকর বিষয়ের উদ্ভব ঘটে। সেগুলি হলো: গোয়েন্দাগিরী, অতঃপর সন্দেহ, অতঃপর গীবত, অতঃপর চোগলখোরী, অতঃপর বিদ্বেষভাব পোষণ, অতঃপর শত্রুতা, অতঃপর সম্পর্কছিন্ন, অতঃপর অন্যের পিছে লেগে থাকা।
- আমরা মানুষের যথাযথ প্রশংসা করে আন্তরিকতা সৃষ্টি করব। তাদের ভালো বিষয়সমূহ আলোচনা করব, তাদেরকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিব, সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখব। তাদের পছন্দনীয় বৈধ বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিব। ফলে তারা আমাদেরকে ভালোবাসবে, আমাদের কথাশুনবে, তারা আমাদের উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে প্রভাবিত হবে, সর্বোপরি আমাদের দ্বীনি ব্যাপারে আগ্রহী হবে। অতঃপর আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত হবে।
- অতঃপর আমরা তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার মহানত্ব, তার নামসমূহ ও গুণাবলীর মহানত্ব ওমর্যাদা বর্ণনা করব, যাতে তারা আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করে।
- অতঃপর আমরা আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামত এবং তার বান্দাদের উপর তার অনুগ্রহ বিশেষ করে এই দীনের মাধ্যমে তিনি যে অনুগ্রহ করেছেন, তা বর্ণনা করব-যাতে তারা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে ও তার আনুগত্য করে। তা হলে আল্লাহ তাদের প্রতি তার অনুগ্রহ বাড়িয়ে দিবেন।
- অতঃপর আমরা তাদেরকে ইবাদত, সৃষ্টি, নামসমূহ ও গুণাবলির ক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ব প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানাব। অনুরূপভাবে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম -এর একক আনুগত্যের আহ্বান জানাব। অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবংতার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া প্রকৃত কোন অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব নেই।

- অতঃপর আমরা রবের নিকট মানুষের মুখাপেক্ষিতা ও তাদের দীনের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করব- যাতে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে সৌভাগ্যবান হয়।
- অতঃপর ঈমান, সৎচরিত্র ও সৎ আমলের ফযীলত বর্ণনা করব।
- তারপর জান্নাত ও তার স্থায়ী নিয়ামত, যা আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন, সে সম্পর্কে আমরা তাদেরকে বর্ণনা করব। আর কাফিরদের জন্য জাহান্নাম এবং এর মধ্যে যে শাস্তি আল্লাহ প্রস্তুত করে রেখেছেন, তার কথা বর্ণনা করব।

  এসব বিষয় মানুষ যখন জানবে, তখন তাদের মধ্যে দীনের ব্যাপারে আগ্রহ সৃষ্টি হবে, আগ্রহ সৃষ্টি হবে দীনের উপর আমল করার এবং দা'ওয়াতী কাজ করার। পাশাপাশি এসব বিষয়ে তাদের ধৈর্য ধারণ করা সহজ হবে।

- দীন প্রচার ও আল্লাহর কালিমা উড্ডীনের নিমিত্তে আমরা আমাদের সবকিছু ব্যয় করব। হক্ব প্রচারের জন্য আমরা আমাদের জীবন, ধন-সম্পদ, সময়, পরিবার-পরিজন, ঘর-বাড়ি, ইচ্ছা-আকাঙ্খাসহ সবকিছু উৎসর্গ করব; ঠিক যেমনটি করেছিলেন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার ছাহাবায়ে কেরাম। অবশেষে আল্লাহ তার দীনকে বিজয়ী করেছিলেন। এভাবে আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি, দুনিয়ায় শান্তি এবং পরকালে জান্নাত লাভ করতে পারব।

১। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٠٠)} ... [التوبة: ١٠٠].

'আর মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে যারা অগ্রগামী ও প্রথম এবং যারা তাদেরকে অনুসরণ করেছে সুন্দরভাবে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাতসমূহ, যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। তারা সেখানে স্থায়ী থাকবে। এটাই মহাসাফল্য' *(সূরা আত-তাওবা: ১০০)*।

২। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ(٨٨) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ(٨٩)} [التوبة: ٨٨ – ٨٩].

‘কিন্তু রসূল ও তার সাথে মুমিনরা তাদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করে, আর সে সব লোকদের জন্যই রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ এবং তারাই সফলকাম। (৮৮) আল্লাহ তাদের জন্য তৈরি করেছেন জান্নাতসমূহ, যার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে নহরসমূহ, তাতে তারা চিরদিন থাকবে, এটিই মহা সফলতা’ *(সূরা আত-তাওবা: ৮৮-৮৯)*।

৩। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

{فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ } [آل عمران: ١٥٩]

‘আল্লাহর দয়ায় আপনি তাদের প্রতি কোমল-হৃদয় হয়েছেন; যদি আপনি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতেন, তবে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। কাজেই আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন, তারপর আপনি কোন সংকল্প করলে আল্লাহর উপর নির্ভর করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ (তার উপর) নির্ভরকারীদের ভালোবাসেন’ *(সূরা আলে ইমরান: ১৫৯)*।

৪। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

{ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (١٠٢)} ... [الأنعام: ١٠٢]

‘তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব। তিনি ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই। তিনি প্রতিটি জিনিসের স্রষ্টা। সুতরাং তোমরা তাঁর ইবাদত কর। আর তিনি প্রতিটি জিনিসের উপর তত্ত্বাবধায়ক’ *(সূরা আল-আন‘আম: ১০২)*।

৫। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (٢١)} ... [الأحزاب: ٢١]

'অবশ্যই তোমাদের জন্য রসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের জন্য, যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহর অনেক যিক্‌র করে' *(সূরা আল-আহযাব: ২১)*।

وقت الدعوة إلى الله

আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দেওয়ার সময়

চিন্তা-চেতনা, আমল ও সময়ের সমন্বয়ে ইসলাম পরিপূর্ণ দীন। প্রত্যেকটি ইবাদতের নির্দিষ্ট সময় ও উপলক্ষ্য রয়েছে এবং এর রয়েছে শুরু ও শেষ। যেমন- ছ্বলাত, ছিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি। কিন্তু আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দান সর্বদা, সর্বাবস্থায়

ও সব জায়গায় চালু থাকবে। মুসলিমদের কর্তব্য হলো, এমনভাবে তাদের সময় কাটানো, ঠিক যেমনভাবে রসূলুল্লাহ ছ্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাটিয়েছেন- যাতে তারা তার অনুসারীদের মধ্যে গণ্য হতে পারে, যেমনটি ছাহাবায়ে কেরাম করেছিলেন। সুতরাং তারা আল্লাহ তা'আলার ফরযসমূহ পালন করবে। সর্বাবস্থায় তাদের রবের নির্দেশ মেনে চলবে। জীবিকা নির্বাহ ও উপার্জনের জন্য অল্প কিছু সময় ব্যয় করবে। আর অধিকাংশ সময় দা'ওয়াতী কাজে ব্যয় করবে, যাতে মানুষ এক আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করে, যার কোন শরীক নেই।

সময় পেলে অথবা যাকে সে দা'ওয়াত দিতে চায়, তাকে দা'ওয়াত দেওয়া কঠিন হলে দীনের জ্ঞান অর্জনে ব্যস্ত থাকবে অথবা মুসলিমদেরকে দীনের বিধি-বিধান শিক্ষা দিবে। যাতে তারা জ্ঞান শিক্ষা করে নিজেদের ও অন্যদের অজ্ঞতা দূর করতে পারে। আর সময়পেলে অথবা দীন শিক্ষা দেয়া অথবা জ্ঞানার্জন করা কঠিন হলে তার মুসলিম ভাইদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে। তাদের প্রয়োজনের দিকে নজর রাখবে। সৃষ্টির প্রতি সদয় হবে এবং ভালো ও তাক্বওয়ার (আল্লাহ ভীতি) কাজে সহযোগিতা করবে। সময় হলে বা উপরের কাজগুলো করা সম্ভব না হলে নফল ইবাদত করবে। যেমন-সাধারণ সুন্নাত আদায় করা, যিকির করা, কুরআন তিলাওয়াত করা। এরূপ অন্যান্য আমল ও সৎকাজ করা। তবে, সর্বদা এমন কাজকে অগ্রাধিকার দিবে, যার উপকারিতা মুসলিম ও অন্যান্যদের জন্য তুলনামূলক বেশী ব্যাপক। সুতরাং মুসলিমরা নিজেদের ও অন্যদের সংশোধনের জন্য সর্বদা ব্যস্ত থাকবে।

১। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَاللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ } [يوسف: ١٠٨]

'বলুন, ইহাই আমার পথ, আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহর দিকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে। আল্লাহ পবিত্র এবং আমি শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত নই' *(সূরা ইউসুফ:১০৮)*।

২। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (١٠٣)} ... [النساء: ١٠٣]

'নিশ্চয় ছ্বলাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরয' *(সূরা আন-নিসা:১০৩)*।

৩। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ } [آل عمران: ٧٩]

'বরং তিনি বলবেন, তোমরা রব্বানী হও। যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দিতে এবং তা অধ্যয়ন করতে' *(সূরা আলে ইমরান:৭৯)*।

৪। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ } [القصص: ٧٧]

'আর আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন তাতে তুমি আখিরাতের নিবাস অনুসন্ধান কর। তবে তুমি দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না। তোমার প্রতি আল্লাহ যেরূপ অনুগ্রহ করেছেন, তুমিও সেরূপ অনুগ্রহ কর। আর যমীনে ফাসাদ করতে চেয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ ফাসাদকারীদের ভালোবাসেন না' *(সূরা আল-ক্বছাছ:৭৭)*।

৫। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣)} [العصر: ١ – ٣].

'মহাকালের শপথ, (১) মানুষ অবশ্যই ক্ষতিতে আছে। (২) তবে তারা ব্যতীত, যারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে, পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দেয়' *(সূরা আল-আছর:১-৩)*।

عقوبة ترك الدعوة إلى الله

দা'ওয়াতী কাজ পরিত্যাগ করার শাস্তি

আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দেয়া সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। আর তা পরিত্যাগ করলে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

১। দা'ওয়াত পরিত্যাগ করার কারণে বিভিন্ন শাস্তি নির্ধারিত আছে। যেমন:

(ক) মানব জাতির স্থানে অন্য জাতিকে অধিষ্ট করা (الاستبدال):

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ (٣٨)} ... [محمد: ٣٨]

'যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য কোন সম্প্রদায়কে স্থলাভিষিক্ত করবেন, এরপর তারা তোমাদের অনুরূপ হবে না' *(সূরা মুহাম্মাদ:৩৮)*।

(খ) অভিশপ্ত হওয়া ও আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া (اللعن والحرمان من رحمة الله):

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (٧٨) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٧٩)} ... [المائدة: ٧٨ - ٧٩]

'বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছে,তারা দাঊদ ও মারইয়াম পুত্র কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছে- তা এই কারণে যে, তারা অবাধ্য হয়েছে এবং তারা সীমালঙ্ঘন করত। (৭৮) তারা পরস্পরকে মন্দ হতে নিষেধ করত না, যা তারা নিজেরা করত। তারা যা করত, তা কতইনা মন্দ! *(সূরা আল-মায়েদা:৭৮-৭৯)*।

(গ) শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হওয়া (العداوة والبغضاء):

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ } [للمائدة: ١٤]

'আর যারা বলে, আমরা নাছারা, আমি তাদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম। অতঃপর তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল, তারা তার একটি অংশ ভুলে

গিয়েছিল। ফলে, আমি তাদের মাঝে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত শত্রুতা ও ঘৃণা উসকে দিয়েছি এবং তারা যা করত সে সম্পর্কে অচিরেই আল্লাহ তাদেরকে অবহিত করবেন' *(সূরা আল-মায়েদা:১৪)*।

(ঘ) ধ্বংস ও বিনাশ হওয়া (التدمير والهلاك):

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ (٤٤) فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٤٥)} ... [الأنعام: ٤٤ – ٤٥]

'অতঃপর তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল, তারা যখন তা ভুলে গেল, আমি তাদের উপর সব কিছুর দরজা খুলে দিলাম। অবশেষে যখন তাদেরকে যা প্রদান করা হয়েছিল, তার কারণে তারা উৎফুল্য হল, আমি হঠাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম। ফলে তখন তারা হতাশ হয়ে গেল। (৪৪) অতএব, যালিম সম্প্রদায়ের মূল কেটে ফেলা হল। আর সকল প্রশংসা রব্বুল আলামীন আল্লাহর জন্য' *(সূরা আল-আন'আম:৪৪-৪৫)*।

(ঙ) দলাদলি ও অনৈক্য সৃষ্টি হওয়া এবং দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তিভোগ (الفرقة والخلاف والعذاب في الدنيا والآخرة): আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٠٤) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠٥)} [آل عمران: ١٠٤ – ١٠٥].

'আর যেন তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম। (১০৪) আর তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা বিভক্ত হয়েছে এবং মতবিরোধ করেছে তাদের নিকট স্পষ্ট নির্দশনসমূহ আসার পর। আর তাদের জন্যই রয়েছে কঠোর আযাব' *(সূরা আলে ইমরান:১০৪-১০৫)*।

২। মুসলিম জাতি আল্লাহর দিকে দা'ওয়াতী কাজ ত্যাগ করলে তিনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে:

(ক) দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকা ও আখিরাতের গুরুত্ব না দেয়া।

(খ) ধন-সম্পদ, সময় ও চিন্তা-চেতনা দীনের কাজে না লাগানো।

(গ) পার্থিব জীবনে কাফিরদের অনুকরণ করা এবং মুসলিম দেশে কাফিরদের জীবন পদ্ধতি আমদানীর উদ্দেশ্যে তাদের কাছে শিক্ষা করা।

৩। আল্লাহর দিকে দা'ওয়াতী কাজ করলে সকল প্রকার কল্যাণের দরজা উম্মুক্ত হবে। ফলে, ঈমান এবং সৎআমল মানব জীবনে প্রবেশ করবে। তাদের জীবনে আরো প্রবেশ করবে ধৈর্য, ক্ষমা, অনুগ্রহ, দয়া ইত্যাদি সদাচরণ। কাফিররা দীন ইসলামে প্রবেশ করবে, আর অবাধ্যরা প্রবেশ করবে আনুগত্যে। কিন্তু যখন আমরা দা'ওয়াতী কাজ করব না, তখন অকল্যাণের সমস্ত দরজা উম্মুক্ত হবে। সব ধরনের অকল্যাণ ও অনিষ্ট প্রবেশ করবে এবং বিদায় নেবে যাবতীয় কল্যাণ। ঈমান, সৎ-আমল ও উত্তম চরিত্র যখনবিদায় নিবে, তখন তদস্থলে কুফর, মন্দকর্ম ও দুশ্চরিত্র প্রবেশ করবে। অবশেষেমানুষ দলেদলে দীন থেকে বেরিয়ে যাবে, যেমনভাবে তারা দলে দলে দীনে প্রবেশ করেছিল।এটাই হচ্ছে,আল্লাহ তা'আলার নিয়ম, আর তার নিয়মে কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٩٦)} [الأعراف: ٩٦].

'আর যদি জনপদসমূহের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তাহলে আমি অবশ্যই আসমান ও যমীন থেকে বরকতসমূহ তাদের উপর খুলে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। ফলে,তারা যা অর্জন করত, তার কারণে আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম' *(সূরা আল-আ'রাফ:৯৬)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ (١٠٠) وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١٠١)} [آل عمران: ١٠٠ - ١٠١]

'হে মুমিনগণ! যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, তোমরা যদি তাদের একটি দলের আনুগত্য কর, তাহলে তারা তোমাদের ঈমানের পর তোমাদেরকে কাফির অবস্থায় ফিরিয়ে নেবে। (১০০) আর কিভাবে তোমরা কুফরী কর, অথচ তোমাদের কাছে আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হচ্ছে এবং তোমাদের মধ্যে রয়েছে তাঁর

রসূল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে, তাকে অবশ্যই সরল পথের দিশা দেয়া হবে' *(সূরা আলে ইমরান:১০০-১০১)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا } [النساء: ١٢٣]

' যে মন্দকাজ করবে, তাকে তার প্রতিফল দেয়া হবে। আর সে তার জন্য আল্লাহ ছাড়া কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না' *(সূরা আন-নিসা:১২৩)*।

نواقض الدعوة

দা'ওয়াত বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ

ইসলাম ভঙ্গের যেমন কারণ রয়েছে, তদ্রুপ দা'ওয়াত বিনষ্ট হওয়ারও কারণ রয়েছে। যেমন:

- লোক দেখানো দা'ওয়াত ও তাতে একনিষ্ঠতা না থাকা
- দীনের মাধ্যমে দুনিয়া ভক্ষণ করা

- আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর বাণী বিনিময়ে বিক্রয় করা
- নিজের খ্যাতি অর্জনের লক্ষ্যে দা'ওয়াতী কাজ করা
- জাহিলী, গোঁড়ামি ও স্বজনপ্রীতির জন্য দা'ওয়াত দেয়া। যেমন- কোন দল, সম্প্রদায় ও জামা'আতের দিকে দা'ওয়াত দেয়া। আর অন্য কোন উদ্দেশ্যে দা'ওয়াত দিলে সেটাও গ্রহণযোগ্য হবে না।

আমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ হলো আমরা তারই দিকে দা'ওয়াত দিবো, অন্য কোন দিকে নয়।

আর যারাইদা'ওয়াতের মূলনীতি পরিত্যাগ করবে ও নিজের ইচ্ছানুযায়ী দা'ওয়াত দিবে, তারা অনেক বিপদের সম্মুখীন হবে। তার মধ্যে কতিপয় হলোঃ

- নিজের প্রশংসা অর্জন হওয়া (تزكية النفس)
- গর্ব-অহংকার প্রকাশ পাওয়া (والعجب والكبر)
- পদমর্যাদার প্রতি প্ররোচিত হওয়া (والحرص على الجاه والمنصب)
- অন্যদের অবহেলা করা (واحتقار الآخرين)
- আল্লাহর দিকে প্রকৃত দাঈদের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করা (والنظر في عيوب الدعاة إلى الله)
- নিজের প্রবৃত্তি অনুসারে ধন-সম্পদ ব্যয় করা (والإنفاق على شهواته)
- দীনের পথে ব্যয় না করা (وترك الإنفاق على الدين)
- ফরয বিধান পালন ও সৎআমল করা কষ্ট মনে হওয়া (وثقلت عليه الفرائض والأعمال الصالحة)
- বেশী বেশী বৈধ কাজে অংশ নেওয়া (وتوسع في المباحات)
- এবং তর্ক-বিতর্ক ও কুপ্রবৃত্তির পিছনে সময় নষ্ট হওয়া (وهانت عليه إضاعة الأوقات في الجدل والشهوات)।

১। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَمَنْ أَحْسَنُ قَـوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٣٣)} [فصلت: ٣٣].

'আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম, যিনি আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দেন, সৎকর্ম করেন এবং বলেন যে, অবশ্যই 'আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত'*(সূরা হা-মীম সাজদা: ৩৩)*।

২। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{فَـلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَـتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْـوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَـغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ (٤٤) فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٤٥)} [الأنعام: ٤٤ – ٤٥].

'অতঃপর তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল, তারা যখন তা ভুলে গেল, আমি তাদের উপর সব কিছুর দরজা খুলে দিলাম। অবশেষে যখন তাদেরকে যা প্রদান করা হয়েছিল, তার কারণে তারা উৎফুল্য হল, আমি হঠাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম। ফলে তখন তারা হতাশ হয়ে গেল। (৪৪) অতএব, যালিম সম্প্রদায়ের মূল কেটে ফেলা হল। আর সকল প্রশংসা রব্বুল আলামীন আল্লাহর জন্য' *(সূরা আল-আন'আম: ৪৪-৪৫)*।

مراتب الدعوة إلى الله

আল্লাহর দিকে দা'ওয়াতের স্তর

আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির স্তর অনুযায়ী দা'ওয়াতের স্তরনির্ধারণ করেছেন। মানুষ তিন প্রকার:

প্রথম: হক্বের দা'ওয়াত দিলে তারা গ্রহণ করে ও অনুসরণ করে। এ সকল ব্যক্তিদেরকে যুক্তিপূর্ণ উত্তম পন্থায় বর্ণনা করা, শরী'আতের উদ্দেশ্য বুঝানো ও ইসলামের মানবিক দিকগুলোতুলে ধরারমাধ্যমে দা'ওয়াত দিতে হয়।

দ্বিতীয়: হক্ব শোনার পর তা স্বীকার করে নেয়, তবে তা গ্রহণ করা ও তদনযায়ী আমল করার ব্যাপারে কালক্ষেপণ করে। এই শ্রেণীর মানুষকে উত্তম উপদেশ দেয়া ও বান্দার উপর আল্লাহর অনুগ্রহ স্বরণ করিয়ে দেয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি তাদেরকে জান্নাত লাভের প্রতি উৎসাহ দিতে হবে ও জাহান্নাম সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করতে হবে-যাতে তারা আনুগত্যের ছওয়াব জানার পর সেদিকে অগ্রসর হয় এবং অবাধ্যতার শাস্তি জানার পর তা থেকেসতর্ক হয় ও সৎ-আমলের প্রতি তার বক্ষ প্রশস্ত হয়।

তৃতীয়: হক্বের দা'ওয়াত দেয়া হলে তারা তা স্বীকার করে না এবং কবুলও করে না; বরং নানা সন্দেহ ও বিভ্রাট সৃষ্টি করে তাপ্রত্যাখ্যানকরে।এই শ্রেণীর মানুষের সাথে উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্ক হবে। তাদের সামনে বোধগম্য ও যৌক্তিক উদাহরণ পেশ করতে হবে, যাতে তারা তুষ্ট হয় এবং সন্দেহ দূরীভূত হয়।

আল্লাহ তা'আলা তর্কের পদ্ধতি বর্ণনা করে বলেন,

{ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (١٢٥)} [النحل: ١٢٥]

'তুমি তোমার রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান কর এবং সুন্দরতর পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক কর। নিশ্চয় একমাত্র তোমার রব-ই জানেন কে তার পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে এবং হিদায়াত প্রাপ্তদের তিনি খুব ভালো করেই জানেন' *(সূরা আন-নাহল: ১২৫)*।

مراحل الدعوة إلى الله

আল্লাহর দিকে দা'ওয়াতের পর্যায়

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর দা'ওয়াতী কাজের তিনটি পর্যায় ছিল:

প্রথম: দীন প্রচার ও তা পৌঁছে দেয়া (مرحلة النشر والبلاغ)।

এ পর্যায়ে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর একত্ব ও ঈমান আনয়নের দা'ওয়াত দিয়েছেন এবং এক আল্লাহর ইবাদত করার ও মূর্তিপূজা ছেড়ে দেয়ার কথা বলেছেন। আর অন্যান্য নাবী ও তাদের জাতির কিছছা-কাহিনী বর্ণনা করেছেন। আখিরাতের অবস্থা ও জান্নাত-জাহান্নামের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। উত্তম

চরিত্র ও আমলের ফযীলত বর্ণনা করে দা'ওয়াত দিয়েছেন। মক্কায় এ পর্যায়ের দা'ওয়াতের সূচনা হয়েছিল। আর মদীনায় তা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম - এর মৃত্যু পর্যন্ত স্থায়ী হয়। তারপর তার ছাহাবীগণ এপথ ধরেই চলেন।

দ্বিতীয়: তৈরি ও সংগঠিত করা (مرحلة البناء والتكوين)।

এ পর্যায়ে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলাম গ্রহণকারী ছাহাবীগণের বিশেষ তত্ত্বাবধান করেছিলেন। মক্কায় দারুল আরকামে তাদেরকে দীন শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি ঈমান ও উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে তাদেরকে সংশোধন করেছেন। এভাবে এক পর্যায়ে দীনের উপর আমল করার এবং সেদিকে দা'ওয়াত দেওয়ার প্রস্তুতি তাদের মধ্যে জন্ম নেয়। যখন তাদের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ দেন।

তৃতীয়: খিলাফত ও রাজত্ব/কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা (مرحلة الاستخلاف والتمكين)।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার ছাহাবীগণ মদীনায় হিজরত করার পর এ পর্যায়টি বাস্তবায়িত হয়। শরী'আতের সকল বিধি-বিধান মদীনায় অবতীর্ণ হয় যখন ছাহাবীগণের ঈমান পরিপূর্ণ হয়েছিল এবং তারা সর্বাবস্থায় আল্লাহর সকল আদেশ পালনে প্রস্তুত ছিলেন। ঈমান, তাক্বওয়া ও সৎ আমল যখন তাদের মধ্যে গ্রথিত হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা ছাহাবীদেরকে দুনিয়ায় কর্তৃত্ব দান করেন। মদীনায় ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয় ও দীন সম্প্রসারিত হয়। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিনিধি ও আমীরদেরকে বিভিন্ন জায়গায় প্রেরণ করেন, যারা আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দেন এবং ইসলামের বিধান প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর আল্লাহ তাকে মৃত্যু দান করেন।

১। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (٤٥) وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا (٤٦) وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا (٤٧) وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (٤٨)} [الأحزاب: ٤٥ – ٤٨]

'হে নাবী! আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারীরূপে (৪৫) এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে তার দিকে আহ্বানকারী ও আলোকদীপ্ত প্রদীপ হিসাবে। (৪৬) আর তুমি মুমিনদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে বিরাট অনুগ্রহ। (৪৭) আর তুমি কাফির ও মুনাফিক্বদের আনুগত্য করো না এবং তাদের নির্যাতন উপেক্ষা কর ওআল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল কর।তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট' *(সূরা আল-আহযাব:৪৫-৪৮)*।

২। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } [التوبة: ١٠٠]

'আর মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে যারা অগ্রগামী ও প্রথম এবং যারা তাদেরকে অনুসরণ করেছে সুন্দরভাবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাতসমূহ, যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। তারা সেখানে স্থায়ী থাকবে। এটাই মহাসাফল্য' *(সূরা আত-তাওবা: ১০০)*।

৩। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } [النور: ٥٥]

'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে,আল্লাহ তাদেরকে এ মর্মে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি নিশ্চিতভাবে তাদেরকে যমীনের প্রতিনিধিত্ব প্রদান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব প্রদান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তিনি তাদের ভয়-ভীতি শান্তি-নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দেবেন। তারা আমারই ইবাদত করবে, আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আর এরপর যারা কুফরী করবে তারাই ফাসিক' *(সূরা আন-নূর:৫৫)*।

أحكام الدعاة إلى الله

৬। আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দাতার বিধান

মানুষের প্রকারভেদ (أقسام الناس): কর্মভেদে মানুষ দু'শ্রেণীতে বিভক্ত। তাদের মধ্যে প্রথম প্রকার হচ্ছে, কাফির-যারা দুনিয়ার চেষ্টায় মৃত্যু পর্যন্ত ব্যস্ত থাকে। দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে, মুমিন- যারা মৃত্যু পর্যন্ত আখিরাতের চেষ্টায় ব্যস্ত থাকে। আখিরাতের চেষ্টায় নিয়োজিত মুমিনরা আবার দু'প্রকার:

প্রথম প্রকার: এ প্রকার মুমিন শুধুমাত্র ইবাদত নিয়ে ব্যস্ত থাকে। ফলে, মৃত্যুর সাথে সাথে তাদের আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, আর তাদের আমলনামাও বন্ধ হয়ে যায়।

দ্বিতীয় প্রকার: এ প্রকার মুমিন শুধু ইবাদত নিয়ে ব্যস্ত থাকে না; বরং তারা আল্লাহর দিকে আহ্বান করে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করে, দীন শিক্ষা করে ও অন্যকে দীন শিক্ষা দেয়, সৃষ্টির প্রতি সদয় হয়। এ শ্রেণীর মুমিন সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী এবং মৃত্যুর পরও তাদের আমল চালু থাকে। আর তাদের আমলনামা প্রত্যহ নেকী দ্বারা পূর্ণ হতে থাকে।

১। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (١٩) الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (٢٠) يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ (٢١) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (٢٢)} ... [التوبة: ١٩ – ٢٢]

'তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানো ও মসজিদুল হারাম আবাদ করাকে ঐ ব্যক্তির মত বিবেচনা কর, যে আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে। তারা আল্লাহর নিকট বরাবর নয়। আর আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না। (১৯) যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে আর আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করেছে, আল্লাহর কাছে তারা বড়ই মর্যাদাবান আর তারাই সফলকাম। (২০) তাদের প্রতিপালক তাদেরকে নিজের পক্ষ হতে সুসংবাদ দিচ্ছেন রহমত ও সন্তুষ্টির এবং এমন জান্নাতসমূহের, যাতে রয়েছে তাদের জন্য স্থায়ী নিয়ামত। (২১) তথায় তারা থাকবে চিরকাল। নিশ্চয় আল্লাহর নিকট রয়েছে মহা পুরস্কার' *(সূরা আত-তাওবা:১৯-২২)*।

وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – فَقَالَ: إِنِّي أُبْدِعَ بِي فَاحْمِلْنِي، فَقَالَ: «مَا عِنْدِي» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا أَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم –: «مَنْ دَلَّ علىَ خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ» أخرجه مسلم برقم (١٨٩٣)

২। আবু মাস‘ঊদ আনছারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক লোক নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমার বাহন নষ্ট হয়ে গেছে, আপনি আমাকে একটি বাহন দিন। তিনি বললেন: আমার কাছে তো তা নেই। সে সময় এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি এমন এক ব্যক্তির সন্ধান তাকে দিচ্ছি, যে তাকে বাহন দিতে পারবে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: যে ব্যক্তি কোন ভালো আমলের পথ প্রদর্শন করে, তার জন্য আমলকারীর সমান ছওয়াব রয়েছে’।[১৩]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لاَ يَنْـقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْـقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئاً». أخرجه مسلم برقم (٢٦٧٤)

৩। আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: যে ব্যক্তি হিদায়াতের দিকে ডাকে, তার জন্য সে পথের অনুসারীদের প্রতিদানের সমান প্রতিদান রয়েছে। এতে তাদের প্রতিদান হতে সামান্য ঘাটতি হবে না। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি পথভ্রষ্টতার দিকে ডাকে, তার উপর সে রাস্তার অনুসারীদের পাপের অনুরূপ পাপ বর্তাবে। এতে তাদের পাপরাশি সামান্য হালকাও হবে না’।[১৪]

وظيفة الأمة

মুসলিম জাতির দায়িত্ব কর্তব্য

সমগ্র মুসলিম জাতির উপর কর্তব্য হলো, আল্লাহর দিকে দা‘ওয়াত দেওয়া। অমুসলিমদেরকে আল্লাহর দিকে দা‘ওয়াত দেওয়া সমস্ত মুসলিমের উপর ওয়াজিব। কেননা, আল্লাহর দিকে দা‘ওয়াতের মাধ্যমে সবচেয়ে বড় গিরা খুলে যায়। আর

১৩. ছ্বহীহ মুসলিম, হা/১৮৩৯
১৪. ছ্বহীহ মুসলিম, হা/২৬৭৪

মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় গিরা হচ্ছে কুফর এবং শিরকের গিরা। আর যখনই এ গিরাটি খুলে যায়, তখনই অন্যান্য সব গিরা খুলে যায়।

বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়েলে ফাতাওয়া দেওয়ার বিষয়টি আলেমগণের সাথে নির্দিষ্ট। যার ফাতওয়া জানা থাকবে, তিনি ফাতওয়া দিবেন। আর জানা না থাকলে প্রশ্নকারীকে এমন সব আলেমের সন্ধান দিবেন, যাদেরকে আল্লাহ অধিক জ্ঞান, তীক্ষ্ণ বুঝ-শক্তি ও মুখস্থ-শক্তি দ্বারা বিশেষিত করেছেন। এক্ষেত্রে আলেমগণ ভালো কাজের দিক-নির্দেশনাকারী হিসাবে তা পালনকারীর মতই প্রতিদান পাবেন।

ছাহাবীগণের মধ্যে সবাই ফাওওয়া দিতেন না, বরং একজন আরেকজনের কাছে ফাতওয়া ঠেলে দিতেন। তাদের মাঝে খুব কম সংখ্যক মুফতীই ছিলেন। মুফতীগণের মধ্যে আলী, মু'আয, যায়েদ ইবনে ছাবেত, ইবনে আব্বাস এবং ইবনে উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম অন্যতম। অতএব, সবার জন্য ফাওওয়া দেয়া বৈধ নয়, যাতে মানুষ আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে (ভুল ফৎওয়ার কারণে) অসত্য কথা বলতে না পারে। সেজন্য আলেম এবং ফক্বীহগণই ফাওওয়া দিবেন। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٤٣)} ... [النحل: ٤٣]

'যদি তোমরা না জান, তবে জ্ঞানীদের জিজ্ঞেস কর' *(সূরা আন-নাহল:৪৩)*।

তবে, দা'ওয়াতী ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই তার জ্ঞান অনুযায়ী এবং কুরআন জানা অনুপাতে দা'ওয়াত দিবে। আর কুরআন জানার সর্বনিম্ন পরিমাণ হচ্ছে, এক আয়াত। অতএব, এউম্মতের প্রত্যেকের উপর দা'ওয়াতী কাজ, সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ করা ওয়াজিব। ছ্বলাত, যাকাত ইত্যাদির বিধি-বিধান নাযিল হওয়ার পূর্ব থেকেই ছাহাবীগণ আল্লাহর দিকে দা'ওয়াতী কাজ করতেন। আল্লাহ তা'আলা এ মুসলিম জাতিকে দা'ওয়াতের জন্য বাছাই করেছেন, যেমনভাবে তিনি তার দিকে আহ্বানকারী হিসাবে নাবীগণকে মনোনীত করেছিলেন। তিনি তাদেরকে মর্যাদা দিয়েছেন এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দানের দায়িত্ব দিয়েছেন।

১। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٠٤)} ... [آل عمران: ١٠٤]

'আর যেন তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম' *(সূরা আলে ইমরান: ১০৪)*।

২। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } [التوبة: ٧١]

'আর মুমিন পুরুষ এবং মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু, তারা ভালো কাজের আদেশ দেয় আর অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে, আর তারা স্বলাত ক্বায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্য করে। এদেরকে আল্লাহ শীঘ্রই দয়া করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়' *(সূরা আত-তাওবা:৭১)*।

৩। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ } [آل عمران: ١١٠]

'তোমরা হলো সর্বোত্তম উম্মত, যাদেরকে মানুষের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। আর যদি আহলে কিতাব ঈমান আনত, তবে অবশ্যই তা তাদের জন্য কল্যাণকর হত। তাদের কতক ঈমানদার। আর তাদের অধিকাংশই ফাসিক্ব' *(সূরা আলে ইমরান:১১০)*।

واجب المسلم والمسلمة

মুসলিম নর-নারীর উপর যা আবশ্যক

মুসলিম নর-নারীর উপর ওয়াজিব-আবশ্যক কর্তব্য দু'টি:

প্রথম কর্তব্য: (العمل بالدين، بعبادة الله وحده لا شريك له، وطاعة الله ورسوله، وفعل ما أمر الله به، واجتناب ما نهى الله عنه.) দীনের আমল করা, একমাত্র আল্লাহ তা'আলার

ইবাদত করা, যার কোন শরীক নেই, আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্য করা, আল্লাহ তা'আলা যা নির্দেশ করেছেন, তা পালন করা আর তিনি যা নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকা

১। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} [النساء: ٣٦].

'তোমরা ইবাদত কর আল্লাহর, তার সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না'*(সূরা আন-নিসা:৩৬)*।

২। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ (٢٠)} ... [الأنفال: ٢٠].

'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্য কর এবং তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না, অথচ তোমরা শুনছ' *(সূরা আল-আনফাল:২০)*।

৩। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)} ... [الحشر: ٧].

'রসূল তোমাদের যা দেন,তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে তিনি তোমাদের নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত হও এবং আল্লাহকেই ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর' *(সূরা আল-হাশর:৭)*।

দ্বিতীয় কর্তব্য: (الدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.) আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দান, সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা।

১। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٠٤)} [آل عمران: ١٠٤].

'আর যেন তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম' *(সূরা আলে ইমরান: ১০৪)*।

وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً». أخرجه البخاري برقم (٣٤٦١)

২। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত (বাক্য) হলেও পৌঁছিয়ে দাও।[১৫]

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ». أخرجه مسلم برقم (٤٩)

৩। আবু সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: তোমাদের কেউ গর্হিত কাজ হতে দেখলে সে যেন স্বহস্তে (শক্তি প্রয়োগে) পরিবর্তন করে দেয়, যদি তার সে ক্ষমতা না থাকে, তবে মুখ (বাক্য) দ্বারা এর পরিবর্তন করবে। আর যদি সে সাধ্যও না থাকে, তখন অন্তর দ্বারা করবে, তবে এটা ঈমানের দুর্বলতম পরিচায়ক।[১৬]

أحوال الداعي إلى الله

আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী (দাঈ)-এর অবস্থাসমূহ

আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী দা'ওয়াতী কাজ করলে তিনি দু'টি অবস্থার মুখোমুখি হন:

(ক) মানুষের ব্যাপক সাড়া পাওয়া। যেমনটি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর বেলায় হয়েছিল, যখন মদীনাবাসীরা তাকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন এবং তার আগমনে আনন্দিত হয়েছিলেন।

---

১৫. ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৪৬১
১৬. ছ্বহীহ মুসলিম হা/৪৯

(খ) জনগণের সরে যাওয়া। যেমনটি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর বেলায় হয়েছিল, যখন তায়েফের নেতারা প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তার বিরুদ্ধে নির্বোধ ও শিশুদেরকে উস্কে দিয়েছিল, এমনকি তারা তাকে পাথর দিয়ে প্রহার করেছিল। আল্লাহ তা'আলা তার অলী-আউলিয়াকে তার শত্রুদের নিকট সমর্পণ করেন না। তবে, সর্বজ্ঞাত, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলা কখনো কখনো দাঈকে শিক্ষা দেন এবং কখনও কষনও তার মাধ্যমে অন্যকে শিক্ষা দেন।

মানুষের ব্যাপক সাড়া দাঈর জন্য বেশি কঠিক এবং মারাত্মক। এক্ষেত্রে তার অহংকার আসতে পারে, তাকে পদমর্যাদায় ভূষিত করার প্রস্তাব দেয়া হতে পারে। ফলে, তিনি দুনিয়ার ফিতনার সম্মুখীন হতে পারেন।

আর এগুলি দাঈকে দীনের দা'ওয়াত দেয়া থেকে বিরত রাখতে এবং দুনিয়া, ধন-সম্পদ, পদমর্যাদা ও বিভিন্ন বিষয়ের মাধ্যমে দীন থেকে অন্যমনস্ক রাখতে শয়তানের অপচেষ্টা মাত্র।

তবে, জনগণ দূরে সরে গেলে এবং দা'ওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে তা দাঈর জন্য বেশি উত্তম এবং তার শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে বেশি শক্তিশালী। কেননা, এর মাধ্যমে দাঈ বেশি বেশি আল্লাহমুখী হয়। এর ফলে নেমে আসে আল্লাহর সাহায্য, যেমনটি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর ক্ষেত্রে ঘটেছিল; যখন তায়েফবাসী তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, তখন তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন এবং আল্লাহ তাকে জিবরীল (আলাইহিস সালাম) ও পাহাড়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করেছিলেন। অতঃপর সসম্মানে তার মক্কায় প্রবেশের বিষয়টি তার জন্য সহজ করেছিলেন। অতঃপর ইসরা ও মি'রাজের মাধ্যমে তাকে সম্মানিত করেছিলেন। তারপর মদীনায় হিজরতের বিষয়টিও তার জন্য সহজ করেছিলেন। অবশেষে, ইসলামের বিজয় এবং যমীনে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটিও সহজ করে দিয়েছিলেন।

১। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (٢) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ (٣)} [العنكبوت: ٢ – ٣]

'মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে, আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না? (২) আর আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা

করেছি। ফলে,আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন যে, কারা সত্য বলে এবং অবশ্যই তিনি জেনে নেবেন, কারা মিথ্যাবাদী’ *(সূরা আল-আনকাবূত:২-৩)*।

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ – صلى الله عليه وسلم –: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ؟ فَقَالَ: «لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ، وَكَانَ أَشَدّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ العَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلٍ، فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلاّ بِقَرْنِ الثّعَالِبِ.فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلّتْنِي، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ، فَنَادَانِي. فَقَالَ: إِنّ اللهَ عَزّ وَجَلّ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ. قَالَ: فَنَادَانِي مَلَكُ الجِبَالِ وَسَلّمَ عَلَيّ. ثُمّ قَالَ: يَا مُحَمّدُ! إِنّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَأَنَا مَلَكُ الجِبَالِ، وَقَدْ بَعَثَنِي رَبّكَ إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي بِأَمْرِكَ. فَمَا شِئْتَ؟ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الأَخْشَبَيْنِ». فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم –: «بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُد اللهَ وَحْدَهُ، لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً». متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٢٣١) , ومسلم برقم (١٧٩٥)، واللفظ له

২। আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি একদা রসূলুল্লাহ ছ্বাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞেস করলেন: হে আল্লাহর রসূল! আপনার জীবনে কি উহুদ দিবসের চেয়েও অধিকতর কঠিন কোন দিন এসেছে? তিনি বললেন, তোমার সম্প্রদায়ের হাতে ‘আক্বাবার’ দিন যে নির্যাতনের শিকার হয়েছি, তা এরচেয়েও অধিকতর কঠিন ছিল, যখন আমি (আল্লাহর পানে দা‘ওয়াত দিতে গিয়ে) ইবনু ‘আব্দে ইয়ালীল ইবনু আব্দে কিলালের কাছে নিজেকে পেশ করছিলাম। কিন্তু সে আমার কাঙ্ক্ষিত ডাকে সাড়া দেয়নি। তখন আমি অত্যন্ত বিষণ্ন অবস্থায় সম্মুখের দিকে চলতে লাগলাম এবং কারনুছ-ছা‘আলিব নামক স্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত আমি সংজ্ঞা ফিরে পাইনি। তারপর যখন আমি মাথা উঠালাম, তখন দেখলাম, একখণ্ড মেঘ আমাকে ছায়া দিয়ে রেখেছে এবং এর মধ্যে জিবরীল (আলাইহিস সালাম) কে দেখতে পেলাম। তিনি আমাকে ডাক দিয়ে বললেন, মহা মহিমান্বিত আল্লাহ আপনার ব্যাপারে আপনার সম্প্রদায়ের উক্তি এবং আপনার বিরুদ্ধে তাদের উত্তরও শুনেছেন এবং তিনি আপনার নিকট পাহাড়ের ফেরেশ্তাকে পাঠিয়েছেন, যেন আপনি আপনার সম্প্রদায়ের লোকজনের ব্যাপারে যেরূপ ইচ্ছা সেরূপ আদেশ করেন। তখন পাহাড়ের ফেরেশ্তাও আমাকে ডাক দিলেন এবং আমাকে সালাম দিলেন। তারপর বললেন, “হে মুহাম্মাদ! আপনার প্রতি আপনার সম্প্রদায়ের লোকজনের উক্তি আল্লাহ তা‘আলা শুনেছেন। আমি পাহাড়ের

দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা, আপনার রব আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন, যেন আপনি আপনার ইচ্ছামত আমাকে নির্দেশ দেন। আপনি কি করতে চান? (আপনি বললে) আমি এ পাহাড় দু'টিকে তাদের উপর চাপা দিয়ে দিব। তখন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: আমি বরং আশা করছি যে, আল্লাহ তা'আলা হয়তো এদের ঔরশ থেকেই এমন ব্যক্তি বের করে আনবেন, যারা তার সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক না করে এক আল্লাহর 'ইবাদত করবে।[১৭]

عدة الداعي إلى الله

দাঈর প্রস্তুতি

দীনের মূল ভিত্তি দু'টি। হক্বের (আল্লাহর) উপর পূর্ণ বিশ্বাস, সৃষ্টির প্রতি পূর্ণ দয়া। হক্বের উপর দৃঢ় বিশ্বাসই (ঈমান) দাঈকে সৃষ্টির মন্দ বিষয় থেকে বিরত রাখবে।

১৭. ছ্বহীহ বুখারী হা/৩২৩১; ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭৯৫

আর সৃষ্টির প্রতি পূর্ণ দয়াই দাঈকে সৃষ্টির ক্ষতি করা থেকে প্রতিহত করবে। ফলে, ঈমান শক্তিশালী করার মাধ্যমে মানুষের সকল ধরণের ক্ষতি করা থেকে আমরা বিরত থাকবো। অনুরূপভাবে, মন্দ লোকদের প্রতি অতি দয়ার কারণে তারাও দাঈর পক্ষ থেকে নিরাপদে থাকবে। এভাবে হিদায়াত ও কল্যাণ অর্জিত হবে, আর দীনের প্রতি মানুষের হৃদয় ঝুঁকে পড়বে।

১। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (٣)} [الطلاق: ٣]

'আর যে আল্লাহরউপর তাওয়াক্কুল করে, আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করবেনই। নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটি সময়–সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন' *(সূরা আত-ত্বলাক:৩)*।

২। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (٦٧)} [المائدة: ٦٧]

'হে রসূল!তোমার রবের পক্ষ হতে তোমার নিকট যা নাযিল করা হয়েছে, তা পৌঁছে দাও এবং যদি তুমি না কর, তবে তুমি তার রিছালাত পৌঁছালে না। আর আল্লাহ তোমাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না' *(সূরা আল-মায়েদা:৬৭)*।

৩। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} ... [الأنبياء: ١٠٧]

'আর আমি তো তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসাবেই প্রেরণ করেছি' *(সূরা আল-আম্বিয়া:১০৭)*।

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهما أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – قِبَلَ نَجْدٍ، فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – قَفَلَ مَعَهُ، فَأَدْرَكَتْهُمُ القَائِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيرِ العِضَاهِ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – وَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي العِضَاهِ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ، وَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – تَحْتَ سَمُرَةٍ فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ. قال

جَابِرٌ: فَنِمْنَا نَوْمَةً، ثُمَّ إِذَا رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – يَدْعُونَا فَجِئْنَاهُ، فَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ جَالِسٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم –: «إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ سَيْفِي وَأَنَا نَائِمٌ، فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِي يَدِهِ صَلْتاً، فَقَالَ لِي: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ قُلْتُ: اللهُ، فَهَا هُوَ ذَا جَالِسٌ». ثُمَّ لَمْ يُعَاقِبْهُ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٤١٣٥) , واللفظ له، ومسلم برقم (٨٤٣)

৪। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি নাজদ এলাকায় রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধ শেষে রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যাবর্তন করলে তিনিও তার সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। পথিমধ্যে কাটা গাছ ভরা এক উপত্যকায় মধ্যাহ্নের সময় তাদের ভীষণ গরম অনুভূত হলো। রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানেই অবতরণ করলেন। লোকজন ছায়াদার বৃক্ষের খোঁজে কাঁটাবনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লেন। এদিকে রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি বাবলা গাছের নিচে অবস্থান করে তরবারিখানা গাছে ঝুলিয়ে রাখলেন। জাবের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, সবেমাত্র আমরা নিদ্রা গিয়েছি। এমন সময় রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে ডাকতে লাগলেন। আমরা তার কাছে উপস্থিত হলাম। তখন তার কাছে এক বেদুঈন বসেছিল। রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি নিদ্রিত অবস্থায় ছিলাম, এমতাবস্থায় সে আমার তরবারিখানা হস্তগত করে কোষমুক্ত অবস্থায় তা আমার উপর উচিয়ে ধরলে আমি জেগে যাই। তখন সে আমাকে বলল, এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে? আমি বললাম, আল্লাহ। দেখ না, এ-ই তো সে বসে আছে। রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কোন প্রকার শাস্তি দিলেন না।[১৮]

রবের প্রতি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর পূর্ণ বিশ্বাসই আগন্তুককে রসূলের ক্ষতি করা থেকে বিরত রাখে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর দয়াই আগন্তুককে হত্যা করা থেকে বিরত রাখে। আর এ দয়ার কারণেই আগন্তুত ও তার দলবল হিদায়াত লাভ করেন।

১৮. ছ্বহীহ বুখারী হা/৪১৩৫; ছ্বহীহ মুসলিম হা/৮৪৩

نية الداعي إلى الله

দাঈর নিয়্যত-সংকল্প

দীন ইসলাম বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ। আর নিয়্যতানুযায়ী প্রত্যেক দাঈকে প্রতিদান দেয়া হবে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দিয়েছেন ও ইবাদত করেছেন। তিনি নিজেকে দিয়েই দা'ওয়াতী কাজ শুরু করেন, তারপর পর্যায়ক্রমে তার পরিবার, নিকটাত্মীয়, তার জাতি, মক্কাবাসী ও এর

চতুষ্পার্শ্বে বসবাসকারী লোকজন, আরববাসী এবং সকল শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দিয়েছেন এই বলে যে, তিনি সমগ্র মানবমণ্ডলীর কাছে আল্লাহর রসূল হিসাবে এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন। এর ফলে, মানুষ দলে দলে দীনে প্রবেশ করেছে।

দাঈর নিয়্যতের ৮টি স্তর রয়েছে:

১। (أن يبدأ بنفسه) নিজেকে দিয়ে দা'ওয়াত শুরু করা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُعَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)} ... [التحريم: ٦]

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সে অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর, যেখানে রয়েছে নির্মম ও কঠোর ফেরেশতাকূল, যারা আল্লাহ তাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন, সে ব্যাপারে অবাধ্য হয় না। আর তারা তা-ই করে, যা তাদেরকে আদেশ করা হয়'*(সূরা আত-তাহরীম:৬)*।

২। (ثم يدعو أهله) তারপর নিজের পরিবারকে দা'ওয়াত দেয়া:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى (١٣٢)} [طه: ١٣٢]

'আর তোমার পরিবার-পরিজনকে ছ্বলাত আদায়ে আদেশ দাও এবং নিজেও তার উপর অবিচল থাক। আমি তোমার কাছে কোন রিযক চাই না। আমিই তোমাকে রিযক দেই আর শুভ পরিণাম তো মুত্তাক্বীদের জন্য'*(সূরা ত্বহা:১৩২)*।

৩। (ثم يدعو عشيرته الأقربين) তারপর নিকটাত্মীয়দেরকে দা'ওয়াত দেয়া।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (٢١٤)} ... [الشعراء: ٢١٤]

'আর তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক কর' *(সূরা আশ-শু'আরা:২১৪)*।

৪। (ثم يدعو قومه إلى الله) তারপর নিজ সম্প্রদায়ের মানুষকে আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দেয়া :

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (٣)} [السجدة: ٣].

'যাতে আপনি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করেন, যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি। হয়তো তারা হিদায়াত লাভ করবে' *(সূরা আস-সাজদা:৩)*।

৫। (ثم يدعو أهل بلده وما حولها) তারপর নিজ অঞ্চল ও তার চার পার্শ্বের লোকজনকে দা'ওয়াত দেয়া:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ (٧)} ... [الشورى: ٧].

'যাতে আপনিমূল জনপদ ও তার আশপাশের বাসিন্দাদেরকে সতর্ক করতে পারেন, আর যাতে 'একত্রিত হওয়ার দিন'-এর ব্যাপারে সতর্ক করতে পারেন, যাতে কোন সন্দেহ নেই, সেদিন একদল থাকবে জান্নাতে আরেক দল যাবে জ্বলন্ত আগুনে' *(সূরা আশ-শুরা:৭)*।

৬। (ثم يدعو العرب قاطبة) তারপর আরবের বা নিজ দেশের সবাইকে দা'ওয়াত দেয়া: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٢)} ... [الجمعة: ٢]

'তিনিই নিরক্ষরদের মাঝে একজন রসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে, যিনি তাদের কাছে তেলাওয়াত করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমাত। যদিও ইতঃপূর্বে তারা স্পষ্ট গোমরাহীতে ছিল' *(সূরা আল-জুমু'আ:২)*।

৭। (ثم يدعو الناس كافة) তারপর ব্যাপকভাবে সব মানুষকে দা'ওয়াত দেয়া:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢٨)} ... [سبأ: ٢٨]

'আর আমি তো কেবল তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী হিসাবে প্রেরণ করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না' *(সূরা সাবা:২৮)*।

৮। (ثم يدعو العالم كله من الناس، والجن إن حضروا لديه) তারপর পৃথিবীর সব মানুষকে দা'ওয়াত দেয়া। এমনকি জিন জাতি দাঈর কাছে আসলে তাদেরকেও দা'ওয়াত দেয়া: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (١٠٧)} ... [الأنبياء: ١٠٧].

'আর আমি তো তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসাবেই প্রেরণ করেছি' *(সূরা আম্বিয়া:১০৭)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (١) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا (٢)} [الجن: ١ – ٢].

'বল, 'আমার প্রতি অহী করা হয়েছে যে, নিশ্চয় জিনদের একটি দল মনযোগ সহকারে শুনেছে। অতঃপর বলেছে– 'আমরাতো এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি, (১) যা সত্যের দিকে হিদায়াত করে; ফলে আমরা তাতে ঈমান এনেছি। আর আমরা কক্ষনো আমাদের রবের সাথে কাউকে শরীক করব না' *(সূরা আল-জিন:১-২)*।

مسؤولية الداعي إلى الله

দাঈর কর্তব্য

আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে চারটি বিষয়ে নির্দেশ দান করেন:

(১) অহীর জ্ঞান শিক্ষা করা (أن يتعلم الوحي)

(২) অহীর জ্ঞানানুসারে আমল করা (وأن يعمل به)

(৩) মানুষকে অহীর জ্ঞান শিক্ষা দেয়া (وأن يعلِّمه الناس)

(ঘ) মানুষকে অহীর জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখা (وأن يقيم الناس عليه)

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর মৃত্যুর পর এ করণীয় বিষয়সমূহ আমাদের মুসলিমদের কাছে স্থানান্তরিত হয়েছে। সেজন্য, দীনের ধাপ দু'টিঃ

১। ইবাদত করা।
২। আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দেয়া।

আর নিজে সংশোধন হওয়ার প্রচেষ্টা করা এবং অন্যকে সংশোধন করারও চেষ্টা করা। এবিষয়ে আল্লাহ তা'আলা যাকে চান, তাকে অনুগ্রহ করেন।

মুসলিমদের জন্য আবশ্যকীয় শিক্ষণীয় বিষয় দু'টি:

(ক) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রচেষ্টা। আর তা হচ্ছে, দা'ওয়াত।

(খ) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনাদর্শ। আর এটাই হচ্ছে, পরিপূর্ণ দীন।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর জীবনাদর্শ অনুসরণ না করে জাতির মাঝে দা'ওয়াত চালু থাকলে সে দা'ওয়াতে কল্যাণ ও মুক্তি নেই, তাতে হিদায়াত লাভ হবে না এবং আল্লাহর সাহায্যও আসবে না। কর্তৃত্ব, রাজত্বও খিলাফত ক্বায়েম হবে না এবং সম্মান ও নিরাপত্তা থাকবে না। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ছাহাবীগণের ব্যাপারে এমন প্রচেষ্টা চালান, যাতে তাদের মধ্যে দু'টি বিষয়ের সৃষ্টি হয়:

১। ছাহাবীগণের নিজেদের জীবনে দীন প্রতিষ্ঠা করা (**إقامة الدين في حياتهم**)

২। সকল মানুষের মাঝে দীন প্রতিষ্ঠা করা (**وإقامة الدين في حياة الناس**)

প্রত্যেক মুসলিমকে তাদের ব্যক্তিগত আমল তথা ইবাদত এবং সামষ্টিক আমল তথা আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত সম্পর্কে আল্লাহর নিকট অচিরেই হিসাব দিতে হবে। দাঈ ও দা'ওয়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তি উভয়কে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াবী কাজ-কর্ম সম্পর্কে ক্বিয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করবেন।

১। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ (٦) فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ (٧) وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٨) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ } [الأعراف: ٦ – ٩]

'সুতরাং আমি অবশ্যই তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করব, যাদের নিকট রসূল প্রেরিত হয়েছিলেন এবং অবশ্যই আমি প্রেরিতদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করব। (৬) অতঃপর অবশ্যই আমি তাদের নিকট জেনে শুনে বর্ণনা করব। আর আমি তো অনুপস্থিত ছিলাম না। (৭) আর সেদিন পরিমাপ হবে যথাযথ। সুতরাং যাদের পাল্লা ভারি হবে, তারাই হবে সফলকাম। (৮) আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারাই হবে সেই সব লোক, যারা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। কারণ তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি (অস্বীকার করার মাধ্যমে) যুলুম করত' *(সূরা আল-আ'রাফ:৬-৯)*।

২। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣)} [العصر: ١ – ٣].

'মহাকালের শপথ, (১) মানুষ অবশ্যই ক্ষতিতে আছে। (২) তবে তারা ব্যতীত, যারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে, পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দেয়' *(সূরা আল-আছর:১-৩)*।

جهد الداعي إلى الله

দাঈর প্রচেষ্টা

দাঈর প্রচেষ্টা দু'প্রকার:

(ক) (جهد على النفس) নিজের জন্যই চেষ্টা করা। আর তা হলো, মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর আনুগত্যে নিজেকে নিয়োজিত করা এবং তার ইবাদতে প্রতিষ্ঠিত রাখা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ } [العنكبوت: ٦٩]

‘আর যারা আমার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, তাদেরকে আমি অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। আর নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথেই আছেন’ *(সূরা আল-আনকাবূত:৬৯)*।

(খ) (جهد على الغير، وهو ثلاثة أنواع) অন্যদের জন্য প্রচেষ্টা করা। আর তা তিন প্রকার:

১। (جهد على الكافر لعله يهتدي) কাফিরদের জন্য চেষ্টা করা, হতে পারে তারা হিদায়াত লাভ করবে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (٣)} ... [السجدة: ٣].

‘নাকি তারা বলে, ‘সে তা রচনা করেছে?’ বরং তা তোমার রবের পক্ষ থেকে সত্য, যাতে তুমি এমন কওমকে সতর্ক করতে পার, যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি। হয়তো তারা হিদায়াত লাভ করবে’ *(সূরা আস-সাজদা:৩)*।

২। (جهد على العاصي ليكون مطيعاً، وعلى الجاهل ليكون عالماً، وعلى الغافل ليكون ذاكراً) অবাধ্য ও পাপীদের জন্য চেষ্টা করা, যাতে তারা আনুগত্যশীল হয় এবং অজ্ঞদের নিয়েও চেষ্টা করা, যাতে তারা দীন বুঝে এবং উদাসীনদের নিয়েও কাজ করা, যাতে তারাও দীনের কাজে নিয়োজিত থাকে। যেমন- আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٠٤)} [آل عمران: ١٠٤]

‘আর যেন তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম’ *(সূরা আলে ইমরান: ১০৪)*।

৩। (جهد على الصالح ليكون مصلحاً، وعلى العالم ليكون معلِّماً، وعلى الذاكرليكون مذكِّراً) সৎলোকদের জন্যও চেষ্টা করা, যাতে তারা অন্যকে সংশোধন করতে পারেন আলেমদের জন্যও চেষ্টা করা, যাতে তারা দীন শিক্ষা দিতে পারেন এবং উপদেশ

দাতাদের জন্যও চেষ্টা করা, যাতে তারাও অন্যকে আরো বেশি উপদেশ দিতে পারেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَـوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَـوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣)} [العصر: ١ – ٣]

'মহাকালের শপথ, (১) মানুষ অবশ্যই ক্ষতিতে আছে। (২) তবে তারা ব্যতীত, যারা ঈমান আনে, সৎকাজ করে, পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দেয়' *(সূরা আল-আছর: ১-৩)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (٢١)} ... [الغاشية: ٢١]

'অতএব, তুমি উপদেশ দাও, তুমি তো একজন উপদেশদাতা মাত্র' *(সূরা আল-গাশিয়াহ:২১)*।

أسباب الهداية

হিদায়াতের কতিপয় কারণ

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর যুগে মানুষ গুরুত্বপূর্ণ কিছু কারণে প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করতেন। যেমন:

১। উত্তম চরিত্র (حسن الأخلاق): আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (٤)} ... [القلم: ٤]

'অবশ্যই তুমি মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত' *(সূরা আল-ক্বলাম:৪)*।

২। উত্তম কথার মাধ্যমে দা'ওয়াত দেয়া (الدعوة باللسان)।

যেমনটি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ বকর, খাদীজা, আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) এবং অন্যকে সুন্দর কথার মাধ্যমে দা'ওয়াত দিয়েছিলেন। ফলে, তারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ বলেন:

{وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٣٣)} [فصلت: ٣٣]

'আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম, যিনি আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দেন, সৎকর্ম করেন এবং বলেন যে, অবশ্যই 'আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত' *(সূরা হা-মীম সাজদা: ৩৩)*।

৩। দীন শিক্ষা দেয়া (التعليم):

যেমনটি কতিপয় ছাহাবী মক্কার দারুল আরক্বামে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। অনুরূপভাবে, উসাইদ ইবনে হুযাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু), সা'দ ইবনু মু'আয (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মদীনায় মুছ'আব ইবনে উমাইর (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রতিষ্ঠিত দীন শিক্ষার মজলিস থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

৪। ইবাদতের মাধ্যমে দা'ওয়াত (العبادة):

যেমন-হিনদ বিনতে উতবাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মক্কা বিজয়ের বছর মসজিদে হারামে মুসলিমদের ছ্বলাত আদায় করতে দেখে ইসলাম গ্রহণ করেন। ছুমামা ইবনে উছাল আল-হানাফী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মসজিদে নববীতে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর চরিত্র ও ইবাদতে প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

৫। ব্যয় ও দান করা (البذل والعطاء)।

মক্কা বিজয়ের বছর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাফওয়ান ইবনে উমাইয়াহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও মু'আবিয়াহ ইবনে আবু সুফইয়ান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে কিছু ছাগল দান করলে তারা ইসলাম গ্রহণ করেন। এভাবে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে অনেকগুলি ছাগল উপহার দেন, এতে তিনি ও তার দলবল ইসলাম গ্রহণ করেন। এরকম আরো কারণ রয়েছে, যেগুলিকে আল্লাহ হিদায়াতের কারণ হিসাবে নির্ধারণ করেছেন।

أفضل الدعاة إلى الله

উত্তম দাঈ

দা'ওয়াতী কাজে অংশগ্রহণকারী-দাঈ চার ধরনের:

প্রথম: দাঈদের চারিত্রিক সৌন্দর্যে প্রভাবিত হয়ে কতিপয় মানুষ দা'ওয়াতী কাজে অংশ নেয়। কিন্তু কোন দাঈর সাথে তার কোন সমস্যা সৃষ্টি হলে সে দা'ওয়াতী কার্যক্রম ছেড়ে দেয় এবং দাঈদের সাথে শত্রুতা করে। এই ধরনের দাঈর ত্রুটিপূর্ণ উদ্দেশ্যের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাকে অন্য পথে পরিচালিত করেন।

দ্বিতীয়: কিছু দাঈ এমন আছে, যারা দা'ওয়াতের মধ্যে তাদের সমস্যার সমাধান এবং চাহিদা পূরণের পথ খুঁজে পায়। যখনই তাদের অবস্থার উন্নতি ঘটে এবং দুনিয়াবী প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ধন-সম্পদ বেড়ে যায়, তখনই দা'ওয়াতী কার্যক্রম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এ ব্যক্তিকেও আল্লাহ তা'আলা অন্য পথে ফিরিয়ে দেন। কেননা, সে ত্রুটিপূর্ণ উদ্দেশ্য নিয়ে দা'ওয়াতী কাজে প্রবেশ করেছে।

তৃতীয়: কিছু দাঈ এমন আছে, যারা পূণ্য ও প্রতিদানের আশায় দা'ওয়াতী কাজ করে। তারা শুধু নেকী হাছিল করতে চায়। তাদের উদ্দেশ্য তাদের নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই প্রকার দাঈ যখন দা'ওয়াতী কাজ ব্যতীত অন্য কাজে অপেক্ষাকৃত সহজে নেকী পায়, তখন দা'ওয়াতী কাজ ছেড়ে দেয়।

চতুর্থ: যারা দা'ওয়াতী কাজ করে এ কারণে যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুসলিমের উপর দা'ওয়াত দেয়া ফরয করেছেন। তারা ইবাদত করে, কারণ তা আল্লাহর নির্দেশ এবং দা'ওয়াতী কাজ করে, কারণ তাও আল্লাহর নির্দেশ। এই প্রকার দাঈর উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ। তাদের বিশুদ্ধ নিয়্যত ও বুঝের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে

সাহায্য করেন এবং দা'ওয়াতী কাজ ও আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য সুযোগ করে দেন। এ শ্রেণীর দাঈগণ সর্বোচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী। তার নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসাবে মুসলিম জাতির জন্য কাজ করে। আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থন করি, তিনি যেন আমাদের সকলকে এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেন, যারা নাবীগণের উত্তরাধিকারী।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٣٣)} [فصلت: ٣٣]

'আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম, যিনি আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দেন, সৎকর্ম করেন এবং বলেন যে, অবশ্যই 'আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত' *(সূরা হা-মীম সাজদা: ৩৩)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (٢١)} [الأحزاب: ٢١]

'অবশ্যই তোমাদের জন্য রসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের জন্য, যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহর অনেক যিক্‌র করে' *(সূরা আল-আহযাব: ২১)*।

مراحل دعوة الأنبياء والرسل

নাবী-রসূলগণের দা'ওয়াতের পর্যায়

প্রত্যেক দাঈকে চারটি পর্যায় অতিক্রম করতে হয়, তা নিম্নরূপ:

১। দা'ওয়াতের প্রাথমিক পর্যায় (فترة الدعوة): এ পর্যায়ে দাঈ আল্লাহর দিকে মানুষকে দা'ওয়াত দেয়। তারা নিজের জীবন, ধন-সম্পদ, সময়, ইচ্ছা-আকাঙ্খা, পরিবার-পরিজন, দেশ সব কিছুকে দা'ওয়াতী কাজে উৎসর্গ করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} .. [العنكبوت: ٦٩]

'আর যারা আমার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, তাদেরকে আমি অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব' *(সূরা আল-আনকাবূত:৬৯)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٨٨) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٨٩)} ... [التوبة: ٨٨ – ٨٩]

'কিন্তু রসূল ও তার সাথে মুমিনরা তাদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করে, আর সে সব লোকদের জন্যই রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ এবং তারাই সফলকাম। (৮৮) আল্লাহ তাদের জন্য তৈরি করেছেন জান্নাতসমূহ যার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে নহরসমূহ, তাতে তারা চিরদিন থাকবে, এটিই মহা সফলতা' *(সূরা আত-তাওবা:৮৮-৮৯)*।

২। **প্রশিক্ষণ পর্যায় (فترة التربية):** এ পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা দাঈকে পরীক্ষা করেন, যাতে তার কল্যাণ হবে, তা তাকে শিক্ষা দেন যাতে তিনি তার ধৈর্যও সত্যবাদিতা যাচাই করতে পারেন এবং তার নিকট কঠিন পরিস্থিতি বরণ, সৃষ্টির প্রতি দয়া এবং হক্বের (আল্লাহর) উপর পূর্ণ আত্মসমপর্ণের প্রস্তুতি তৈরী হয়। সেজন্য, ভালো-মন্দ, সচ্ছলতা, অভাব-অনটন, নিরাপত্তা এবং ভয় ইত্যাদি দিয়েতাকে পরীক্ষা করা হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (٢) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ (٣)} .. [العنكبوت: ٢ – ٣]

'মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে, আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না? (২) আর আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি। ফলে আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন যে, কারা সত্য বলে এবং অবশ্যই তিনি জেনে নেবেন, কারা মিথ্যাবাদী' *(সূরা আল-আনকাবূত:২-৩)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (٣٥)} [الأنبياء:٣٥]

'আর ভালো ও মন্দ দ্বারা আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করে থাকি এবং আমার কাছেই তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে' *(সূরা আল-আম্বিয়া:৩৫)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (١٥٥) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (١٥٦) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (١٥٧)} [البقرة: ١٥٥ – ١٥٧]

'আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং জান–মাল ও ফল-ফলাদির স্বল্পতার মাধ্যমে। আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। (১৫৫) যারা, তাদেরকে যখন বিপদ আক্রান্ত করে, বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। (১৫৬)তাদের উপরই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও রহমত এবং তারাই হিদায়াত প্রাপ্ত' *(সূরা আল-বাক্বারাহ:১৫৫-১৫৭)*।

৩। সাহায্য প্রাপ্তির পর্যায় (فترة ظهور النصرة):

দাঈ যখন পরীক্ষায় ধৈর্য ধারণ করে এবং কঠিন পরিস্থিতি, কম সাহায্যকারী ও বেশি সম্পদ পেয়েও দা'ওয়াতী কাজ করে যায়, তখনই আল্লাহ তাকে শক্তি দেন এবং সাহায্য করেন। তার ডাকে সাড়া দিয়ে বিপদাপদ দূর করেন এবং শত্রুকে পরাস্ত করে তাকে রক্ষা করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } [التوبة: ٤٠].

'যদি তোমরা তাকে সাহায্য না কর, তবে আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছেন, যখন কাফিররা তাকে বের করে দিল, তিনি ছিলেন দু'জনের দ্বিতীয়জন, যখন তারা উভয়ে পাহাড়ের একটি গুহায় অবস্থান করছিলেন, তিনি তার সঙ্গীকে বললেন, তুমি পেরেশান হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তার উপর তাঁর পক্ষ হতে প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাকে এমন এক সৈন্য বাহিনী দ্বারা সাহায্য করলেন, যাদেরকে তোমরা দেখনি এবং তিনি কাফিরদের বাণী অতি নীচু করে দিলেন। আর আল্লাহর বাণীই সুউচ্চ। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান' *(সূরা আত-তাওবা:৪০)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُنجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (١١٠)} [يوسف: ١١٠].

'অবশেষে যখন রসূলগণ (কওমের ঈমান থেকে) নিরাশ হয়ে গেলেন এবং তারা মনে করলেন, তাদের সাথে মিথ্যা বলা হয়েছে, তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য আসল, অতঃপর আমি যাকে ইচ্ছা নাজাত দেই, আর অপরাধী কওম থেকে আমার আযাব কখনও ফেরানো হয় না' *(সূরা ইউসূফ:১১০)*।

৪। কর্তৃত্ব, রাজত্ব ও সম্মান প্রাপ্তির পর্যায় (فترة العزة والتمكين): দাঈ যখন দা'ওয়াত দিবে, আল্লাহর ইবাদত করবে, আল্লাহর জন্যই সবকিছুকে বরণ করে নিবে, এবং আল্লাহর কালিমা সুউচ্চ করণে নিজের সবকিছু ব্যয় করবে, তখন আল্লাহ তাকে যমীনে কর্তৃত্ব দান করবেন, দুনিয়ায় সম্মানিত করবেন এবং পরকালে জান্নাতে প্রবিষ্ট করাবেন। উল্লেখ্য যে, এ পর্যায়টি সংঘটিত হয়ে থাকে হয় নাবী-রসূল কর্তৃক, না হয় নাবী-রসূলের উত্তরাধিকারী কর্তৃক।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (٤٠) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ} [الحج: ٤٠ - ٤١]

'আর আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন, যে তাকে সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। (৪০)তারা এমন, যাদেরকে আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করলে তারা ছ্বলাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎকাজ হতে নিষেধ করবে; আর সব কাজের পরিণাম আল্লাহরই অধিকারে' *(সূরা আল-হজ্জ:৪০-৪১)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } [النور: ٥٥]

'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ তাদেরকে এ মর্মে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি নিশ্চিতভাবে তাদেরকে যমীনের প্রতিনিধিত্ব প্রদান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব প্রদান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দীনকে, যা তিনি

তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তিনি তাদের ভয়-ভীতি শান্তি-নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দেবেন। তারা আমারই ইবাদত করবে, আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আর এরপর যারা কুফরী করবে, তারাই ফাসিক্ব'*(সূরা আন-নূর:৫৫)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } [التوبة: ١٠٠]

'আর মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে যারা অগ্রগামী ও প্রথম এবং যারা তাদেরকে অনুসরণ করেছে সুন্দরভাবে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাতসমূহ, যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। তারা সেখানে স্থায়ী থাকবে। এটাই মহাসাফল্য' *(সূরা আত-তাওবা: ১০০)*।

سيرة الأنبياء وأتباعهم في الدعوة إلى الله

নাবী ও তাদের অনুসারীদের জীবন-চরিত

১। নাবীগণের কাজকর্ম ও চরিত্র তাদের জীবন-চরিত থেকে গ্রহণ করতে হবে। নাবীগণ আল্লাহর পথে দা'ওয়াত দিতে অনেক দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছেন। আল্লাহর পথে তাদের পা ধুলিময় হয়েছে। আল্লাহর কালেমা সুউচ্চকরণে তারা নিজেদেরকে ও নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করেছেন। আল্লাহর নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে তাদের কপাল

ঘেমেছে। আল্লাহর দীনের সাহায্যের জন্য (দীর্ঘ পথ অতিক্রমে) তাদের পা ফেটেছে।

অবশ্যই তারা মানুষের নিকট হক্ব পৌঁছে দিতে নানা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন, তাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়েছে, তারা হিজরত করেছেন, তাদেরকে বের করে দেয়া হয়েছে, তারা যুদ্ধ করেছেন ও শহীদ হয়েছেন, তাদের ভিত্তি নড়বড়ে করে দেওয়া হয়েছে, তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে, গালি দেয়া হয়েছে, তিরস্কার করা হয়েছে, তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে, অপবাদ দেয়া হয়েছে, প্রহার করা হয়েছে, তবুও নাবীগণ দয়া দেখিয়েছেন, ধৈর্য ধারণ করেছেন, যতক্ষণ না আল্লাহর সাহায্য এসেছে এবং তাদের শত্রুদের ধ্বংস করে দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ (٣٤)} ... [الأنعام: ٣٤].

'আর অবশ্যই তোমার পূর্বে অনেক রসূলকে অস্বীকার করা হয়েছে, অতঃপর তারা তাদেরকে অস্বীকার করা ও কষ্ট দেয়ার ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করেছেন, যতক্ষণ না আমার সাহায্য তাদের কাছে এসেছে। আর আল্লাহর বাণীসমূহের কোন পরিবর্তনকারী নেই এবং অবশ্যই রসূলগণের কিছু সংবাদ তোমার কাছে এসেছে' *(সূরা আল-আন'আম:৩৪)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ} [يوسف: ١١٠]

অবশেষে যখন রসূলগণ (কওমের ঈমান থেকে) নিরাশ হয়ে গেলেন এবং তারা মনে করলেন, তাদের সাথে মিথ্যা বলা হয়েছে, তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য আসল, অতঃপর আমি যাকে ইচ্ছা নাজাত দেই, আর অপরাধী কওম থেকে আমার আযাব কখনও ফেরানো হয় না' *(সূরা ইউসূফ: ১১০)*।

২। নাবী-রসূলগণ যমীনে ভ্রমণ করতেন, আল্লাহ তা'আলার যিকর করতেন, তার ইবাদত করতেন। মানুষের নিকট তাওহীদ, ঈমান, সৎআমল এবং উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে দা'ওয়াত দিতেন। মহান রবকে দেখা, তার সন্তুষ্টি অর্জন, তার জান্নাতের প্রাসাদ এবং জান্নাতের নিয়ামত লাভ ছিল তাদের ঐকান্তিক চাওয়া। তারা সংগ্রাম করেছেন ও দান-খয়রাত করেছেন, দীন পৌঁছে দিয়েছেন এবং ধৈর্য ধারণ করেছেন। ফলে, আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট

হয়েছেন আর তাদের শেষ ফলাফল জান্নাত। তারাই আল্লাহ তা'আলার পথের প্রত্যেক দাঈর আদর্শ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (٣٩)} ... [الأحزاب: ٣٩]

'যারা আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়ে দেয় ও তাঁকে ভয় করে এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না। আর হিসাব গস্থহণকারী রূপে আল্লাহই যথেষ্ট' *(সূরা আল-আহযাব:৩৯)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ } ... [التوبة: ١٠٠]

'আর মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে যারা অগ্রগামী ও প্রথম এবং যারা তাদেরকে অনুসরণ করেছে সুন্দরভাবে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাতসমূহ, যার তলদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। তারা সেখানে স্থায়ী থাকবে। এটাই মহাসাফল্য' *(সূরা আত-তাওবা: ১০০)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (٢١)} [الأحزاب: ٢١]

'অবশ্যই তোমাদের জন্য রসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের জন্য, যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহর অনেক যিক্র করে' *(সূরা আল-আহযাব: ২১)*।

৩। সকল নাবী-রসূল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (**لا إله إلا الله**) অর্থাৎ 'আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নেই' এ কথার দা'ওয়াত দিয়েছেন। তারা শিরক থেকে তাওহীদের দিকে এবং কুফরী থেকে ঈমানের (ইসলামের) দিকে দা'ওয়াত দিয়েছেন। সৃষ্টির প্রতি বিশ্বাস না রেখে স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাসের দা'ওয়াত দিয়েছেন। ধন-সম্পদ ও বিষয়-আষয়ের সাথে সম্পর্ক ছেড়ে ঈমান ও সৎ আমলের সাথে সম্পর্কের দা'ওয়াত দিয়েছেন। বংশীয় আচার-অনুষ্ঠান ছেড়ে শরী'আতের শিষ্টাচার অনুসরণের দা'ওয়াত দিয়েছেন। কু-প্রবৃত্তি ও শয়তানের অনুসরণ ছেড়ে আল্লাহও তার রসূলের আনুগত্য করার দা'ওয়াত দিয়েছেন। দা'ওয়াত দিয়েছেন অস্থায়ী দুনিয়া ছেড়ে স্থায়ী আখিরাতের

দিকে। এগুলোই ছিল নাবী-রসূলগণের দা'ওয়াতী কর্ম এবং দীনের শিক্ষা। মানুষের নিকট হক্বের দা'ওয়াত পৌঁছে দিতে তাদের অনুসরণ করা আমাদের উপর আবশ্যক।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ (٨٩)} [الأنعام: ٨٩]

'এরাই তারাদেরকে আমি দান করেছি কিতাব, হুকুম ও নবুঅত। অতএব, যদি তারা এর সাথে কুফরী করে, তবে আমি এগুলোর তত্ত্বাবধায়ক এমন জাতিকে করেছি, যারা এর সাথে কাফির নয়' *(সূরা আল-আন'আম:৮৯)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ (٩٠)} ... [الأنعام: ٩٠]

'এরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ হিদায়াত করেছেন। অতএব, তাদের হিদায়াতের তুমি অনুসরণ কর। বল, আমি তোমাদের নিকট এর কারণে কোন বিনিময় চাই না। এটা তো জগৎবাসীর জন্য উপদেশমাত্র' *(সূরা আল-আন'আম:৯০)*।

عوائق الداعي إلى الله

দাঈর প্রতিবন্ধকতা

প্রত্যেক দাঈরই কিছু না কিছু প্রতিবন্ধকতা আসতে পারে, যেগুলিতার দা'ওয়াতী কাজে অন্তরায় সৃষ্টি করে বা হতোদ্যম করে ফেলে বা বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে। তাই সেসব প্রতিবন্ধকতা এবং সেগুলি থেকে মুক্তি ও সতর্কতা লাভের উপায় সম্পর্কে জ্ঞান

থাকা আবশ্যক। এ অন্তরায় শয়তানের অপচেষ্টা, যার মাধ্যমে সে হক্ব থেকে সৃষ্টিকে পথভ্রষ্টতার দিকে পরিচালিত করে এবং দীন থেকে বিচ্যুত করে।

১। যখন কোন মুসলিম দা'ওয়াতী কাজ করে, তখন চির শত্রু শয়তান তার কাছে আসে এবং কুফরী ও ফাসাদের বিস্তার আর অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারীদের সংখ্যা বেশি দেখিয়ে তার স্পৃহাকে টুকরা টুকরা করে ফেলে। শয়তানের এ পদক্ষেপের চিকিৎসা নিতে হবে নিম্নোক্ত আয়াতে কারীমা থেকে:

{اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (١٧)} ... [الحديد: ١٧].

'তোমরা জেনে রাখ যে, আল্লাহ যমীনকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। আমি নিদর্শনসমূহ তোমাদের কাছে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি, আশা করা যায় তোমরা বুঝতে পারবে' *(সূরা আল-হাদীদ:১৭)*।

২। যশ-খ্যাতির ভালোবাসা কখনও দাঈকে আক্রমণ করতে পারে। আর এর মাধ্যমে মূলতঃ তার স্পৃহার মাথায় আঘাত করা হয়। ফলে, তার স্পৃহা মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে এবং ইখলাছ হারিয়ে ফেলার কারণে তার আমল পুড়ে ছাই হয়ে যায়। নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা এর চিকিৎসা নিতে হবে:

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ} ... [المائدة: ٨]

'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায়ের সাথে সাক্ষদানকারী হিসাবে সদা দণ্ডায়মান হও *(সূরা আল-মায়েদা:৮)*।

৩। এরপর দা'ওয়াতী ময়দানে আমল বিনষ্টকারী ও ভিত্তি ধ্বংসকারী বিষয় 'তাড়াহুড়া নামক রোগ' আসতে পারে। ফলে, আমলের সমন্বয়ের অভাবে এবং তা তার যথাযোগ্য স্থানে না রাখার কারণে তা অঙ্কুরেই শেষ হয়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার এ বাণী থেকে শিক্ষা নিতে হবে:

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [آل عمران: ٢٠٠]

'হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ধর ও ধৈর্যে অটল থাক এবং পাহারায় নিয়োজিত থাক। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফল হও' *(সূরা আলে ইমরান:২০০)*।

৪। অতঃপর দা'ওয়াতী কাজে পরামর্শ না করে ব্যক্তিগত মতামতকে অগ্রাধিকার দিলে তা দা'ওয়াতী কর্ম বিনষ্ট করে এবং আল্লাহর সাহায্য উঠিয়ে দেওয়ার কারণে পরিণত

হয়। অবশেষে তা মুসলিমদের পরাজিত করে শত্রুদের রাজত্ব ও কর্তৃত্ব ক্বায়েম করে। এজন্য আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত:

{وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} ... [الشورى: ٣٨]

'তাদের কার্যাবলী হয় তাদের মধ্যে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে' *(সূরা আশ-শুরা:৩৮)*।

৫। অতঃপর শুধুমাত্র নিজেকে নিয়ে চিন্তাভাবনার বিষয়টি সামনে আসতে পারে। ফলে, দাঈ শুধু নিজেকে নিয়ে ভাবে এবং অন্যের কথা অবজ্ঞা করে। এতে কিন্তু দা'ওয়াতী কাজের ভিত্তি মজবুত হয় না, ভালো ফলাফলও আশা করা যায় না। মনে রাখতে হবে, মানুষের মধ্যে উত্তম তারাই, যারা অন্যের কল্যাণে অধিক অগ্রগামী। আল্লাহ তা'আলার এ বাণী থেকে শিক্ষা নিতে হবে:

{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)} ... [المائدة: ٢].

'সৎকর্ম ও তাক্বওয়ায় তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা কর। আর মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনে তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা করো না। আর আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ আযাব প্রদানে কঠোর' *(সূরা আল-মায়েদা:২)*।

৬। অতঃপর দা'ওয়াতী ময়দানে প্রতারক আরেক শত্রুর উদ্ভব ঘটতে পারে। আর তা হচ্ছে, 'তাক্বলীদ'। এই তাক্বলীদ অলস ও অকর্মা লোকদের তাক্বলীদে ঢুকিয়ে দেওয়ার সুযোগ গ্রহণ করে। এর ফলে দাঈর স্পৃহার পিঠ ভেঙ্গে যায়, অলস ও অজ্ঞদের সংখ্যা বেড়ে যায়, বিদ'আত সৃষ্টি হয় এবং সুন্নাত বিদায় নেয়। এজন্য আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত:

{انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٤١)} [التوبة: ٤١]

'তোমরা হালকা ও ভারী উভয় অবস্থায় যুদ্ধে বের হও এবং তোমাদের মাল ও জান নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর। এটা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে' *(সূরা আত-তাওবা:৪১)*।

৭। অতঃপর ধোঁকাবাজ আরেক শত্রু মাথাচাড়া দিতে পারে। আর তা হচ্ছে, অক্ষমতা ও অলসতা থেকে সৃষ্ট 'গড়িমসি'।এর ফলে, দাঈ আজকের কাজ কালকের জন্য রেখে দেয় এবং এক পর্যায়ে শয়তান তা ভুলিয়ে দিয়ে অন্য কিছুতে তাকে ব্যস্ত করে দেয়। নিম্নোক্ত আয়াত থেকে এর চিকিৎসা গ্রহণ করা যেতে পারে:

{وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ } [آل عمران: ١٣٣]

'আর তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও জান্নাতের দিকে, যার পরিধি আসমানসমূহ ও যমীনের সমান, যা মুত্তাক্বীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে' *(সূরা আলে ইমরান:১৩৩)*।

৮। অতঃপর দা'ওয়াতী ময়দানে প্রবেশ করতে পারে নাস্তিক্যবাদী শত্রু। যা শুধুমাত্র আল্লাহর দিকে ন্যস্ত, তদ্বিষয়ে নাক গলানোই হচ্ছে ঐ শত্রুর পরিচয়। এর ফলে দা'ওয়াতী কাজের ভিত্তি ধ্বংস হয়ে যায়, উপর ভেঙ্গে নীচে পড়ে এবং গোলাম তার মনীবের উপর কর্তৃত্ব করে।এ থেকে মুক্তি লাভের উপায় খুঁজে বের করতে হবে এই আয়াত থেকে:

{فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (١٥)} [الشورى: ١٥]

'এ কারণে তুমি আহ্বান কর এবং দৃঢ় থাক যেমন তুমি আদিষ্ট হয়েছ আর তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না। আরবল, 'আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন, আমি তাতে ঈমান এনেছি এবং তোমাদের মাঝে ন্যায়বিচার করতে আদিষ্ট হয়েছি। আল্লাহ আমাদের রব এবং তোমাদের রব। আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের; আমাদের ও তোমাদের মাঝে কোন বিবাদ-বিসম্বাদ নেই; আল্লাহ আমাদেরকে একত্র করবেন এবং প্রত্যাবর্তন তাঁরই কাছে' *(সূরা আশ-শূরা:১৫)*।

৯। এরপর আগমন করতে পারে 'বিশ্রাম গ্রহণের ভালোবাসা' নামক রোগ, যা হচ্ছে মূল মুছীবত এবং মারাত্মক ক্ষতিকর। এ থেকে মুক্তি লাভের উপায়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (٤٠) ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى (٤١)} ... [النجم: ٣٩ – ٤١]

'আর মানুষ যা চেষ্টা করে, তা-ই সে পায়। (৩৯)এবং তার প্রচেষ্টার ফল অচিরেই তাকে দেখানো হবে। (৪০) তারপর তাকে পূর্ণ প্রতিফল প্রদান করা হবে' *(সূরা আন-নাজম:৩৯-৪১)*।

১০। অতঃপর আত্মপ্রকাশ করতে পারে 'অহংকার ও আল্লাহ বিমুখতা' নামীয় রোগ, যার দ্বারা মানুষ নিজেকে দীন থেকে তাড়িয়ে দেয় এবং ধ্বংসাত্মক কাবীরা গোনাহ তাকে ঘিরে ধরে। এ থেকে মুক্তি লাভের উপায় খুঁজে ফিরতে হবে নীচের আয়াতটিতে,

{أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (١٦)} [الحديد: ١٦]

'যারা ঈমান এনেছে, তাদের হৃদয় কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য নাযিল হয়েছে তার কারণে বিগলিত হওয়ার সময় হয়নি? আর তারা যেন তাদের মত না হয়, যাদেরকে ইতিপূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল, তারপর তাদের উপর দিয়ে দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হল, অতঃপর তাদের অন্তরসমূহ কঠিন হয়ে গেল। আর তাদের অধিকাংশই ফাসিক্ব' *(সূরা আল-হাদীদ:১৬)*।

ما يقوله الداعي إذا لم يُتَّبع

দাঈকে অমান্য করলে দাঈ যা বলবে

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (١٢٩)} [التوبة: ١٢٩]

'অতঃপর যদি তারা বিমুখ হয়, তবে বল, আমার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত কোন (সত্য) ইলাহ নেই। আমি তারই উপর তাওয়াক্কুল করেছি। আর তিনিই মহান আরশের রব' *(সূরা আত-তাওবা:১২৯)*।

ما يفعله الداعي إذا ضاق صدره

কোন কারণে দাঈর হৃদয়টা সংকীর্ণ হয়ে আসলে যা করণীয়

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ (٩٧) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (٩٨) وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (٩٩)}... [الحجر: ٩٧ – ٩٩]

'আর অবশ্যই আমি জানি যে, তারা যা বলে, তাতে তোমার অন্তর সঙ্কুচিত হয়। (৯৭) সুতরাং তুমি তোমার রবের প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ কর এবং সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও। (৯৮) আর ইয়াক্বীন আসা পর্যন্ত তুমি তোমার রবের ইবাদত কর' *(সূরা আল-হিজর:৯৭-৯৯)*।

أحكام المدعوين

৭। আহূতদের বিধান

মানুষের প্রকারভেদ (أقسام البشر): কুরআনে আল্লাহ তা'আলা তিন ধরণের মানুষের পরিচয় উল্লেখ করেছেন:

(১) মুমিন (**المؤمنون**)

(২) কাফির (**الكفار**)

(৩) মুনাফিক্ব (**المنافقون**)

১। মুমিনরা ঈমান ও সৎ আমল বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٢) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣) أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (٤)} . [الأنفال: ٢ - ٤]

'মুমিন তো তারা, যাদের অন্তরসমূহ কেঁপে উঠে যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। আর যখন তাদের উপর তার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং যারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে। (২) যারা ছ্বলাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি, তা হতে ব্যয় করে। (৩) তারাই প্রকৃত মুমিন। তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট উচ্চ মর্যাদাসমূহ এবং ক্ষমা ও সম্মানজনক রিয্ক' *(সূরা আল-আনফাল:২-৪)*।

মুমিনরা উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, যারা দুনিয়াতে হবে সৌভাগ্যবান আর আখিরাতে জান্নাত লাভ করবে।

২। কাফিররা কুফর, আল্লাহর অবাধ্যতা ও কু-প্রবৃত্তির উপভোগ বৃদ্ধির জন্য কাজ করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ } [محمد: ١٢]

'কিন্তু যারা কুফরী করে, তারা ভোগ–বিলাসে মত্ত থাকে এবং তারা আহার করে যেমন চতুষ্পদ জন্তুরা আহার করে। আর জাহান্নামই তাদের বাসস্থান' *(সূরা মুহাম্মাদ:১২)*।

কাফিররা হবে নিকৃষ্টতম স্তরের বাসিন্দা, তারা সবাই দুনিয়াতে হবে হতভাগা আর আখিরাতে জাহান্নামী।

৩। মুনাফিক্বরা কাফিরদের চেয়েও বেশী বিপদজনক। তারা মুখে মুসলিমদের সাথে অবস্থান করলেও তাদের অন্তর কাফিরদের সাথেই থাকে। তারা ভেতর থেকে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। যেমন-

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (٤)} [المنافقون: ٤]

'আর যখন তুমি তাদের দিকেতাকিয়ে দেখবে, তখন তাদের শরীর তোমাকে মুগ্ধ করবে। আর যদি তারা কথা বলে, তুমি তাদের কথা (আগ্রহ নিয়ে) শুনবে। তারা দেয়ালে ঠেস দেয়া কাঠের মতই। তারা মনে করে, প্রতি আওয়াজই তাদের বিরুদ্ধে। এরাই শত্রু, অতএব এদের সম্পর্কে সতর্ক হও। আল্লাহ এদেরকে ধ্বংস করুন। তারা কিভাবে সত্য থেকে ফিরে যাচ্ছে' *(সূরা আল-মুনাফিক্বুন:৪)*।

তারা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে। দুনিয়াতে হতভাগা ও শঙ্কায় থাকবে। আর সব ধরনের আওয়াযই তারা তাদের বিরুদ্ধে মনে করবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا } [النساء: ١٤٥]

'নিশ্চয় মুনাফিক্বরা জাহান্নামের সর্বনিম্নস্তরে থাকবে। আর তুমি কখনও তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী পাবে না'*(সূরা আন-নিসা:১৪৫)*।

মুমিনদের উচিত, আল্লাহর দিকে কাফির ও মুনাফিক্বদের দা'ওয়াত দেয়ার চেষ্টা করা।

المعارضون للدعوة إلى الله

আল্লাহর দিকে দা'ওয়াতের বিরোধিতাকারীরা

তিন শ্রেণীর মানুষের মাধ্যমে আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দাতা (দাঈ) গণকে আল্লাহ পরীক্ষা করেন। প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষেরই তাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিছু অনুসারী, বাণী, লেনদেন ও দা'ওয়াত রয়েছে।

প্রথম: যারা সত্য উপলব্ধি করা সত্ত্বেও হিংসা ও সীমালঙ্ঘন বশতঃ তার বিরোধিতা করে। যেমন- ইয়াহূদী। অথবা যারা সত্য জেনেও পথভ্রষ্ট হয়। যেমন-খ্রিষ্টান। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } [البقرة: ١٠٩]

'আহলে কিতাবের অনেকেই চায়, যদি তারা তোমাদেরকে ঈমান আনার পর কাফির অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে পারত! সত্য স্পষ্ট হওয়ার পর তাদের পক্ষ থেকে হিংসাবশতঃ (তারা এরূপ করে থাকে)। সুতরাং তোমরা ক্ষমা কর এবং এড়িয়ে চল, যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর নির্দেশ দেন। নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান' *(সূরা আল-বাক্বারাহ:১০৯)*।

দ্বিতীয়: নেতৃস্থানীয় ও সম্পদশালী ব্যক্তিবর্গ, যারা দুনিয়াদার ও প্রবৃত্তির অনুসারী। যখন তারা বুঝতে পারে যে, দীন তাদেরকে পরিচালিত করবে এবং তাদের পছন্দনীয় বিষয়ে বাধাগ্রস্ত করবে, তখন তারা দীনের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٥٠)} [القصص: ٥٠]

'অতঃপর তারা যদি তোমার আহ্বানে সাড়া না দেয়, তাহলে জেনে রাখ, তারা তো নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। আর আল্লাহর দিকনির্দেশনা ছাড়া যে নিজের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে, তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ যালিম কওমকে হিদায়াত করেন না' *(সূরা আল-ক্বাছাছ:৫০)*।

তৃতীয়: যারা বাতিলের উপর বেড়ে উঠে। এ শ্রেণীর মানুষ তাদের পূর্বপুরুষদের যে অবস্থায় পায়, তাকেই হক্ব মনে করে; অথচ তারা বাতিলের উপর। বেশীরভাগ মানুষই এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ (٦٩) فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ (٧٠)} ..[الصافات: ٦٩ – ٧٠]

'নিশ্চয় এরা নিজেদের পিতৃপুরুষদেরকে পথভ্রষ্ট পেয়েছিল; (৬৯) ফলে তারাও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণে দ্রুত ছুটেছে' *(সূরা আছ-ছফ্‌ফাত:৬৯-৭০)*।

আর তারা অন্ধ অনুসারীও:

{وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (١٧٠)} .. [البقرة: ١٧٠]

'আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা অনুসরণ কর, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন, তার; তারা বলে, বরং আমরা অনুসরণ করব আমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে যার উপর পেয়েছি। যদি তাদের পিতৃ–পুরুষরা কিছু না বুঝে এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত না হয়, তাহলেও কি?' *(সূরা আল-বাক্বারাহ:১৭০)*।

ميادين الدعوة إلى الله

আল্লাহর দিকে আহ্বানের ক্ষেত্র

সকল স্তরের মানুষই আল্লাহর দিকে দা'ওয়াতের মুখাপেক্ষী।

১। কাফির ও মুশরিকদেরকে ইসলামে প্রবেশের এবং কুফর থেকে প্রত্যাবর্তনের জন্য দা'ওয়াত দিতে হবে। আর ইয়াহূদী- খ্রিষ্টানদের মত আরো যাদের চিন্তা-চেতনা নষ্ট হয়ে গেছে, তাদের প্রত্যেককেই কাফির-মুশরিকদের সাথে দা'ওয়াতে সম্পৃক্ত করা হবে।

২। ছ্বহীহ দীনের ছ্বহীহ বিধান বর্ণনার মাধ্যমে বিদ'আতীদেরকে আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দিতে হবে, যাতে তারা জাগ্রত জ্ঞান সহকারে এবং দীনের উত্তম অনুসারী হয়ে আল্লাহর ইবাদত করে।

৩। পাপী ও চরিত্রহীন ব্যক্তিদেরকে আল্লাহর বড়ত্বের উপদেশ দানের মাধ্যমে দা'ওয়াত দিতে হবে, যাতে তারা আল্লাহর মর্যাদা উপলব্ধি করে। তাঁর নিয়ামত স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে তাদেরকে দা'ওয়াত দিতে হবে, যাতে তারা তাঁর শুকরিয়া আদায় করে। তার সীমাহীন রহমতের কথা স্মরণ করিয়ে তাদেরকে দা'ওয়াত দিতে হবে, যাতে তারা আল্লাহর নিকট (তাওবা) ফিরে আসে। দা'ওয়াত দিতে হবে জান্নাতের প্রতি উৎসাহিত করে, যাতে তারা তার আনুগত্য করে এবং জাহান্নামের ভয় দেখিয়ে, যাতে তারা তার অবাধ্য না হয়।

৪। ইবাদতকারীগণও দা'ওয়াতের মুখাপেক্ষী, যাতে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়, আমল সুন্দর হয়, অন্যকে দা'ওয়াত দানে তারা যেন উৎসাহিত হয়। এতে তারা নিজে সংশোধিত হওয়া এবং অন্যকে সংশোধিত করার উভয় বৈশিষ্ট্যেরই সমন্বয় করতে পারবে।

৫। আলেমগণও দা'ওয়াতের মুখাপেক্ষী, যাতে তারা তাদের জ্ঞান অনুযায়ী আমল করতে পারেন এবং মানুষের মাঝে তাদের জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে পারেন।

৬। মুসলিম জনসাধারণকেও আল্লাহর দিকে আহ্বান করতে হবে, যাতে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়, আমল সুন্দর হয় এবং তাদের পাপের জন্য তাওবা করে। আল্লাহ তা'আলার দিকে দা'ওয়াত দান, সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজ থেকে নিষেধ, উপদেশ দান, কল্যাণ কামনা এবং সঠিক পথ প্রর্দশন এ কাজগুলো থেকে মুমিন, কাফির, আনুগত্যকারী, অবাধ্য, আলেম, জাহিল (অজ্ঞ) কেউই অমুখাপেক্ষী নয়। প্রত্যেকেই তাদের অবস্থা অনুপাতে আল্লাহর দিকে আহ্বান করবে এবং অবস্থানুযায়ী সকলকেই দা'ওয়াত দিতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{يَاأَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ} [فاطر: ١٥]

'হে মানুষ! তোমরা আল্লাহর নিকট মুখাপেক্ষী আর আল্লাহ অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসিত' *(সূরা ফাতির:১৫)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [يوسف: ١٠٨]

'বলুন, ইহাই আমার পথ, আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহর দিকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে। আল্লাহ পবিত্র এবং আমি শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত নই' *(সূরা ইউসুফ:১০৮)*।

أصناف المدعوين، وكيفية دعوتهم

আহূতদের প্রকার এবং তাদের দা'ওয়াতের ধরণ

মানুষ চিন্তা-চেতনা ও আমলের দিক থেকে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। তাই তাদের ভিন্নতা অনুযায়ী তাদের দা‘ওয়াত, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকেনিষেধের বিধানও ভিন্ন ভিন্ন হবে, আর তা নিম্নরূপ:

১। অপূর্ণ ঈমানের অধিকারী এবং বিধি-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ (من عنده نقص في الإيمان، وجهل بالأحكام): এসব ব্যক্তির ক্ষেত্রে আমরা ধৈর্য ধারণসহ তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করবো, নরম কথা ও সহানুভূতির সাথে শিক্ষা দেবো। কোমলতার সাথে উত্তম কাজের দিক-নির্দেশনা দিব। যেমন- একজন আগন্তুক বেদুঈন এসে মসজিদে পেশাব করলে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে ধৈর্যের সাথে ভালো আচরণ করেছিলেন।

عَنْ أَنَس بن مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي المَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – إِذْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ، فَقَامَ يَبُولُ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ – صلى الله عليه وسلم –: مَهْ مَهْ. قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم –: «لا تُزْرِمُوهُ، دَعُوهُ». فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: «إِنَّ هَذِهِ المَسَاجِدَ لا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا البَوْلِ وَلا القَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالصَّلاةِ، وَقِرَاءَةِ القُرْآنِ». أَوْ كَمَا قالَ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم –، قالَ: فَأَمَرَ رَجُلاً مِنَ القَوْمِ، فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ، فَشَنَّهُ عَلَيْهِ. متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢١٩) , ومسلم برقم (٢٨٥)، واللفظ له

আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সঙ্গে মসজিদে নববীতে ছিলাম। এ সময় হঠাৎ এক বেদুঈন এসে মসজিদের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে লাগলেন, তা দেখে রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর ছাহাবীগণ ‘থামো থামো’ বলে তাকে প্রস্রাব করতে বাধা দিলেন। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তখন রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তোমরা তাকে বাধা দিও না, বরং তাকে ছেড়ে দাও। লোকেরা তাকে ছেড়ে দিলেন, তিনি প্রস্রাব সেরে নিলেন। তখন রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কাছে ডেকে বললেন: এটা হলো মসজিদ। এখানে প্রস্রাব করা কিংবা ময়লা-আবর্জনা ফেলা যায় না। বরং এ হলো আল্লাহর যিক্‌র করা, ছ্বলাত আদায় করা এবং কুরআন পাঠ করার স্থান। অথবা রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথাটা যেভাবে বলেছেন তাই। আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এরপর রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবার মধ্য থেকে এক ব্যক্তিতে এক বালতি পানি

আনতে আদেশ করলেন। সে এক বালটি পানি আনলে তিনি তা প্রস্রাবের উপর ঢেলে দিলেন।[১৯]

২। অপূর্ণ ঈমানের অধিকারী কিন্তু বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞাত (من عنده نقص في الإيمان، وعلم بالأحكام): উত্তম উপদেশ ও হিকমাত (কৌশল জ্ঞান) এর সাথে এ ব্যক্তিকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করতে হবে। তার সামনে বোধগম্য উদাহরণ ও যৌক্তিক দলীল পেশ করতে হবে। তার ঈমান বৃদ্ধির জন্য দু'আ করতে হবে, যাতে সে আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্যের উপর অটল থাকে।

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: إِنَّ فَتًى شَابّاً أَتَى النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ائْذَنْ لِي بِالزِّنَا، فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَزَجَرُوهُ، قَالُوا: مَهْ مَهْ، فَقَالَ: «ادْنُهْ»، فَدَنَا مِنْهُ قَرِيباً، قَالَ: فَجَلَسَ، قَالَ: «أَتُحِبُّهُ لأُمِّكَ؟» قَالَ: لاَ وَاللهِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ، قَالَ: «وَلاَ النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لأُمَّهَاتِهِمْ»، قَالَ: «أَفَتُحِبُّهُ لابْنَتِكَ؟» قَالَ: لاَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ، قَالَ: «وَلاَ النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ»، قَالَ: «أَفَتُحِبُّهُ لأُخْتِكَ؟» قَالَ: لاَ وَاللهِ، جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ، قَالَ: «وَلاَ النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لأَخَوَاتِهِمْ»، قَالَ: «أَفَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ؟» قَالَ: لاَ، وَاللهِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ، قَالَ: «وَلاَ النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ»، قَالَ: «أَفَتُحِبُّهُ لِخَالَتِكَ؟» قَالَ: لاَ وَاللهِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ، قَالَ: «وَلاَ النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالاَتِهِمْ»، قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ، وَطَهِّرْ قَلْبَهُ، وَحَصِّنْ فَرْجَهُ». قال: فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلِكَ الفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ.

صحيح/ أخرجه أحمد برقم (٢٢٥٦٤) , انظر «السلسلة الصحيحة» رقم (٣٧٠)

আবূ উমামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: একজন যুবক রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নিকট এসে বললেন: হে আল্লাহর রসূল!আমাকে ব্যভিচার করার অনুমতি দিন। লোকজন তাকে ধমক দিলেন এবং বললেন, চুপ করো। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাকে কাছে আসতে দাও। অতঃপর যুবকটি কাছে আসলেন। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তুমি কি তোমার মায়ের জন্য যেনা পছন্দ করো? যুবকটি বললেন, আল্লাহর কসম! পছন্দ করি না। কেউই তার মায়ের জন্য যেনা পছন্দ করে না। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তুমি কি তোমার মেয়ের জন্য যেনা পছন্দ করো? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! পছন্দ করি না, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ

১৯. ছ্বহীহ বুখারী হা/২১৯; ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৮৫)

করুন। কেউই তার মেয়ের জন্য যেনা পছন্দ করে না। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তুমি কি তোমার বোনের জন্য যেন পছন্দ করো? তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহর কসম! পছন্দ করি না। আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন। কেউই তার বোনের জন্য যেনা পছন্দ করে না। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তুমি কি তোমার ফুফুর জন্য যেনা পছন্দ করো? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! পছন্দ করি না। আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন। কেউই তার ফুফুর জন্য যেনা পছন্দ করে না। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তুমি কি তোমার খালার জন্য যেনা পছন্দ করো? তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহর কসম! পছন্দ করি না। আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন। কেউই তার খালার জন্য যেনা পছন্দ করে না। তারপর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হাত যুবকটির গায়ে রেখে বললেন:

«اللَّهمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ، وَطَهِّرْ قَلْبَهُ، وَحَصِّنْ فَرْجَهُ»

"হে আল্লাহ! তার গুনাহ মাফ করো, তার অন্তর পবিত্র রাখো, তার লজ্জা স্থানের হিফাযত করো।"অতঃপর ঐ যুবক আর কখনো এ কাজে লিপ্ত হননি।[২০]

৩। দৃঢ় ঈমানের অধিকারী কিন্তু বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ (من عنده قوة في الإيمان، وجهل بالأحكام): এ ধরণের ব্যক্তিকে সরাসরি শরী'আতের বিধান ও অবাধ্যতার কুফল বর্ণনার মাধ্যমে এবং তার ঘটিত অসৎকাজ দূরীকরণে সঠিক দিশা প্রদানের মাধ্যমে দা'ওয়াত দিতে হবে।

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنّ رَسُولَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – رَأَىَ خَاتِماً مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ، فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَىَ جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ» فَقِيلَ لِلرّجُلِ، بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم –: خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ،قَالَ: لاَ، وَاللهِ لاَ آخُذُهُ أَبَداً، وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم –. أخرجه مسلم برقم (٢٠٩٠)

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনৈক লোকের হাতে একটি সোনার আংটি লক্ষ্য করে সেটি খুলে ফেলে দিলেন এবং বললেন, তোমাদের মাঝে কেউ কেউ আগুনের টুকরা জোগাড় করে তার হাতে রাখে। রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে স্থান ত্যাগ করলে ব্যক্তিটিকে বলা হলো, আপনার আংটি উঠিয়ে নিন। এটি দিয়ে উপকার হাছিল করুন। তিনি

২০. মুসনাদে আহমাদ হা/ ২২৫৬৪, ছ্বহীহ, সিলসিলাহ ছ্বহীহাহ হা/৩৭০)

বললেন, না। আল্লাহ কসম! আমি কক্ষনো ওটা নিব না। কারণ রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো ওটা ফেলে দিয়েছেন'।[২১]

৪। দৃঢ় ঈমানের অধিকারী ও বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞাত (من عنده قوة في الإيمان، وعلم بالأحكام): এ ধরনের ব্যক্তির ব্যাপারে কোন আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়। আগের ব্যক্তিদের তুলনায় এ ধরনের ব্যক্তির পাপ থেকে তাকে শক্তভাবে নিষেধ করতে হবে এবং কঠিন আচরণ করতে হবে, যাতে সে পাপকাজে অন্যের আদর্শ না হয়।

كما اعتزل النبي – صلى الله عليه وسلم – الثلاثة الذين خُلِّفوا في غزوة تبوك خمسين ليلة، وأمر الناس بهجرهم لما تركوا الخروج مع الرسول والناس لغزوة تبوك مع كمال إيمانهم وعلمهم ولا عذر لهم، ثم تاب الله عليهم، وهم هلال بن أمية، وكعب بن مالك، ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم.والقصة مفصلة في الصحيحين (متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٤٤١٨) , ومسلم برقم (٢٧٦٩)

যেমন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবূক যুদ্ধে না যাওয়ার অপরাধে তিন ব্যক্তি থেকে ৫০ দিন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন এবং মানুষদেরকে তাদের সঙ্গ ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অথচ তাদের পূর্ণ ঈমান ও জ্ঞান ছিল, কোন অজুহাত ছিল না। অবশ্য পরবর্তীতে আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করেন। তারা হচ্ছেন, হিলাল ইবনু উমাইয়াহ, কা'ব ইবনু মালেক ও মুরারা ইবনুর-রবী'। ছ্বহীহ বুখারী ও ছ্বহীহ মুসলিমে ঘটনাটি বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে।[২২]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (١١٨)} ... [التوبة: ١١٨]

'এবং সে তিন জনের (তাওবা কবুল করলেন), যাদের বিষয়টি স্থগিত রাখা হয়েছিল। এমনকি পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের নিকট তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল। আর তারা নিশ্চিত বুঝেছিল যে, আল্লাহর আযাব থেকে কোন আশ্রয়স্থল নেই। অতঃপর তিনি তাদের তওবার তাওফীক্ব দিলেন, যাতে তারা তাওবা করে। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী, দয়ালু'*(সূরা আত-তাওবা:১১৮)*।

---

২১. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২০৯০
২২. মুত্তাফাকুন আলাইহি: ছ্বহীহ বুখারী হা/৪৪১৮; ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৭৬৯।

৫। যে ব্যক্তি ঈমান ও বিধি-বিধান উভয় সম্পর্কে অজ্ঞ (من عنده جهل بالإيمان، وجهل بالأحكام): পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা মানুষগুলোর অধিকাংশ কাফিরই এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তাদেরকে প্রথমত আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের দা'ওয়াত দিতে হবে। তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ও তার নামসমূহ, গুণাবলী, তার সীমাহীন দয়া এবং মহা নিয়ামত সম্পর্কে জানাতে হবে। আল্লাহর শান্তির অঙ্গীকার ও শাস্তির ভয় স্মরণ করাতে হবে, জান্নাত লাভে উৎসাহ প্রদান এবং জাহান্নাম সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করতে হবে। তারা ঈমানে অটল হলে পর্যায়ক্রমে আল্লাহর বিধানাবলী জানাতে হবে। যেমন: ছ্বলাত এবং ছ্বলাতের আবশ্যকীয় বিষয় পবিত্রতা ও উযূ ইত্যাদি; তারপর যাকাত...এভাবে।

১। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِوَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ } [محمد: ١٩]

'অতএব, জেনে রাখ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই। তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার এবং মুমিন নারী–পুরুষদের ত্রুটি–বিচ্যুতির জন্য। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি এবং নিবাস সম্পর্কে অবগত রয়েছেন' *(সূরা মুহাম্মাদ:১৯)*।

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – لَمَّا بَعَثَ مُعَاذاً رَضيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى اليَمَنِ، قال: «إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ، فَإِذَا عَرَفُوا اللهَ، فَأَخْبِرْهُمْ: أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا، فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ» متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٤٥٨) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٩)

২। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। মু'আয ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে (ইয়ামানের প্রশাসক নিযুক্ত করে) পাঠালেন। তিনি বললেন, তুমি এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছো, যারা কিতাবধারী। সুতরাং তাদেরকে আহ্বান জানাবে এ সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ (উপাস্য) নেই আর আমি আল্লাহর রসূল। যদি তারা তোমার এ কথা মেনে নেয়, তবে তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, প্রত্যেক দিন ও রাতে আল্লাহ তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত ছ্বলাত ফরয করেছেন। যদি তারা তোমার এ কথাও মেনে নেয়, তবে তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন- যা তাদের ধনীদের থেকে আদায় করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মাঝে

বিতরণ করা হবে। যদি তারা এ কথাও মেনে নেয়, তবে তাদের ভালো সম্পদ গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকো। আর মাযলূমের অভিশাপকে ভয় কর, কেননা তার ও আল্লাহর মাঝে কোন আড়াল নেই'।[২৩]

ثواب مَنْ قَبِل الإسلام

ইসলাম গ্রহণকারীর প্রতিদান

১। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٥)} ... [البقرة: ٢٥]

'এবং যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে, তুমি তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতসমূহ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে নদীসমূহ। যখনই তাদেরকে জান্নাত থেকে কোন ফল খেতে দেয়া হবে, তারা বলবে, এটা তো পূর্বে আমাদেরকে খেতে দেয়া হয়েছিল। আর তাদেরকে তা দেয়া হবে সাদৃশ্যপূর্ণ করে এবং তাদের জন্য তাতে থাকবে পূতঃপবিত্র স্ত্রীগণ এবং তারা সেখানে হবে স্থায়ী' *(সূরা আল-বাক্বারাহ:২৫)*।

২। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا (١٠٧) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا (١٠٨)} ... [الكهف: ١٠٧ - ١٠٨].

'নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের মেহমানদারির জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফেরদাউস। (১০৭) সেখানে তারা স্থায়ী হবে। তারা সেখান থেকে অন্য কোথাও স্থানান্তরিত হতে চাইবে না' *(সূরা আল-কাহাফ:১০৭-১০৮)*।

৩। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

---

২৩. ছ্বহীহ বুখারী হা/১৪৫৮;ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৯

{إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (٣٠) نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ (٣١) نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ (٣٢)} [فصلت: ٣٠ – ٣٢]

'নিশ্চয় যারা বলে, 'আল্লাহই আমাদের রব' অতঃপর অবিচল থাকে, ফেরেশতারা তাদের কাছে অবতীর্ণ হনএবং বলেন, 'তোমরা ভয় পেয়ো না, দুশ্চিন্তা করো না এবং সেই জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর, যার ওয়াদাপ্রাপ্ত তোমরা হয়েছিলে। (৩০) 'আমরা দুনিয়ার জীবনে তোমাদের বন্ধু ও আখিরাতেও। সেখানে তোমাদের জন্য থাকবে যা তোমাদের মন চাইবে এবং সেখানে তোমাদের জন্য আরো থাকবে যা তোমরা দাবী করবে। (৩১) পরম ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে আপ্যায়ন স্বরূপ' *(সূরা হা-মীম সাজদা:৩০-৩২)*।

عقوبة من لم يقبل الإسلام

ইসলাম গ্রহণ না করলে তার শাস্তি

১। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِالْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: ١١٥]

'আর যে রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তার জন্য হিদায়াত প্রকাশ পাওয়ার পর এবং মুমিনদের পথের বিপরীত পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে ফেরাব যেদিকে সে ফিরে এবং তাকে প্রবেশ করাব জাহান্নামে। আর আবাস হিসাবে তা খুবই মন্দ' *(সূরা আন-নিসা:১১৫)*।

২। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ (٦٨)} [التوبة: ٦٨].

'আল্লাহ মুনাফিক্ব পুরুষ, মুনাফিক্ব নারী ও কাফিরদেরকে জাহান্নামের আগুনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাতে তারা চিরদিন থাকবে, এটিই তাদের জন্য যথেষ্ট। আর আল্লাহ তাদের লা'নত করেন এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আযাব' *(সূরা আত-তাওবা:৬৮)*।

৩। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} **[آل عمران: ٨٥].**

'আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন চায়, তার কাছ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(সূরা আলে ইমরান:৮৫)*।

৪। আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ». أخرجه مسلم برقم (١٥٣)

সে সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! ইয়াহূদী হোক আর খৃষ্টান হোক, যে ব্যক্তিই আমার রিসালাতের খবর শুনেছে অথচ আমার রিসালাতের উপর ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করেছে, অবশ্যই সে জাহান্নামী হবে।[২৪]

أحوال الناس بعد الدعوة

আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দানের পর মানুষের অবস্থা

আল্লাহর দিকে দা'ওয়াতের পর মানুষ ঈমান আনবে অথবা আনবে না।

---

২৪. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৫৩

১। যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, তিনি তাদেরকে সুখ-দুঃখের মাধ্যমে পরীক্ষা করবেন। আর মানুষও তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করবে ও কষ্ট দিবে, যাতে সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী এবং মুমিন ও মুনাফিকের পরিচয় প্রকাশ পায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (٢) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ (٣)} .. [العنكبوت: ٢ – ٣]

'মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে, আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না? (২) আর আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি। ফলে আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন যে, কারা সত্য বলে এবং অবশ্যই তিনি জেনে নেবেন, কারা মিথ্যাবাদী' *(সূরা আল-আনকাবূত:২-৩)*।

২। যে ঈমান আনবে না, আল্লাহ তা'আলা তাকে এমন শাস্তি দিবেন, যা অত্যধিক কঠিন এবং স্থায়ী। মুমিন হোক কিংবা কাফির প্রত্যেকেই কষ্ট পাবে। তবে, মুমিন শুরুতে যন্ত্রনা ভোগ করলেও দুনিয়া ও আখিরাতে প্রশংসনীয় সফলতা লাভ করবে। কিন্তু কাফির শুরুতে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করলেও দুনিয়াতে তাদের জন্য রয়েছে মন্দ পরিণাম ও আখিরাতে জাহান্নামে স্থায়ী যন্ত্রণা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ (١٩٦) مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ } ... [آل عمران: ١٩٦ – ١٩٧]

'নগরসমূহে সেসব লোকের চলা-ফেরা তোমাকে যেন ধোঁকায় না ফেলে, যারা কুফরী করেছে। (১৯৬) অল্প ভোগ্যসামগ্রী। এরপর তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম আর তা কতইনা মন্দ বিছানা' *(সূরা আলে ইমরান:১৯৬-১৯৭)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

{فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (٥٥)} [التوبة: ٥٥]

'অতএব, তোমাকে যেন মুগ্ধ না করে তাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তানাদি, আল্লাহ এর দ্বারা কেবল তাদের আযাব দিতে চান দুনিয়ার জীবনে এবং তাদের জান বের হবে কাফির অবস্থায়' *(সূরা আত-তাওবা:৫৫)*।

أصول من دعوة الأنبياء والرسل

৮। নাবী-রসূলগণের দা'ওয়াতী মূলনীতি

এখানে নাবী-রসূলগণের দা'ওয়াতী নীতি উল্লেখ করা হলো, যাতে প্রত্যেক দাঈ দা'ওয়াতী ক্ষেত্রে সেগুলি মেনে চলতে পারে:

১। (الدعوة إلى التوحيد والإيمان بالله وعبادته وحده لا شريك له) তাওহীদ, আল্লাহর উপর ঈমান এবং একক-অদ্বিতীয়, শরীকহীন আল্লাহর ইবাদতের দিকে দা'ওয়াত দান: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٥]

'আর তোমার পূর্বে এমন কোন রসূল পাঠাইনি, যার প্রতি আমি এ অহি অবতরণ করিনি যে, 'আমি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই; সুতরাং তোমরা আমার ইবাদত কর' *(সূরা আল-আম্বিয়া:২৫)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (٤)﴾
[الإخلاص: ١ - ٤]

'বল, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। (১) আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তার মুখাপেক্ষী। (২) তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও জন্ম দেয়া হয়নি। (৩) আর তার কোন সমকক্ষও নেই'*(সূরা আল-ইখলাছ:১-৪)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: ٣٦]

'আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতিতে একজন রসূল প্রেরণ করেছি এমর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং পরিহার কর ত্বগূতকে' *(সূরা আন-নাহল:৩৬)*।

২। (إبلاغ دين الله إلى الناس، والنصح لهم) মানুষের নিকট আল্লাহর দীন পৌঁছানো এবং তাদের জন্য কল্যাণ কামনা করা ও তাদেরকে নছীহত (উপদেশ দান) করা:

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ [الأحزاب: ٣٩]

‘যারা আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়ে দেয় ও তাকে ভয় করে এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না। আর হিসাব গ্রহণকারীরূপে আল্লাহই যথেষ্ট’ *(সূরা আল-আহযাব:৩৯)*। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (٦٧)﴾ [المائدة: ٦٧]

‘হে রসূল! তোমার রবের পক্ষ হতে তোমার নিকট যা নাযিল করা হয়েছে, তা পৌছে দাও এবং যদি তুমি না কর, তবে তুমি তাঁর রিসালাত পৌঁছালে না। আর আল্লাহ তোমাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না’ *(সূরা আল-মায়েদা:৬৭)*। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾[إبراهيم: ٥٢]

‘ইহা মানুষের জন্য পয়গাম। আর যা দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা হয় এবং তারা জানতে পারে যে, তিনি কেবল এক ইলাহ, আর যাতে বুদ্ধিমানরা উপদেশ গ্রহণ করে’ *(সূরা ইব্‌রাহীম:৫২)*।

৩। (دعوة الناس وغشيانهم في المدن والقرى والبيوت والأسواق) গ্রাম-গঞ্জ, বাড়ি-ঘর, হাট-বাজার সর্বত্রই দা‘ওয়াতের বিস্তার ঘটানো: আল্লাহ তা‘আলা মূসা (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে বলেন,

﴿اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي (٤٢) اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (٤٣) فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى (٤٤) قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى (٤٥) قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى (٤٦)﴾[طه: ٤٢ – ٤٦]

‘তুমি ও তোমার ভাই আমার আয়াতসমূহ নিয়ে যাও এবং আমাকে স্মরণ করার ক্ষেত্রে কোনরূপ অলসতা করো না। (৪২) তোমরা দু’জন ফির‘আউনের নিকট যাও, কেননা সে তো সীমালঙ্ঘন করেছে। (৪৩) তোমরা তার সাথে নরম কথা বলবে। হয়তোবা সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে। (৪৪) তারা বলল, হে আমাদের রব!

আমরা তো আশংকা করছি যে, সে আমাদের উপর বাড়াবাড়ি করবে অথবা সীমালঙ্ঘন করবে। (৪৫) তিনি বললেন, তোমরা ভয় করো না। আমি তো তোমাদের সাথেই আছি। আমি সবকিছু শুনি ও দেখি' *(সূরা ত্বহা:৪২-৪৬)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ } [يوسف: ١٠٨]

'বলুন, ইহাই আমার পথ, আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহর দিকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে। আল্লাহ পবিত্র এবং আমি শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত নই' *(সূরা ইউসুফ:১০৮)*।

وكان – صلى الله عليه وسلم – يطوف على الناس في مكة في موسم الحج ويقول لهم: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله تُفْلِحُوا». صحيح/ أخرجه أحمد برقم (١٦٦٠٣)

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্জের সময় মক্কায় মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের বলতেন, হে মানব সমাজ! তোমরা বল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', তাহলে সফলকাম হবে।[২৫]

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنّ النّبِيّ – صلى الله عليه وسلم – رَكِبَ حِمَاراً، عَلَيْهِ إِكَافٌ، تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ فَدَكِيّةٌ، وَأَرْدَفَ وَرَاءَهُ أُسَامَةَ، وَهُوَ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي بَنِي الحَارِثِ بْنِ الخَزْرَجِ، وَذَاكَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، حَتّىَ مَرّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلاَطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ، واليَهُودِ. فِيهِمْ عَبْدالله بْنُ أُبَيّ، وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدالله بْنُ رَوَاحَةَ، فَلَمّا غَشِيَتِ المَجْلِسَ عَجَاجَةُ الدّابّةِ، خَمّرَ عَبْدالله بْنُ أُبَيّ أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ. ثُمّ قَالَ: لاَ تُغَبّرُوا عَلَيْنَا. فَسَلّمَ عَلَيْهِمُ النّبِيّ – صلى الله عليه وسلم –. ثُمّ وَقَفَ فَنَزَلَ. فَدَعَاهُمْ إِلَى الله وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ القُرْآنَ. متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٦٦٣) , ومسلم برقم (١٧٩٨)، واللفظ له.

উসামাহ্ ইবনু যায়দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি গাধায় আরোহণ করলেন, যার উপর জীন (বসার গদি) ছিল এবং তার নিচে একটি ফদকী মখমল বিছানো ছিল। তিনি তার পশ্চাতে উসামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বসালেন। বনী হারিছ ইবনু খাযরাজ গোত্রের এলাকায় তিনি সা'দ ইবনু উবাদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে (অসুস্থ

২৫. মুসনাদে আহমাদ হা/১৬৬০৩, ছ্বহীহ

অবস্থায়) দেখতে যাচ্ছিলেন। এটি ছিল বদর যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা। তিনি এমন একটি মজলিস অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন, যেখানে মুসলিম, মুশরিক, পৌত্তলিক ও ইয়াহূদীরা একত্রে বসেছিল। তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইও ছিল এবং মজলিসে আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রাযিয়াল্লাহু আনহু)ও ছিলেন। যখন মজলিসটি সাওয়ারীর ধূলায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল, তখন আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই তার নাক চাদর দিয়ে ঢেকে নিল। এরপর বলল, আপনারা আমাদের উপর ধূলি উঠাবেন না। তখন নাবী ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সালাম দিলেন। তারপর তিনি সেখানে থামলেন এবং নামলেন। আর তাদের আল্লাহর পথে দা'ওয়াত দিলেন এবং তাদের সম্মুখে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করলেন।[২৬]

৪। (دوام الثناء على الله، وذكره واستغفاره في جميع الأحوال) সর্বদা আল্লাহর প্রশংসা করা এবং সর্বাবস্থায় তার যিকর করা ও তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা:

আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে বলেন,

{الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ (٣٩)} ... [إبراهيم: ٣٩]

'সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি বৃদ্ধ বয়সে আমাকে ঈসমাইল ও ইসহাককে দান করেছেন। নিশ্চয় আমার রব দো'আ শ্রবণকারী' *(সূরা ইব্রাহীম:৩৯)*।

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ. أخرجه مسلم برقم (٣٧٣)

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বাবস্থায়ই আল্লাহর যিকর করতেন।[২৭]

وَعَنِ الأَغَرِّ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ: «إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي، وَإِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللهَ فِي اليَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ». أخرجه مسلم برقم (٢٧٠٢)

'আগার আল মুযানী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আমার অন্তরে কখনো কখনো অলসতা দেখা দেয়, তাই আমি দৈনিক একশ' বার আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রর্থনা করে থাকি।[২৮]

---

২৬. ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৬৬৩; ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭৯৮
২৭. ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৩৭৩

৫। (الدعوة إلى الله، وإلى الطريق الموصل إليه، وما وعد الله به الناس يوم القيامة) আল্লাহর দিকে ও যে পথ তার কাছে পৌঁছে দেয়, সেদিকে এবং ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা মানুষদের যে ওয়াদা করেছেন, সে দিকে তাদেরকে আহ্বান করা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٠٨)} [يوسف: ١٠٨]

'বলুন, ইহাই আমার পথ, আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহর দিকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে। আল্লাহ পবিত্র এবং আমি শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত নই'*(সূরা ইউসুফ:১০৮)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (١٢٥)} ... [النحل: ١٢٥].

'তুমি তোমার রবের পথে হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান কর এবং সুন্দরতর পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক কর। নিশ্চয় একমাত্র তোমার রব-ই জানেন কে তার পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে এবং হিদায়াত প্রাপ্তদের তিনি খুব ভালো করেই জানেন'*(সূরা আন-নাহল: ১২৫)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

{وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ (٧)} ... [الشورى: ٧].

'আর এভাবেই আমি তোমার উপর আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল করেছি, যাতে তুমি মূল জনপদ ও তার আশপাশের বাসিন্দাদেরকে সতর্ক করতে পার, আর যাতে 'একত্রিত হওয়ার দিন'-এর ব্যাপারে সতর্ক করতে পার, যাতে কোন সন্দেহ নেই, সেদিন একদল থাকবে জান্নাতে, আরেক দল যাবে জ্বলন্ত আগুনে'*(সূরা আশ-শুরা:৭)*।

৬। (التوازن بين العبادة والدعوة) দা'ওয়াত ও ইবাদত উভয়ের মাঝে সমতা বজায় রাখা:

---

২৮. ছ্বহীহ মুসলিম, হা/২৭০২

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (١) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٢) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (٣) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا (٤)} [المزمل: ١ – ٤].

'হে বস্ত্রাবৃত! (১) রাত্রি জাগরণ কর, তবে কিছু অংশ ব্যতীত। (২) রাতের অর্ধেক কিংবা তারচেয়ে কিছুটা কম কর। (৩) অথবা তার চেয়ে একটু বাড়াও। আর স্পষ্ট ভাবে ধীরে ধীরে কুরআন আবৃত্তি কর' *(সূরা আল-মুয্যাম্মিল:১-৪)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (١) قُمْ فَأَنْذِرْ (٢) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (٣) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (٥)} ... [المدثر: ١ – ٥]

'হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! (১) উঠ, তারপর সতর্ক কর। (২) আর তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। (৩) এবং তোমার পোশাক–পরিচ্ছদ পবিত্র কর। (৪) আর অপবিত্রতা বর্জন কর'*(সূরা আল-মুদ্দাছছির: ১-৫)*।

৭। (التوازن بين العلم والعمل والتعليم) জ্ঞানার্জন, আমল ও শিক্ষাদানের মাঝে সমতা সৃষ্টি করা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ (٧٩)} [آل عمران: ٧٩].

'বরং সে বলবে, তোমরা রব্বানী হও। যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দিতে এবং তা অধ্যয়ন করতে'*(সূরা আলে ইমরান:৭৯)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (٩)} [الزمر: ٩].

'যে ব্যক্তি রাতের প্রহরে সিদজাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার রব-এর রহমত প্রত্যাশা করে (সে কি তার সমান যে এরূপ করে না)। বল, যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান? বিবেকবান লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে' *(সূরা আয-যুমার:৯)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ } [الأعراف: ١٧٠]

'আর যারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে এবং ছ্বলাত কায়েম করে, নিশ্চয় আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না' *(সূরা আল-আ'রাফ:১৭০)*।

৮। (دعوة الناس بلغتهم) বোধগম্য ভাষায় মানুষকে দা'ওয়াত দান:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٤)} ... [إبراهيم: ٤]

'আর আমি প্রত্যেক রসূলকে তার কওমের ভাষাতেই পাঠিয়েছি, যাতে সে তাদের নিকট বর্ণনা দেয়।সুতরাং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সঠিক পথ দেখান। আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়' *(সূরা ইব্রাহীম:৪)*।

৯। (الكتابة إلى ملوك الكفار بالدعوة إلى الله) আল্লাহর দিকে আহ্বান করে কাফির শাসকদের নিকট বার্তা প্রেরণ:

আল্লাহ তা'আলা সাবার রাণীর কথা উল্লেখ করে বলেন,

{قَالَتْ يَاأَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ (٢٩) إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣٠) أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (٣١)} [النمل: ٢٩ – ٣١].

'সে বলল, হে পরিষদবর্গ! নিশ্চয় আমাকে এক সম্মানজনক পত্র দেয়া হয়েছে। (২৯) নিশ্চয় এটা সুলাইমানের পক্ষ থেকে। আর নিশ্চয় এটা পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। (৩০) যাতে তোমরা আমার প্রতি উদ্ধত না হও এবং অনুগত হয়ে আমার কাছে আস' *(সূরা আন-নামল:২৯-৩১)*।

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنّ نَبِيّ الله – صلى الله عليه وسلم – كَتَبَ إِلَى كِسْرَى، وَإِلَى قَيْصَرَ، وَإِلَى النّجَاشِي، وَإِلَى كُلّ جَبّارٍ، يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ تَعَالَى. أخرجه مسلم برقم (١٧٧٤)

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিসরা (পারস্যের সম্রাট), কায়ছার (রোমের সম্রাট) ও নাজাশী এবং অন্যান্য প্রভাবশালী শাসকগণের নিকট পত্র লিখেন, যাতে তিনি তাদের আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দেন।[২৯]

১০। (ذكر أحوال الأمم مع الأنبياء للعظة والاعتبار) উপদেশ ও শিক্ষার জন্য নাবীগণের সাথে বিভিন্ন জাতির অবস্থা উল্লেখ করা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (١٢٠)} [هود: ١٢٠]

'আর রসূলদের এসকল সংবাদ আমি তোমার নিকট বর্ণনা করছি, যার দ্বারা আমি তোমার মনকে স্থির করি এবং এতে তোমার নিকট এসেছে সত্য, মুমিনদের জন্য শিক্ষা ও উপদেশ'*(সূরা হূদ:১২০)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةًلِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (١١١)} [يوسف: ١١١].

'তাদের এ কাহিনীগুলোতে অবশ্যই বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে শিক্ষা, এটা কোন বানানো গল্প নয়, বরং তাদের পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী এবং প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ। আর হিদায়াত ও রহমত ঐ কওমের জন্য, যারা ঈমান আনে'*(সূরা ইউসূফ:১১১)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (١٧٦)} [الأعراف: ١٧٦]

'অতএব, তুমি কাহিনী বর্ণনা কর, যাতে তারা চিন্তা করে'*(সূরা আল-আ'রাফ:১৭৬)*।

১১। (الاستمرار بالدعوة، وعدم الالتفات إلى المعارضين) দা'ওয়াত দানে অটল থাকা এবং যারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তাদের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

২৯. ছ্বহীহ মুসলিম, হা/১৭৭৪

{فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (٩٤) إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ (٩٥) الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (٩٦)} ... [الحجر: ٩٤ – ٩٦]

'সুতরাং তোমাকে যে আদেশ দেয়া হয়েছে, তা ব্যাপকভাবে প্রচার কর এবং মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। (৯৪) নিশ্চয় আমি তোমার জন্য উপহাসকারীদের বিপক্ষে যথেষ্ট। (৯৫) যারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ নির্ধারণ করে। অতএব, তারা অচিরেই জানতে পারবে' *(সূরা আল-হিজর:৯৪-৯৬)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (٦٧)} [المائدة: ٦٧]

'হে রসূল! তোমার রবের পক্ষ হতে তোমার নিকট যা নাযিল করা হয়েছে, তা পৌঁছে দাও এবং যদি তুমি না কর, তবে তুমি তাঁর রিসালাত পৌঁছালে না। আর আল্লাহ তোমাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না' *(সূরা আল-মায়েদা:৬৭)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

{وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٨٧)} [القصص: ٨٧].

'আর আল্লাহর আয়াতসমূহ তোমার প্রতি অবতীর্ণ হওয়ার পর তারা যেন তোমাকে তা থেকে বিরত রাখতে না পারে, তোমার রবের দিকে তুমি আহ্বান কর এবং তুমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না' *(সূরা আল-ক্বাছাছ: ৮৭)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا (٥٢)} ... [الفرقان: ٥٢]

'সুতরাং তুমি কাফিরদের আনুগত্য করো না এবং তুমি কুরআনের সাহায্যে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম কর' *(সূরা আল-ফুরক্বন:৫২)*।

১২। (مداراة الكفار عند الخوف والخطر) ভয় ও ক্ষতির আশঙ্কা হলে কাফিরদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ} [آل عمران: ٢٨]

‘মুমিনরা যেন মুমিনদের ব্যতীত কাফিরদেরকে বন্ধু না বানায়। আর যে কেউ এরূপ করবে, আল্লাহর সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। তবে যদি তাদের পক্ষ থেকে তোমাদের কোন ভয়ের আশঙ্কা থাকে। আর আল্লাহ তোমাদেরকে নিজের ব্যাপারে সতর্ক করছেন এবং আল্লাহর নিকটই প্রত্যাবর্তন’ *(সূরা আলে ইমরান:২৮)*।

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

{مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠٦)} [النحل: ١٠٦]

‘যে ঈমান আনার পর আল্লাহর সাথে কুফরী করেছে এবং যাদের অন্তর কুফরী দ্বারা উন্মুক্ত হয়েছে, তাদের উপরই আল্লাহর ক্রোধ এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা আযাব; ঐ ব্যক্তি ছাড়া, যাকে বাধ্য করা হয় (কুফরী করতে) অথচ তার অন্তর থাকে ঈমানে পরিতৃপ্ত’ *(সূরা আন-নাহল:১০৬)*।

১৩। (رحمة الناس واللين لهم، والعفو والصفح عنهم) মানুষের প্রতি দয়া ও কোমল আচরণ করা। আর তাদেরকে ক্ষমা ও মার্জনা করা:

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

{وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (١٠٧)} ... [الأنبياء: ١٠٧]

‘আর আমি তো তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসাবেই প্রেরণ করেছি’ *(সূরা আল-আম্বিয়া:১০৭)*। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

{فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (١٥٩)} [آل عمران: ١٥٩].

‘আল্লাহর দয়ায় আপনি তাদের প্রতি কোমল-হৃদয় হয়েছেন; যদি আপনি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতেন, তবে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। কাজেই আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন, তারপর আপনি কোন সংকল্প করলে আল্লাহর উপর

নির্ভর করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ (তার উপর) নির্ভরকারীদের ভালোবাসেন' *(সূরা আলে ইমরান: ১৫৯)*।

আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলেন,

{خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩)} ... [الأعراف: ١٩٩].

'তুমি ক্ষমা প্রদর্শন কর এবং ভালো কাজের আদেশ দাও। আর মূর্খদের থেকে বিমুখ থাক' *(সূরা আল-আ'রাফ:১৯৯)*।

আল্লাহ তা'আলা মূসা ও হারূন (আলাই হুমাছ-ছালাতু ওয়াস-সালাম) কে বলেন,

{اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (٤٣) فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى (٤٤)} [طه: ٤٣ - ٤٤].

'তোমরা দু'জন ফির'আউনের নিকট যাও।কেননা সে তো সীমালঙ্ঘন করেছে। (৪৩) তোমরা তার সাথে নরম কথা বলবে। হয়তোবা সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে' *(সূরা ত্বহা:৪৩-৪৪)*।

আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলেন:

{وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ (٨٥)} [الحجر ٨٥]

'নিশ্চয় কিয়ামত আসবে। সুতরাং তুমি সুন্দরভাবে তাদেরকে এড়িয়ে যাও' *(সূরা আল-হিজর:৮৫)*।

১৪। (الرأفة والحرص والشفقة على الخلق) সৃষ্টির প্রতি বন্ধুত্ব, দয়া ও সহানুভুতি দেখানো:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٢٨)} ... [التوبة: ١٢٨].

'নিশ্চয় তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট একজন রসূল এসেছেন, তা তার জন্য কষ্টদায়ক যা তোমাদেরকে পীড়া দেয়। তিনি তোমাদের কল্যাণকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, পরম দয়ালু' *(সূরা আত-তাওবা:১২৮)*।

১৫। (الصدق في جميع الأمور) সকল কাজে সততা অবলম্বন করা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (٣٣)} [الزمر:٣٣].

'আর যে সত্য নিয়ে এসেছে এবং যে তা সত্য বলে মেনে নিয়েছে, তারাই হল মুত্তাক্বী' *(সূরা আয-যুমার:৩৩)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

{وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (٤١)} ... [مريم: ٤١].

'আর স্মরণ কর এই কিতাবে ইবরাহীমকে। নিশ্চয় তিনি ছিলেন পরম সত্যবাদী, নাবী' *(সূরা মারয়াম:৪১)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (١١٩)} [التوبة: ١١٩].

'হে মুমিনগণ! তোমরাআল্লাকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক' *(সূরা আত-তাওবা:১১৯)*।

১৬। (الصبر في جميع الأحوال) সর্বাবস্থায় ধৈর্যধারণ করা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ (٣٤)} [الأنعام: ٣٤]

'আর অবশ্যই তোমার পূর্বে অনেক রসূলকে অস্বীকার করা হয়েছে, অতঃপর তারা তাদেরকে অস্বীকার করা ও কষ্ট দেয়ার ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করেছেন, যতক্ষণ না আমার সাহায্য তাদের কাছে এসেছে। আর আল্লাহর বাণীসমূহের কোন পরিবর্তনকারী নেই এবং অবশ্যই রসূলগণের কিছু সংবাদ তোমার কাছে এসেছে' *(সূরা আল-আন'আম:৩৪)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ (٦٠)} [الروم: ٦٠]

'অতএব, তুমি ছবর কর। নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা হক। আর যারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে না, তারা যেন তোমাকে অস্থির করতে না পারে *(সূরা আর-রূম:৬০)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (١٢٧) إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ (١٢٨)} ... [النحل: ١٢٧ – ١٢٨].

'আর তুমি ছবর কর। তোমার ছবর তো শুধু আল্লাহর তাওফীকেই। তারা যেসব ষড়যন্ত্র করছে, তুমি সে বিষয়ে সংকীর্ণমনা হয়ো না। (১২৭) নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সাথে, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মশীল' *(সূরা আন-নাহল:১২৭-১২৮)*।

১৭। (الإخلاص في جميع الأمور) সকল কাজে ইখলাছ-নিষ্ঠতা বজায় রাখা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (٢) أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ} [الزمر: ٢ – ٣].

'নিশ্চয় আমি তোমার কাছে সত্য সহকারে এই কিতাব নাযিল করেছি; অতএব আল্লাহর 'ইবাদত কর, তারই আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে। (২) জেনে রেখ! আল্লাহর জন্যই বিশুদ্ধ ইবাদত–আনুগত্য' *(সূরা আয-যুমার:২-৩)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٦٥)} [غافر: ٦٥].

'তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা দীনকে তার জন্য একনিষ্ঠ করে তাকে ডাক। সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি জগতসমূহের রব' *(সূরা গাফের:৬৫)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (٥)} [البينة: ٥].

'আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আলাহর ইবাদত করে, তারই জন্য দীনকে একনিষ্ঠ করে, ছালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়; আর এটিই হল সঠিক দীন' *(সূরা বাইয়্যিনা:৫)*।

১৮। (الجود والخدمة والتواضع) বদান্যতা, সেবা-যত্ন করা ও বিনয়ী হওয়া:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (٢٤) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (٢٥) فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ (٢٦) فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (٢٧)} .. [الذاريات: ٢٤ – ٢٧]

'তোমার কাছে কি ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত এসেছে? (২৪) যখন তারা তার কাছে আসলেন এবং বললেন, 'সালাম', উত্তরে তিনিও বললেন, 'সালাম'। এরা তো অপরিচিত লোক। (২৫) অতঃপর তিনি দ্রুত চুপিসারে নিজ পরিবারবর্গের কাছে গেলেন এবং একটি মোটা–তাজা গো–বাছুর (ভাজা) নিয়ে আসলেন। (২৬) অতঃপর তিনি তা তাদের সামনে পেশ করলেন এবং বললেন, 'তোমরা কি খাবে না?' *(সূরা আয-যারিয়াত:২৪-২৭)*।

আল্লাহ তা'আলা দু'জন মহিলা সম্পর্কে মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর ঘটনা উল্লেখ করে বলেন,

{قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (٢٣) فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (٢٤)} [القصص: ٢٣ – ٢٤]

'তিনি বললেন, তোমাদের ব্যাপার কী? তারা বলল, আমরা (আমাদের পশুগুলোর) পানি পান করাতে পারি না, যতক্ষণ না রাখালরা তাদের (পশুগুলো) নিয়ে সরে যায়। আর আমাদের পিতা একজন অতিবৃদ্ধ। (২৩) তখন মূসা তাদের পক্ষে (পশুগুলোকে) পানি পান করিয়ে দিলেন। তারপর ছায়ায় ফিরে গেলেন এবং বললেন, হে আমার রব, নিশ্চয় আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহই নাযিল করবেন, আমি তার মুখাপেক্ষী' *(সূরা ক্বাছাছ:২৩-২৪)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (٢٨)} [الكهف: ٢٨]

'আর তুমি নিজকে ধৈর্যশীল রাখ তাদের সাথে, যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের রবকে ডাকে, তার সন্তুষ্টির উদ্দেশে এবং দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে। তোমার দু'চোখ যেন তাদের থেকে ঘুরে না যায়। আর ঐব্যক্তির আনুগত্য করো না, যার অন্তরকে আমি আমার যিকর থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে এবং যার কর্ম বিনষ্ট হয়েছে' *(সূরা আল-কাহাফ:২৮)*।

وَعَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – يَقُولُ: «لا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ». أخرجه البخاري برقم (٣٤٤٥)

উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করো না, যেমন ঈসা মারইয়াম সম্পর্কে খ্রিষ্টানরা বাড়াবাড়ি করেছিল। আমি তার বান্দা, তাই তোমরা বলবে, আল্লাহর বান্দা ও তার রসূল।[৩০]

১৯। (الإعراض عن زينة الحياة الدنيا) পার্থিব জীবনে চাকচিক্যতা থেকে দূরে থাকা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى (١٣١) وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى (١٣٢)} [طه: ١٣١ – ١٣٢]

'আর তুমি কখনো প্রসারিত করো না তোমার দু'চোখ সেসবের প্রতি, যা আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে দুনিয়ার জীবনের জাঁক-জমক স্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসাবে দিয়েছি। যাতে আমি সে বিষয়ে তাদেরকে পরীক্ষা করে নিতে পারি। আর তোমার রবের প্রদত্ত রিযক সর্বোৎকৃষ্ট ও অধিকতর স্থায়ী। (১৩১) এবং তোমার পরিবার-পরিজনকে ছ্বলাত আদায়ে আদেশ দাও এবং নিজেও তার উপর অবিচল থাক। আমি তোমার কাছে কোন রিযক চাই না। আমিই তোমাকে রিযক দেই আর শুভ পরিণাম তো মুত্তাক্বীদের জন্য' *(সূরা ত্বহা:১৩১-১৩২)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٦٠)} ... [القصص: ٦٠].

'আর তোমাদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছে, তা দুনিয়ার জীবনের ভোগ ও সৌন্দর্য মাত্র। আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা-ই উত্তম ও স্থায়ী। তোমরা কি বুঝবে না?' *(সূরা ক্বাছাছ:৬০)*।

২০। (المسارعة إلى فعل الخيرات) সৎকাজে প্রতিযোগিতা করা:

---

৩০. ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৪৪৫

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (١٣٣) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٣٤)} ... [آل عمران: ١٣٣ - ١٣٤].

'আর তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও জান্নাতের দিকে, যার পরিধি আসমানসমূহ ও যমীনের সমান, যা মুত্তাক্বীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। (১৩৩) যারা সুসময়ে ও দুঃসময়ে ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণ করে ও মানুষকে ক্ষমা করে। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন' *(সূরা আলে ইমরান:১৩৩-১৩৪)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

{سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} [الحديد:٢١]

'তোমরা তোমাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হও, যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের প্রশস্ততার মত। তা প্রস্তুত করা হয়েছে যারা আল্লাহ ও রসূলগণের প্রতি ঈমান আনে, তাদের জন্য। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ। তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল' *(সূরা আল-হাদীদ:২১)*।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ} [الأنبياء: ٩٠]

'তারা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করত। আর আমাকে আশা ও ভীতি সহকারে ডাকত। আর তারা ছিল আমার নিকট বিনয়ী' *(সূরা আল-আম্বিয়া:৯০)*।

২১। (الترغيب في الطاعات، والترهيب من المعاصي) (আল্লাহ ও রসূলের) আনুগত্যে উৎসাহ দান ও অবাধ্যতায় নিরুৎসাহিত করা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (١٤)} [النساء: ١٣ – ١٤].

'আর যে আল্লাহ এবং তার রসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহ তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতসমূহে, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর এটা মহা সফলতা। (১৩) আর যে আল্লাহ ও তার রসূলের নাফরমানী করে এবং তার সীমারেখা লঙ্ঘন করে, আল্লাহ তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে স্থায়ী হবে। আর তার জন্যই রয়েছে অপমানজনক আযাব' *(সূরা আন-নিসা:১৩-১৪)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١٦٠)} ... [الأنعام: ١٦٠].

'যে সৎকাজ নিয়ে এসেছে, তার জন্য হবে তার দশ গুণ। আর যে অসৎকাজ নিয়ে এসেছে, তাকে অনুরূপই প্রতিদান দেয়া হবে এবং তাদেরকে যুলম করা হবে না' *(সূরা আল-আন'আম:১৬০)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

{فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)} [الزلزلة: ٧ – ٨]

'অতএব, কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা সে দেখবে, (৭) আর কেউ অণু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও সে দেখবে' *(সূরা আয-যিলযাল:৭-৮)*।

২২। (المجاهدة بالنفس والمال لإعلاء كلمة الله) জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর কালিমা সুউচ্চ করার চেষ্টা করা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ} [الحجرات: ١٥]

'মুমিন কেবল তারাই, যারা আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর সন্দেহ পোষণ করেনি। আর নিজেদের সম্পদ ও নিজেদের জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে। এরাই সত্যনিষ্ঠ' *(সূরা আল-হুজরাত:১৫)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

{لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٨٨)} ... [التوبة: ٨٨].

'কিন্তু রসূল ও তার সাথে মুমিনরা তাদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করে, আর সেসব লোকদের জন্যই রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ এবং তারাই সফলকাম' *(সূরা আত-তাওবা:৮৮)*।

২৩। (الجهاد في سبيل الله) আল্লাহর পথে জিহাদ করা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِيسَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ (١٤٦)} [آل عمران: ١٤٦]

'আর কত নাবী যুদ্ধ করেছেন, তাদের সাথে বহু আল্লাহওয়ালা ছিলেন। তবে আল্লাহর পথে তাদেরকে যা আক্রান্ত করেছে, তার জন্য তারা হতোদ্যম হননি। আর তারা দুর্বল হননি এবং তারা নত হননি। আল্লাহ ধৈর্যশীলদেরকে ভালোবাসেন' *(সূরা আলে ইমরান:১৪৬)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (٧٣)} ... [التوبة: ٧٣]

'হে নাবী! কাফির এবং মুনাফিক্বদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের উপর কঠোর হও, আর তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম এবং তা কতইনা নিকৃষ্ট স্থান' *(সূরা আত-তাওবা:৭৩)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (١٩٣)} ... [البقرة: ١٩٣]

'আর তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যে পর্যন্ত না ফেতনা খতম হয়ে যায় এবং দীন আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। সুতরাং তারা যদি বিরত হয়, তাহলে যালিমরা ব্যতীত (কারো উপর) কোন কঠোরতা নেই' *(সূরা আল-বাক্বারাহ:১৯৩)*।

২৪। (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٠٤)} [آل عمران: ١٠٤]

'আর যেন তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম' *(সূরা আলে ইমরান: ১০৪)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٥٧)} ... [الأعراف: ١٥٧]

'যারা অনুসরণ করে রসূলের, যিনি নিরক্ষর নাবী; যার গুণাবলী তারা নিজেদের কাছে তাওরাত ও ইঞ্জিলে লিখিত পায়, যিনি তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ দেন ও বারণ করেন অসৎ কাজ থেকে এবং তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করেন আর অপবিত্র বস্তু হারাম করেন। আর তাদের থেকে বোঝা ও শৃঙ্খল- যা তাদের উপরে ছিল- অপসারণ করেন। সুতরাং যারা তার প্রতি ঈমান আনে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং তার সাথে যে নূর নাযিল করা হয়েছে, তা অনুসরণ করে, তারাই সফলকাম' *(সূরা আল-আ'রাফ:১৫৭)*।

২৫। (البشارة والنذارة) সুসংবাদ ও ভীতি প্রদর্শন করা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (٤٥) وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا (٤٦) وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا (٤٧)} [الأحزاب: ٤٥ – ٤٧]

হে নাবী! আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারীরূপে (৪৫) এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে তার দিকে আহ্বানকারী ও আলোকদীপ্ত প্রদীপ হিসাবে। (৪৬) আর তুমি মুমিনদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ

থেকে রয়েছে বিরাট অনুগ্রহ' *(সূরা আল-আহযাব:৪৫-৪৭)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ} [الكهف: ٥٦]

'আর আমি তো রসূলদেরকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই পাঠিয়েছি' *(সূরাআল-কাহাফ: ৫৬)*।

وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم –، إِذَا بَعَثَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ، قَالَ: «بَشِّرُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا، وَيَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا». أخرجه مسلم برقم (١٧٣٢)

আবু মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তার কোন ছাহাবীকে কোন কাজে পাঠাতেন, তখন তাকে এ কথা বলতেন যে, তোমরা লোকদেরকে শুভ সংবাদ দেবে; ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়াবে না, সহজ করবে; কঠিন করবে না'।[৩১]

২৬। (ربط قلوب المؤمنين بربهم، ووعدهم بالخير والجنة إذا آمنوا واستقاموا) মুমিনদের অন্তরকে তাদের রবের সাথে সংযুক্ত করা এবং তারা ঈমান আনলে ঈমানের উপর অবিচল থাকলে তাদেরকে কল্যাণ ও জান্নাতের ওয়াদা দেওয়া:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (٣٠) نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ (٣١) نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ (٣٢)} [فصلت: ٣٠ – ٣٢]

'নিশ্চয় যারা বলে, 'আল্লাই আমাদের রব', অতঃপর অবিচল থাকে, ফেরেশতারা তাদের কাছে অবতীর্ণ হন এবং বলেন, 'তোমরা ভয় পেয়ো না, দুশ্চিন্তা করো না এবং সেই জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর, যার ওয়াদাপ্রাপ্ত তোমরা হয়েছিলে। (৩০) 'আমরা দুনিয়ার জীবনে তোমাদের বন্ধু ও আখিরাতেও। সেখানে তোমাদের জন্য থাকবে যা তোমাদের মন চাইবে এবং সেখানে তোমাদের জন্য আরো থাকবে যা

---

৩১. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭৩২

তোমরা দাবী করবে। (৩১) পরম ক্ষমাশীল ও অসীম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে আপ্যায়নস্বরূপ' *(সূরা হা-মীম সাজদা:৩০-৩২)*।

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – يَوْماً فَقَالَ: يَا غُلاَمُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ، احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ وَإِذا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَو اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ». صحيح/ أخرجه أحمد برقم (٢٦٦٩) , وأخرجه الترمذي برقم (٢٥١٦)

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর পিছনে (আরোহী) ছিলাম। তিনি বললেন: ওহে বালক! আমি তোমাকে কিছু কথা শিখিয়ে দিচ্ছি। আল্লাহর (বিধানসমূহের) হিফাযত করবে,তিনি তোমার হিফাযত করবেন। আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্য রাখবে, তাকে তোমার সামনে পাবে। যখন কিছু চাইবে, তখন আল্লার কাছেই চাইবে, যখন সাহায্য চাইবে, তখন আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইবে। জেনে রাখ, সমস্ত উম্মতও যদি তোমার উপকার করতে একত্রিত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তোমার তাক্বদীরে যা লিখে রেখেছেন,তা ছাড়া কোন উপকার তারা তোমার করতে পারবে ন। আর সব উম্মত যদি তোমার ক্ষতি করতে একত্রিত হয়ে যায়, তবে তোমার তাক্বদীরে আল্লাহ তা'আলা যা লিখে রেখেছেন, তা ছাড়া তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে আর লিখিত কাগজসমূহ শুকিয়ে গেছে'।[৩২] এ হাদীছটি হাসান-ছ্বহীহ।

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ: «مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةَ» أخرجه البخاري برقم (٦٤٧٤)

সাহ্‌ল ইব্‌নু সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি তার দু'চোয়ালের মাঝের বস্তু (জিহ্‌বা) এবং দু'রানের মাঝখানের বস্তু (লজ্জাস্থান)-এর হিফাযতের নিশ্চয়তা আমাকে দিবে, আমি তার জান্নাতের যিম্মাদার'।[৩৩]

৩২. আহমাদ হা/২৬৬৯; তিরমিযী হা/২৫১৬
৩৩. ছ্বহীহ বুখারী, হা/৬৪৭৪

২৭। (الغلظة والشدة على الكفار والمنافقين المعاندين) একগুঁয়ে কাফির ও মুনাফিক্বদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (١٢٣)} [التوبة: ١٢٣].

'হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়। আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাক্বীদের সাথে আছেন' *(সূরা আত-তাওবা:১২৩)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (٧٣)} [التوبة: ٧٣]

হে নাবী! কাফির এবং মুনাফিক্বদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের উপর কঠোর হও, আর তাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম এবং তা কতইনা নিকৃষ্ট স্থান' *(সূরা আত-তাওবা:৭৩)*।

২৮। (عدم سؤال أو طلب المال على الدعوة) দা'ওয়াতের বিনিময়ে পারিশ্রমিক না চাওয়া:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ } [سبأ: ٤٧]

'বল, 'আমি তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাইনি, বরং তা তোমাদেরই। আমার প্রতিদান তো কেবল আল্লাহর নিকট রয়েছে এবং তিনি সব কিছুর উপরই সাক্ষী' *(সূরা সাবা:৪৭)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ } [الشعراء: ١٠٩]

'আর এর উপর আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না; আমার প্রতিদান শুধু জগৎসমূহের রবের নিকট *(সূরা আশ-শুআ'রা:১০৯)*।

২৯। (طلب العلم وتعليمه الناس) জ্ঞান অন্বেষণ করা ও মানুষকে তা শিক্ষা দেয়া:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (١١٤)} [طه: ١١٤]

'হে আমার রব! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন' *(সূরা ত্বহা:১১৪)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٢)} ... [الجمعة: ٢]

'তিনিই উম্মীদের[৩৪] মাঝে একজন রসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে, যিনি তাদের কাছে তেলাওয়াত করেন তার আয়াতসমূহ, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদেরকে শিক্ষা দেনকিতাব ও হিকমাত। যদিও ইতঃপূর্বে তারা স্পষ্ট গোমরাহীতে ছিল' *(সূরা আল-জুমুআ':২)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ (٧٩)} [آل عمران: ٧٩]

'বরং সে বলবে, তোমরা রব্বানী হও। যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দিতে এবং তা অধ্যয়ন করতে' *(সূরা আলে ইমরান:৭৯)*।

৩০। (تطهير النفس، وتقوية الروح والبدن بدوام العبادة والذكر) আত্মিক পবিত্রতা অর্জন করা, আর সর্বদা ইবাদত ও যিকরের মাধ্যমে রূহ ও শরীরকে শক্তিশালী করা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ (٩٧) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (٩٨) وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (٩٩)} ... [الحجر: ٩٧ - ٩٩]

'আর অবশ্যই আমি জানি যে, তারা যা বলে, তাতে তোমার অন্তর সঙ্কুচিত হয়। (৯৭) সুতরাং তুমি তোমার রবের প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ কর এবং সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও। (৯৮) আর ইয়াক্বীন আসা পর্যন্ত তুমি তোমার রবের ইবাদত কর' *(সূরা আল-হিজর:৯৭-৯৯)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

৩৪. উম্মী দ্বারা আরবের লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে।

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (٤١) وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (٤٢)} [الأحزاب: ٤١ – ٤٢]

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর অধিক যিকর কর (৪১) এবং সকাল-সন্ধ্যায় তার পবিত্রতা ঘোষণা কর কর' *(সূরা আল-আহযাব:৪১-৪২)*।

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ فَاطِمَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – تَسْأَلُهُ خَادِماً، وَشَكَتِ العَمَلَ، فَقَالَ: «مَا أَلْفَيْتِيهِ عِنْدَنَا» قَالَ: «أَلاَ أَدُلُّكِ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكِ مِنْ خَادِمٍ؟ تُسَبِّحِينَ ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ، وَتَحْمَدِينَ ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ، وَتُكَبِّرِينَ أَرْبَعاً وَثَلاَثِينَ حِينَ تَأْخُذِينَ مَضْجَعَكِ» متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣١١٣) , ومسلم برقم (٢٧٢٨)، واللفظ له

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একজন খাদিমের জন্য নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নিকটে আসলেন এবং কর্মের-কষ্টের অভিযোগ করলেন। তিনি বললেন, আমার নিকটে তো কোন খাদিম নেই। তিনি বললেন, তবে আমি কি তোমাকে এমন বিষয়ের নির্দেশনা দিবো না, যা তোমার জন্য খাদিমের তুলনায় অধিকউত্তম? যখন তুমি শয্যাগ্রহণ করবে, তখন ৩৩ বার সুব্হানাল্লাহ, ৩৩ বার আল্হাম্দু লিল্লা-হ এবং ৩৪ বার আল্লা-হু আকবার পড়ে নিবে।[৩৫]

৩১। (الدعاء على من اشتد أذاه للمسلمين) যারা মুসলমানদের অতি কষ্ট দেয়, তাদের জন্য বদ দু'আ করা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (٨٨) قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (٨٩)} [يونس: ٨٨ – ٨٩]

'আর মূসা বললেন, হে আমাদের রব! আপনি ফির'আউন ও তার পরিষদবর্গকে দুনিয়াবী জীবনে সৌন্দর্য ও ধন-সম্পদ দান করেছেন। হে আমাদের রব! যাতে তারা আপনার পথ হতে গোমরাহ করতে পারে। হে আমাদের রব!তাদের ধন-সম্পদ ধ্বংস

৩৫. ছ্বহীহ বুখারী হা/৩১১৩; ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৭২৮

করে দিন, তাদের অন্তরসমূহকে কঠোর করে দিন। ফলে তারা ঈমান আনবে না, যতক্ষণ না যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেখে। (৮৮) তিনি বললেন, তোমাদের দো'আ কবুল করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা দৃঢ় থাক এবং যারা জানে না, তাদের পথ অনুসরণ করো না' *(সূরা ইউনুস:৮৮-৮৯)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا (٢٦) إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا (٢٧)} ... [نوح: ٢٦ – ٢٧].

'আর নূহ বললেন, 'হে আমার রব! যমীনের উপর কোনও কাফিরকে অবশিষ্ট রাখবেন না। (২৬) আপনি যদি তাদেরকে অবশিষ্ট রাখেন, তবে তারা আপনার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং দুরাচারী ও কাফির ছাড়া অন্য কারো জন্ম দেবে না' *(সূরা নূহ:২৬-২৭)*।

وَعَنْ عَبْدَاللهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ – صلى الله عليه وسلم – كَانَ يُصَلِّي عِنْدَ البَيْتِ وَأَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ إِذْ قال بَعْضُهُمْ لِبَعْض: أَيُّكُمْ يَجِيءُ بِسَلَى جَزُورِ بَنِي فُلانٍ، فَيَضَعُهُ عَلَى ظَهْرِ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ؟ فَانْبَعَثَ أَشْقَى الْقَوْمِ فَجَاءَ بِهِ، فَنَظَرَ حَتَّى سَجَدَ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم –، وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَأَنَا أَنظُر لا أُغَيِّرُ شَيْئاً، لَوْ كَانَ لِي مَنَعَةٌ، قال: فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ وَيُحِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَرَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – سَاجِدٌ لا يَرْفَعُ رَأْسَهُ، حَتَّى جَاءَتْهُ فَاطِمَةُ فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ». ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ إِذْ دَعَا عَلَيْهِمْ، قَالَ: وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الدَّعْوَةَ فِي ذَلِكَ البَلَدِ مُسْتَجَابَةٌ، ثُمَّ سَمَّى: «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ، وَعَلَيْكَ بِعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، وَأَمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ» وَعَدَّ السَّابِعَ فَلَمْ نَحْفَظْهُ، قال: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِينَ عَدَّ رَسُولُ اللهِ–صلى الله عليه وسلم– صَرْعَى فِي القَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ. متفق عليه، أخرجه البخاري (٢٤٠) ، ومسلم (١٧٩٤)

আব্দুল্লাহ ইব্নু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা বায়তুল্লাহ্‌র পাশে ছ্বলাত আদায় করছিলেন এবং সেখানে আবূ জাহাল ও তার সাথীরা বসে ছিল। এমন সময় তাদের একজন অন্যজনকে বলে উঠল, তোমাদের মধ্যে কে অমুক গোত্রের উটনীর নাড়িভুঁড়ি এনে মুহাম্মাদ যখন সাজদাহ করেন, তখন তার পিঠের উপর চাপিয়ে দিতে পারে? তখন গোত্রের পাষণ্ড (উক্ববাহ) তাড়াতাড়ি

গিয়ে তা নিয়ে এলো এবং তার প্রতি লক্ষ্য রাখল। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সাজাদায় গেলেন, তখন সে তার পিঠের উপর দুই কাধের মাঝখানে তা রেখে দিল। ইব্‌নু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি (এ দৃশ্য) দেখেছিলাম কিন্তু আমার কিছু করার ছিল না। হায়! আমার যদি বাধা দেওয়ার শক্তি থাকত! তিনি বলেন, তারা হাসতে লাগল এবং একে অন্যের উপর লুটোপুটি খেতে লাগল। আর আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন সাজাদায় থাকলেন, মাথা উঠালেন না। অবশেষে ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এসে সেটি তার পিঠের উপর হতে ফেলে দিলেন। অতঃপর আল্লাহর রসূল মাথা উঠিয়ে বললেন: হে আল্লাহ! আপনি কুরাইশকে ধ্বংস করুন। এরূপ তিনবার বললেন। তিনি যখন তাদের বদ দু'আ করেন, তখন তা তাদের অন্তরে ভয় জাগিয়ে তুলল। বর্ণনাকারী বলেন, তারা জানত যে, এ শহরে দু'আ কবূল হয়। অতঃপর তিনি নাম ধরে বললেন: হে আল্লাহ! আবূ জাহালকে ধ্বংস করুন এবং উতবাহ ইব্‌নু রবী'আহ, শায়বাহ ইব্‌নু রবী'আহ, ওয়ালীদ ইব্‌নু উতবাহ, উমাইয়াহ ইবনে খালাফ ও উক্ববা ইব্‌নু আবি মু'আইতকে ধ্বংস করুন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি সপ্তম ব্যক্তির নামও বলেছিলেন কিন্তু তিনি স্মরণ রাখতে পারেননি। ইব্‌নু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, আল্লাহর রসূল যাদের নাম উচ্চারণ করেছিলেন, তাদের আমি বদরের কূপের মধ্যে নিহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছি'।[৩৬]

৩২। (الدعاء للكفار والمشركين بالهداية) কাফির-মুশরিকদের জন্য হিদায়াতের দু'আ করা: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ (٨٩)} [الأعراف: ٨٩].

'হে আমাদের রব! আমাদের ও আমাদের কওমের মধ্যে যথার্থ ফায়ছালা করে দিন। আর আপনি শ্রেষ্ঠ ফায়ছালাকারী' *(সূরাআল-আ'রাফ:৮৯)*।

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ الطُّفَيْلُ وَأَصْحَابُهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ دَوْساً قَدْ كَفَرَتْ وَأَبَتْ، فَادْعُ اللهَ عَلَيْهَا، فَقِيلَ: هَلَكَتْ دَوْسٌ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْساً وَائْتِ بِهِمْ».

متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٩٣٧)، ومسلم برقم (٤٥٢٤)، واللفظ له

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তুফায়েল ও তার সঙ্গীরা রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! দাওস সম্প্রদায় কুফ্‌রী অবলম্বন করেছে এবং ইসলাম কবূলে স্বীকৃতি দেয়নি। অতএব,

৩৬. ছ্বহীহ বুখারী হা/২৪০; ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭৯৪

আপনি তাদের বিপক্ষে বদ্‌দু'আ করুন। তখন বলা হলো, দাওস ধ্বংস হৌক। তিনি বললেন, **اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْساً وَائْتِ بِهِمْ**"হে আল্লাহ! দাওসকে হিদায়াত দান করো এবং তাদেরকে (আমার নিকট) এনে দাও।[৩৭]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الإِسْلاَمِ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ، فَدَعَوْتُهَا يَوْماً فَأَسْمَعَتْنِي فِي رَسُولِ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – مَا أَكْرَهُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – وَأَنَا أَبْكِي، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الإِسْلاَمِ فَتَأْبَى عَلَيَّ، فَدَعَوْتُهَا اليَوْمَ فَأَسْمَعَتْنِي فِيكَ مَا أَكْرَهُ، فَادْعُ اللهَ أَنْ يَهْدِيَ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم –: «اللَّهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ». فَخَرَجْتُ مُسْتَبْشِراً بِدَعْوَةِ نَبِيِّ اللهِ – صلى الله عليه وسلم –، فَلَمَّا جِئْتُ فَصِرْتُ إِلَى البَابِ، فَإِذَا هُوَ مُجَافٌ، فَسَمِعَتْ أُمِّي خَشْفَ قَدَمَيَّ، فَقَالَتْ: مَكَانَكَ! يَا أَبَا هُرَيْرَةَ! وَسَمِعْتُ خَضْخَضَةَ المَاءِ، قَالَ: فَاغْتَسَلَتْ وَلَبِسَتْ دِرْعَهَا وَعَجِلَتْ عَنْ خِمَارِهَا، فَفَتَحَتِ البَابَ، ثُمَّ قَالَتْ، يَاأَبَا هُرَيْرَةَ! أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ – صلى الله عليه وسلم –، فَأَتَيْتُهُ وَأَنَا أَبْكِي مِنَ الفَرَحِ، قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَبْشِرْ قَدِ اسْتَجَابَ اللهُ دَعْوَتَكَ وَهَدَى أُمَّأَبِي هُرَيْرَةَ! فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ خَيْراً. أخرجه مسلم برقم (٢٤٩١)

আবূ কাছীর হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেছেন যে, আমি আমার মা মুশরিক থাকা অবস্থায় আমি তাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতাম। একদা আমি তাকে ইসলাম গ্রহণের জন্য আহ্বান জানালে তিনি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে আমাকে এমন কথা শুনালেন, যা আমার নিকট অপছন্দনীয় মনে হচ্ছিল। আমি কাঁদতে কাঁদতে রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নিকট আসলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার মাকে ইসলামের দা'ওয়াত দিয়েছিলাম আর তিনি আমার দা'ওয়াত অস্বীকার করে আসছেন। তারপর আমি তাকে আজ দা'ওয়াত দেওয়াতে তিনি আমাকে আপনার ব্যাপারে এমন কথা শুনালেন, যা আমি অপছন্দ করি। অতএব, আপনি আল্লাহর নিকট দু'আ করুন যেন তিনি আবূ হুরায়রার মাকে হিদায়াত দান করেন। তখন রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: হে আল্লাহ! আবূ হুরায়রার মাকে

৩৭. ছ্বহীহ বুখারী হা/২৯৩৭; ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৫২৪/৪৫২৪

হিদায়াত দান করো। তারপর রসূলুল্লাহ-এর দু'আর কারণে আমি খুশি মনে বেরিয়ে এলাম। যখন আমি ঘরে পৌঁছলাম, তখন তার দরজা বন্ধ দেখতে পেলাম। আমর মা আমার পায়ের আওয়াযশুনতে পেলেন। তারপর তিনি বললেন, আবূ হুরায়রা! একটু দাঁড়াও (থামো)। তখন আমি পানির কলকল শব্দ শুনছিলাম। তিনি বলেন, এরপর তিনি (আমার মা) গোসল করলেন এবং শরীরে চাদর দিলেন। আর তাড়াতাড়ি করে ওড়না জড়িয়ে নিলেন, তারপর বাড়ির দরজা খুলে দিলেন। অতঃপর বললেন, হে আবূ হুরায়রা! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে কোন ইলাহ নেই; আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বান্দা ও রসূল। তিনি বলেন, তখন আমি রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর খিদমতে উপস্থিত হলাম। তারপর তার নিকট গেলাম এবং আমি তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে কাঁদছিলাম। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! সুখবর শুনুন। আল্লাহ আপনার দু'আ কবুল করেছেন এবং আবূ হুরায়রার মাকে হিদায়াত প্রাপ্ত করেছেন। তারপর তিনি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন ও তার প্রশংসা করলেন। আর বললেন, উত্তম।[৩৮]

وَعَنْ عَبْدِاللهِ بنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ الله – صلى الله عليه وسلم –.يَحْكِي نَبِيًا مِنَ الأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ، وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ: «رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ». متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٤٧٧) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٧٩٢)

আব্দুল্লাহ ইব্নু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি যেন এখনো নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দেখছি, যখন তিনি একজন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর অবস্থা বর্ণনা করছিলেন যে, তার স্বজাতিরা তাকে প্রহার করে রক্তাক্ত করে দিয়েছে আর তিনি তার চেহারা হতে রক্ত মুছে ফেলছেন এবং বলছেন, হে আল্লাহ! আমার জাতিকে ক্ষমা করে দাও, যেহেতু তারা জানে না।[৩৯]

৩৩। (القيام بالدعوة في جميع الأوقات والأحوال) সর্বদা ও সর্বাবস্থায় দা'ওয়াতী কাজ করা:

৩৮. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৪৯১
৩৯. ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৪৭৭; ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭৯২

আল্লাহ তা'আলা নূহ (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে বলেন,

{قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا (٥) فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا (٦) وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا (٧) ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا (٨) ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا (٩) فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (١٠)} .[نوح: ٥ – ١٠]

তিনি বললেন, 'হে আমার রব! আমি তো আমার ক্বওমকে রাত-দিন আহ্বান করেছি। (৫) অতঃপর আমার আহ্বান কেবল তাদের পলায়নই বাড়িয়ে দিয়েছে। (৬) আর যখনই আমি তাদেরকে আহ্বান করেছি 'যেন আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন', তারা নিজেদের কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়েছে, নিজদেরকে পোষাকে আবৃত করেছে, (অবাধ্যতায়) অনঢ় থেকেছে এবং দম্ভভরে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে। (৭) তারপর আমি তাদেরকে প্রকাশ্যে আহ্বান করেছি। (৮) অতঃপর তাদেরকে আমি প্রকাশ্যে এবং অতি গোপনেও আহ্বান করেছি। (৯) এবং বলেছি, 'তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও; নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল' *(সূরা নূহ:৫-১০)*।

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: دَعَانَا رَسُولُ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – فَبَايَعْنَاهُ، فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا، أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، قَالَ: «إلاّ أَنْ تَرَوْا كُفْراً بَوَاحاً عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ». متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧٠٥٥، ٧٠٥٦) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٧٠٩)

উবাদা ইব্‌নু সামিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে আহ্বান করলেন। আমরা তার কাছে বায়'আত করলাম। এরপর তিনি (উবাদাহ) বললেন, আমাদের থেকে যে ওয়াদা তিনি গ্রহণ করেছিলেন তাতে ছিল যে, আমরা আমাদের সুখে-দুঃখে, বেদনায় ও আনন্দে এবং আমাদের উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দিলেও পূর্ণরূপে শোনা ও মানার উপর বায়'আত করলাম। আরো (বাই'আত করলাম) যে, আমরা ক্ষমতা সংক্রান্ত বিষয়ে ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে ঝগড়া করব না। কিন্তু যদি স্পষ্ট কুফ্‌রী দেখ, তোমাদের কাছে আল্লাহর তরফ থেকে যে বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান, তাহলে আলাদা কথা।[৪০]

৪০. ছ্বহীহ বুখারী হা/৭০৫৫,৭০৫৬; ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭০৯

৩৪। (الشورى) পরামর্শ করে কাজ করা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران: ١٥٩]

'আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরার্মশ কর' *(সূরা আলে ইমরান:১৯৫)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [الشورى: ٣٨].

'তাদের কার্যাবলী তাদের মাধ্যমে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে' *(সূরা আশ-শুরা:৩৮)*।

৩৫। (قوة اليقين على الله، والتوكل عليه وحده) আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখা আর তারই উপর ভরসা করা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٤٠)} [التوبة:٤٠]

'যদি তোমরা তাকে সাহায্য না কর, তবে আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছেন যখন কাফিররা তাকে বের করে দিল, তিনি ছিলেন দু'জনের দ্বিতীয়জন যখন তারা উভয়ে পাহাড়ের একটি গুহায় অবস্থান করছিলেন, তিনি তার সঙ্গীকে বললেন, তুমি পেরেশান হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তার উপর তাঁর পক্ষ হতে প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাকে এমন এক সৈন্য বাহিনী দ্বারা সাহায্য করলেন যাদেরকে তোমরা দেখনি এবং তিনি কাফিরদের বাণী অতি নিচু করে দিলেন। আর আল্লাহর বাণীই সুউচ্চ। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান' *(সূরা আত-তাওবা:৪০)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ (٦١) قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ (٦٢) فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ (٦٣)} ... [الشعراء: ٦١ – ٦٣]

'অতঃপর যখন উভয় দল পরস্পরকে দেখল, তখন মূসার সাথীরা বলল, অবশ্যই 'আমরা ধরা পড়ে গেলাম!' (৬১) মূসা বললেন, 'কক্ষনো নয়; আমার সাথে আমার রব রয়েছেন। নিশ্চয় অচিরেই তিনি আমাকে পথনির্দেশ দেবেন।' (৬২) অতঃপর আমি মূসার প্রতি অহি পাঠালাম, 'তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর।' ফলে তা বিভক্ত হয়ে গেল। তারপর প্রত্যেক ভাগ বিশাল পাহাড়সদৃশ হয়ে গেল' *(সূরা আশ-শুআ'রা:৬১-৬৩)*।

৩৬। (الدعاء والفزع إلى الصلاة في جميع الأحوال) সর্বাবস্থায় দু'আ করা ও ভীতিসহকারে ছ্বলাত আদায় করা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ (٩) فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ (١٠) فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ (١١) وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ (١٢) وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ (١٣)} .. [القمر: ٩ – ١٣]

'তাদের পূর্বে নূহের ক্বওমও অস্বীকার করেছিল। তারা আমার বান্দাকে অস্বীকার করেছিল আর বলেছিল, 'পাগল' এবং তাকে হুমকি দেয়া হয়েছিল। (৯) অতঃপর তিনি তার রবকে আহ্বান করলেন যে, নিশ্চয় আমি পরাজিত, অতএব, তুমিই প্রতিশোধ গ্রহণ কর। (১০) ফলে, আমি বর্ষণশীল বারিধারার মাধ্যমে আসমানের দরজাসমূহ খুলে দিলাম। (১১) আর ভূমিতে আমি ঝর্ণা উৎসারিত করলাম। ফলে, সকল পানি মিলিত হলো নির্ধারিত নির্দেশনা অনুসারে। (১২) আর আমি তাকে (নূহকে) কাঠ ও পেরেক নির্মিত নৌযানে আরোহন করালাম' *(সূরা আল-ক্বামার: ৯-১৩)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ (٩)} ... [الأنفال: ٩]

'আর স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের রবের নিকট ফরিয়াদ করছিলে, তখন তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন যে, নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে পর পর আগমনকারী এক হাযার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করছি' *(সূরা আল-আনফাল:৯)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (٤٥)} . [البقرة: ٤٥]

'আর তোমরা ধৈর্য ও ছ্বলাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় তা বিনয়ী ব্যতীত অন্যদের উপর কঠিন' *(সূরা আল-বাক্বারা:৪৫)*।

وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى. حسن/ أخرجه أحمد برقم (٢٣٦٨٨) , وأخرجه أبو داود برقم (١٣١٩)

হুযায়ফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতেন, তখন ছ্বলাতে মশগূল হয়ে যেতেন।[৪১]

৩৭। (تقديم الشكوى والسؤال إلى الله في جميع الأحوال) সর্বাবস্থায় আল্লাহর নিকট চাওয়া ও অভাব-অভিযোগ পেশ করা:

আল্লাহ তা'আলা ইয়া'কুব (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে বলেন,

{قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [يوسف: ٨٦]

'তিনি বললেন, আমি আল্লাহর কাছেই আমার দুঃখ-বেদনার অভিযোগ জানাচ্ছি। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি যা জানি, তোমরা তা জান না' *(সূরা ইউসুফ:৮৬)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (٨٣) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ (٨٤)} [الأنبياء: ٨٣ – ٨٤]

'আর স্মরণ কর আইউবের কথা, যখন তিনি তার রবকে আহ্বান করে বলেছিলেন, আমি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি। আর আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। (৮৩) তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম। আর তার যত দুঃখ-কষ্ট ছিল, তা দূর করে দিলাম এবং

---

৪১. মুসনাদে আহমাদ হা/২৩৬৮৮; সুনানে আবূ দাঊদ হা/১৩১৯, 'হাসান'

তার পরিবার-পরিজন তাকে দিয়ে দিলাম। আর তাদের সাথে তাদের মত আরো তাকে দিলাম; আমার পক্ষ থেকে রহমত এবং ইবাদতকারীদের জন্য উপদেশস্বরূপ' *(সূরা আল-আম্বিয়া:৮৩-৮৪)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ (٨٩) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ (٩٠)} ... [الأنبياء: ٨٩ – ٩٠]

'আর স্মরণ কর যাকারিয়ার কথা, যখন তিনি তার রবকে আহ্বান করে বলেছিলেন, হে আমার রব! আমাকে একা রেখ না, তুমি তো শ্রেষ্ঠ মালিকানার অধিকারী। (৮৯) অতঃপর আমি তার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলাম এবং তাকে দান করেছিলাম ইয়াহইয়া আর তার জন্য তার স্ত্রীকে উপযোগী করেছিলাম। তারা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করত। আর আমাকে আশা ও ভীতি সহকারে ডাকত। আর তারা ছিল আমার নিকট বিনয়ী' *(সূরা আল-আম্বিয়া:৮৯-৯০)*।

৩৮। (لزوم البيئة الصالحة، وهجر بيئة السوء) ভালো পরিবেশকে আঁকড়ে ধরা ও মন্দ পরিবেশ বর্জন করা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (١١٩)} [التوبة:١١٩].

'হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক' *(সূরা আত-তাওবা:১১৯)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (٢٨)} ... [الكهف: ٢٨].

'আর তুমি নিজকে ধৈর্যশীল রাখ তাদের সাথে, যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের রবকে ডাকে, তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশে এবং দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে। তোমার দু'চোখ যেন তাদের থেকে ঘুরে না যায়। আর ঐব্যক্তির আনুগত্য করো না, যার

অন্তরকে আমি আমার যিকর থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে এবং যার কর্ম বিনষ্ট হয়েছে' *(সূরা আল-কাহাফ:২৮)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَامُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ (٢٠) فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٢١)} [القصص: ٢٠ – ٢١].

'আর শহরের দূরপ্রান্ত থেকে একজন লোক ছুটে আসল। সে বলল, হে মূসা! নিশ্চয় পরিষদবর্গ তোমাকে হত্যার পরামর্শ করছে, তাই তুমি বেরিয়ে যাও, নিশ্চয় আমি তোমার জন্য কল্যাণকামীদের একজন। (২০) তখন তিনি ভীত প্রতীক্ষারত অবস্থায় শহর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। বললেন, হে আমার রব! আপনি যালিম ক্বওম থেকে আমাকে রক্ষা করুন' *(সূরা আল-ক্বাছাছ:২০-২১)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ } .[الأنعام: ٦٨]

'আর যদি শয়তান তোমাকে ভুলিয়ে দেয়, তবে উপদেশ দানের পর যালিম সম্প্রদায়ের সাথে বসো না' *(সূরা আল-আন'আম:৬৮)*।

৩৯। (الاعتماد على الله وحده، ونفي النفس، مع فعل الأسباب المشروعة) শরী'আত সম্মত ব্যবস্থাপনা গ্রহণের সাথে সাথে এক আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হওয়া এবং নিজের ক্ষমতা-শক্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ } [الأعراف: ١٨٨].

'আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কল্যাণ সাধনের এবং অকল্যাণ সাধনের মালিক নই, কিন্তু যা আল্লাহ চান। আর আমি যদি গায়েবের কথা জেনে নিতে পারতাম, তাহলে বহু মঙ্গল অর্জন করে নিতে পারতাম এবং আমার কোন অমঙ্গল কখনও স্পর্শ করত না। আমি তো ঈমানদারদের জন্য শুধুমাত্র একজন ভীতি প্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা' *(সূরা আল-আ'রাফ: ১৮৮)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٧)} [الأنفال: ١٧]

'সুতরাং তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি; বরং আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন। আর তুমি নিক্ষেপ করনি যখন তুমি নিক্ষেপ করেছিলে; বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছেন এবং যাতে তিনি তার পক্ষ হতে মুমিনদেরকে পরীক্ষা করেন উত্তম পরীক্ষা। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ' *(সূরা আল-আনফাল:১৭)*।

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – كَانَ يَقُولُ: «لاَ إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ، أعَزَّ جُنْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَغَلَبَ الاحْزَابَ وَحْدَهُ فَلا شَيْءَ بَعْدَهُ» متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٤١١٤) , ومسلم برقم (٢٧٢٤)

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, এক আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার অর্থে কোন ইলাহ নেই। তিনিই তার বাহিনীকে মর্যাদাবান করেছেন, তার বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই সম্মিলিত বাহিনীকে পরাভূত করেছেন। এরপর শত্রু ভয় বলতে আর কিছুই থাকল না।[৪২]

৪০। (امتثال أوامر الله عز وجل وإن كانت على خلاف العقل) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ বাস্তবায়ন করা যদিও তা বিবেক সম্মত না হয়:

كما صنع نوح – صلى الله عليه وسلم – السفينة على اليابسة، وترك إبراهيم – صلى الله عليه وسلم – زوجته وولده بواد غير ذي زرع، وأمر الله موسى – صلى الله عليه وسلم – بأخذ الحية، وضَرْب البحر فَفَعل

যেমন- নূহ (আলাইহিস সালাম) শুকনো পাড়ে নৌকা তৈরি করেন, ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম) স্ত্রী-পুত্রকে মানবহীন স্থানে রেখে আসেন, যেখানে কোন তরুলতাও ছিল না। আর আল্লাহ মূসা (আলাইহিস সালাম) কে সাপ ধরতে এবং সমুদ্রের পানির উপর প্রহার করতে আদেশ দেন এবং তিনি তা বাস্তবায়ন করেন।

৪২. ছ্বহীহ বুখারী, হা/৪১১৪; (ছ্বহীহ মুসলিম, হা/২৭২৪

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ (٣٨)} ... [هود: ٣٨].

'আর তিনি নৌকা তৈরী করতে লাগলেন এবং যখনই তার কওমের নেতৃস্থানীয় কোন ব্যক্তি তার পাশ দিয়ে যেত, তাকে নিয়ে উপহাস করত। তিনি বললেন, যদি তোমরা আমাদের নিয়ে উপহাস কর, তবে আমরাও তোমাদের নিয়ে উপহাস করব, যেমন তোমরা উপহাস করছ'*(সূরা হূদ:৩৮)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ} ... [إبراهيم: ٣٧]

'হে আমাদের রব!নিশ্চয় আমি আমার কিছু বংশধরদেরকে ফসলহীন উপত্যকায় তোমার পবিত্র ঘরের নিকট বসতি স্থাপন করালাম, হে আমাদের রব! যাতে তারা ছ্বলাত কায়েম করে' *(সূরা ইব্রাহীম:৩৭)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَامُوسَى (١٧) قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى (١٨) قَالَ أَلْقِهَا يَامُوسَى (١٩) فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى (٢٠) قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى (٢١)} ...[طه: ١٧ – ٢١]

'আর হে মূসা! তোমার ডান হাতে ওটা কি? (১৭) তিনি বললেন, 'এটি আমার লাঠি; আমি এর উপর ভর করি, এটি দিয়ে আমি আমার মেষপালের জন্য গাছের পাতা পাড়ি এবং এটি আমার আরো অনেক কাজে লাগে।' (১৮) তিনি বললেন, 'হে মূসা! ওটা ফেলে দাও।' (১৯) অতঃপর তিনি তা ফেলে দিলেন; অমনি সেটা সাপ হয়ে ছুটতে লাগল। (২০) তিনি বললেন, ওটা ধর এবং ভয় কর না, আমি ওকে ওর পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেব' *(সূরা ত্বহা:১৭-২১)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ (٦٣)} ... [الشعراء: ٦٣].

'তিনি বললেন, ওটা ধর এবং ভয় কর না, আমি ওকে ওর পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেব' *(সূরা আশ-শুআ'রা:৬৩)*।

৪১। (تحمل الأذى والطرد في سبيل الله) আল্লাহর পথে কষ্ট হলে ও বিতাড়িত হলে মেনে নেয়া:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ (٢١٤)} ... [البقرة: ٢١٤]

'নাকি তোমরা ভেবেছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ এখনো তোমাদের নিকট তাদের মত কিছু আসেনি, যারা তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছে। তাদেরকে স্পর্শ করেছিল কষ্ট ও দুর্দশা এবং তারা কম্পিত হয়েছিল। এমনকি রসূল ও তার সাথি মুমিনগণ বলছিল, কখন আল্লাহর সাহায্য (আসবে)? জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী' *(সূরা আল-বাক্বারাহ:২১৪)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (١٢)} [إبراهيم: ١٢]

'আর আমরা কেন আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করব না, অথচ তিনিই আমাদেরকে আমাদের পথের দিশা দিয়েছেন। আর তোমরা আমাদের যে কষ্ট দিচ্ছ, আমরা তার উপর অবশ্যই ছবর করব। আর আল্লাহর উপরই যেন তাওয়াক্কুলকারীরা তাওয়াক্কুল করে' *(সূরা ইবরাহীম:১২)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (٣٠)} ... [الأنفال: ٣٠]

'আর যখন কাফিররা তোমাকে নিয়ে ষড়যন্ত্র করছিল, তোমাকে বন্দী করতে অথবা তোমাকে হত্যা করতে কিংবা তোমাকে বের করে দিতে। আর তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহও ষড়যন্ত্র করেন। আর আল্লাহ হচ্ছেন ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে উত্তম' *(সূরা আল-আনফাল:৩০)*।

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهَا أَنَّهَا قالتْ لِلنَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم –: هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَـوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَـوْمِ أُحُدٍ؟ قال: «لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَـوْمِكِ مَا لَقِيتُ، وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنـْهُمْ يَـوْمَ العَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَـفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِيَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلالٍ، فَـلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي، فَـلَمْ أَسْتَفِقْ إِلا وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّـعَالِبِ. متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٢٣١) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٧٩٥)

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি একদা রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞেস করলেন: হে আল্লাহর রসূল! আপনার জীবনে কি উহুদ দিবসের চেয়েও অধিকতর কঠিন কোন দিন এসেছে? তিনি বললেন, তোমার সম্প্রদায়ের হাতে ‘আক্বাবার’ দিন যে নির্যাতনের শিকার হয়েছি, তা এর চেয়েও অধিকতর কঠিন ছিল, যখন আমি (আল্লাহর পানে দা'ওয়াত দিতে গিয়ে) ইবনু ‘আব্দে ইয়ালীল ইবনু আব্দে কিলালের কাছে নিজেকে পেশ করছিলাম। কিন্তু সে আমার কাঙ্ক্ষিত ডাকে সাড়া দেয়নি। তখন আমি অত্যন্ত বিষণ্ন অবস্থায় সম্মুখের দিকে চলতে লাগলাম এবং কারনুছ-ছা'আলিব নামক স্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত আমি সংজ্ঞা ফিরে পাইনি।[৪৩]

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

«لَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللهِ وَمَا يُـؤْذَى أَحَدٌ وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثلاثُونَ مِنْ بَيْنِ يَـوْمٍ وَلَيـْلَةٍ وَمَا لِي وَلِبلالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذو كَبدٍ إِلاَّ شَيْءٌ يُـوَارِيهِ إِبْطُ بلالٍ»

صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (٢٤٧٢) , وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برقم (١٥١)

নিশ্চয় আল্লাহর পথে আমাকে যে রূপ ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে, সেরূপ ভীতি আর কাউকে প্রদর্শন করা হয়নি। আর আল্লাহর পথে আমাকে যে রূপ কষ্ট দেওয়া হয়েছে, অন্য কাউকে সেরূপ কষ্ট দেওয়া হয়নি। আমার উপর দিয়ে ত্রিশটি দিবা-রাত্রি এমনভাবে অতিবাহিত হয়েছে যে, বেলালের বগলের মধ্যে রক্ষিত সামান্য খাদ্য ছিল আমার ও বেলালের সম্বল। তা ছাড়া এতটুকু আহারও ছিল না, যা কোন প্রাণধারী প্রাণী খেয়ে বাঁচতে পারে।[৪৪]

---

৪৩. ছ্বহীহ বুখারী, হা/৩২৩১; ছ্বহীহ মুসলিম, হা/১৭৯৫
৪৪. ছ্বহীহ: তিরমিযী হা/২৪৭২; ইব্নু মাজাহ, হা/১৫১

৪২। (الصبر على الاتهام والتعيير والاستهزاء) নিন্দা-ভর্ৎসনা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও মিথ্যা অপবাদে ধৈর্যধারণ করা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (٥٢)أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ (٥٣)} ... [الذاريات: ٥٢ - ٥٣]

'এভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে যে রসূলই এসেছেন, তারা বলেছে, 'এ তো একজন যাদুকর অথবা উন্মাদ।' (৫২) তারা কি একে অন্যকে এ বিষয়ে অছিয়ত করেছে? বরং এরা সীমালঙ্ঘনকারী জাতি' *(সূরা আয-যারিয়াত:৫২-৫৩)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (١٠)} ... [الأنعام: ١٠].

'নিশ্চয়ই আপনার পূর্ববর্তী রসূলগণের সাথেও উপহাস করা হয়েছে। অতঃপর যারা তাঁদের সাথে উপহাস করেছিল, তাদেরকে ঐ শাস্তি বেষ্টন করে নিল, যা নিয়ে তারা উপহাস করত' *(সূরা আল-আন'আম: ১০)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ (٥)} ... [الأنبياء: ٥].

'বরং তারা বলে, এগুলো অলীক কল্পনা, হয় সে এটি মন থেকে বানিয়েছে নয়তো সে একজন কবি। অতএব, সে আমাদের কাছে এমন নিদর্শন নিয়ে আসুক, যেরূপ নিদর্শনসহ প্রেরিত হয়েছিলেন পূর্ববর্তীগণ' *(সূরা আল-আম্বিয়া:৫)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ (٩٧) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (٩٨) وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (٩٩)} ... [الحجر: ٩٧ - ٩٩]

'আর অবশ্যই আমি জানি যে, তারা যা বলে, তাতে তোমার অন্তর সঙ্কুচিত হয়। (৯৭) সুতরাং তুমি তোমার রবের প্রশংসায় তাসবীহ পাঠ কর এবং সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও। (৯৮) আর ইয়াকীন আসা পর্যন্ত তুমি তোমার রবের ইবাদত কর' *(সূরা আল-হিজর:৯৭-৯৯)*।

৪৩। (إظهار العزة والجَلَد أمام الكفار المعاندين) কাফিরদের সামনে মান-সম্মান বজায় রাখা ও অবিচল থাকা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٦١)} [الأنعام: ١٦١].

'বল, নিশ্চয় আমার রব আমাকে সোজা পথের হিদায়াত দিয়েছেন। তা সুপ্রতিষ্ঠিত দীন, ইবরাহীমের আদর্শ, তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না' *(সূরা আল-আন'আম:১৬১)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ} ... [الممتحنة: ٤].

'ইবরাহীম ও তার সাথে যারা ছিল, তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। তারা যখন স্বীয় সম্প্রদায়কে বলছিল, 'তোমাদের সাথে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যা কিছুর উপাসনা কর, তা হতে আমরা সম্পর্কমুক্ত। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি এবং উদ্রেক হলো আমাদের-তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো' *(সূরা আল-মুমতাহিনা:৪)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

٣ – {قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (٧٢) إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (٧٣)} ... [طه: ٧٢ – ٧٣]

'তারা বলল, আমাদের নিকট যে সকল স্পষ্ট নিদর্শন এসেছে এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তার উপর আমরা তোমাকে কিছুতেই প্রাধান্য দেব না। সুতরাং তুমি যা ফায়সালা করতে চাও, তাই করো। তুমিতো কেবল এ দুনিয়ার জীবনের উপর কর্তৃত্ব করতে পার। (৭২) নিশ্চয় আমরা আমাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছি, যাতে তিনি আমাদের অপরাধসমূহ এবং যে যাদু তুমি আমাদেরকে করতে বাধ্য করেছ, তা ক্ষমা করে দেন। আর আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী' *(সূরা ত্বহা:৭২-৭৩)*।

৪৪। (التوكل على الله، والشجاعة والثبات أمام الأعداء وإن كثروا) শত্রুর সংখ্যা বেশী হলেও তাদের মোকাবেলায় অনড়-অটল থাকা, বীরত্ব প্রকাশ করা এবং আল্লাহর উপর ভরসা করা:

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَاقَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ (٧١)} [يونس: ٧١].

'আর তুমি তাদেরকে নূহের সংবাদ পড়ে শুনাও, যখন তিনি তার কওমকে বললেন, হে আমার কওম! আমার অবস্থান এবং আল্লাহর আয়াতসমূহের মাধ্যমে আমার উপদেশ দান যদি তোমাদের কাছে ভারী মনে হয়, তবে আমি আল্লাহর উপরই ভরসা করলাম। সুতরাং তোমরা অভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো এবং (সাথে নাও) তোমাদের শরীকদের। অতঃপর তোমাদের বিষয়টি যেন তোমাদের নিকট অস্পষ্ট না থাকে। এরপর আমার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত কর এবং আমাকে অবকাশ দিও না' *(সূরা ইউনুস:৭১)*।

আল্লাহ তা'আলা হূদ (আলাইহিস সালাম)-এর কথা উল্লেখ করে বলেন:

{قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (٥٤) مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ (٥٥) إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٥٦)} ... [هود: ٥٤ – ٥٦].

'তিনি বললেন, নিশ্চয় আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি আর তোমরা সাক্ষী থাকো যে, আমি অবশ্যই তা থেকে মুক্ত, যাকে তোমরা শরীক কর। (৫৪) আল্লাহ ব্যতীত। সুতরাং তোমরা সকলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর, তারপর আমাকে অবকাশ দিও না। (৫৫) আমি অবশ্যই তাওয়াক্কুল করেছি আমার রব ও তোমাদের রব আল্লাহর উপর, প্রতিটি বিচরণশীল প্রাণীরই তিনি নিয়ন্ত্রণকারী। নিশ্চয় আমার রব সরল পথে আছেন' *(সূরা হূদ:৫৪-৫৬)*।

৪৫। (الاستفادة من قدرة الله لكشف الكربات، وقضاء الحاجات) বিপদমুক্তি ও প্রয়োজন মেটানোর জন্য আল্লাহর কুদরত (শক্তি) থেকে উপকৃত হওয়া: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (٨٧) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ (٨٨)} ... [الأنبياء: ٨٧ – ٨٨].

'আর স্মরণ কর যুন-নূন-এর কথা, যখন তিনি রাগান্বিত অবস্থায় চলে গিয়েছিলেন এবং মনে করেছিলেন যে, আমি তার উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করব না। তারপর তিনি অন্ধকার থেকে ডেকে বলেছিলেন, 'আপনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই'। আপনি পবিত্র। নিশ্চয় আমি ছিলাম যালিমদের অন্তর্ভুক্ত। (৮৭) অতঃপর আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম এবং দুশ্চিন্তা থেকে তাকে উদ্ধার করেছিলাম। আর এভাবেই আমি মুমিনদেরকে উদ্ধার করে থাকি' *(সূরা আল-আম্বিয়া:৮৭-৮৮)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ} [البقرة: ٦٠]

'আর যখন মূসা তার জাতির জন্য পানি চাইলেন, তখন আমি বললাম, তুমি তোমার লাঠি দ্বারা পাথরকে আঘাত কর। ফলে তা থেকে উৎসারিত হলো বারোটি ঝর্ণা। প্রতিটি দল তাদের পানি পানের স্থান জেনে নিল। তোমরা আল্লাহর রিযক থেকে আহার কর ও পান কর এবং ফাসাদকারী হয়ে যমীনে ঘুরে বেড়িয়ো না' *(সূরা আল-বাক্বারা ২:৬০)*।

৪৬। (العناية بذوي المكانة من الناس) মর্যাদা ও ক্ষমতাশীল ব্যক্তিদের দা'ওয়াতের ব্যাপারে মনোযোগী হওয়া: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ (٢٣) إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ (٢٤)} ... [غافر: ٢٣ – ٢٤].

'আর অবশ্যই আমি মূসাকে প্রেরণ করেছিলাম আমার নিদর্শনাবলী ও স্পষ্ট প্রমাণসহ। (২৩) ফির'আউন, হামান ও কারূনের প্রতি। অতঃপর তারা বলল, 'সে এক যাদুকর, চরম মিথ্যাবাদী' *(সূরা গাফির:২৩-২৪)*।

আল্লাহ তা'আলা মূসা (আলাইহিস সালাম) সম্পর্কে বলেন:

{اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي (٤٢) اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (٤٣) فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى (٤٤)} [طه: ٤٢ -٤٤].

'তুমি ও তোমার ভাই আমার আয়াতসমূহ নিয়ে যাও এবং আমাকে স্মরণ করার ক্ষেত্রে কোনরূপ অলসতা করো না। (৪২) তোমরা দু'জন ফির'আউনের নিকট যাও, কেননা সে তো সীমালঙ্ঘন করেছে। (৪৩) তোমরা তার সাথে নরম কথা বলবে। হয়তোবা সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে' *(সূরা ত্বহা:৪২-৪৪)*।

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ: «لَوْ آمَنَ بِي عَشَرَةٌ مِنَ الْيَهُودِ لَآمَنَ بِي الْيَهُودُ». متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٩٤١) , واللفظ له، ومسلم برقم (٢٧٩٣)

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যদি আমার উপর দশজন ইয়াহূদী ঈমান আনতো, তবে গোটা ইয়াহূদী সম্প্রদায়ই ঈমান আনত।[৪৫]

৪৭। (الاستقامة على الدين ظاهراً وباطناً) প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বদাই দীনের উপর অটল থাকা: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ } [هود: ١١٢].

'সুতরাং যেভাবে তুমি নির্দেশিত হয়েছ, সেভাবে তুমি এবং তোমার সাথী যারা তওবা করেছে, সকলে অবিচল থাক। আর সীমালঙ্ঘন করো না। তোমরা যা করছ, নিশ্চয় তিনি তার সম্যক দ্রষ্টা' *(সূরা হূদ:১১২)*।

আল্লাহ তা'আলা শু'আইব (আলাইহিস সালাম)-এর কথা উল্লেখ করে বলেন:

{وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (٨٨)} [هود: ٨٨].

'যে কাজ থেকে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি, তোমাদের বিরোধিতা করে সে কাজটি আমি করতে চাই না। আমি আমার সাধ্যমত সংশোধন চাই। আল্লাহর

৪৫. ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৯৪১; ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৭৯৩

সহায়তা ছাড়া আমার কোন তাওফীক্ব নেই। আমি তারই উপর ভরসা করেছি এবং তারই নিকট ফিরে যাই' *(সূরা হূদ:৮৮)*।

৪৮। (حسن الكلام مع الناس) মানুষের সাথে সুন্দর কথা বলা: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠)﴾ ... [الأحزاب: ٧٠]

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল' *(সূরা আল-আহযাব:৭০)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ (٨٣)﴾ [البقرة: ٨٣]

'আর যখন আমি বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদত করবে না এবং সদাচার করবে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকীনদের সাথে। আর মানুষকে উত্তম কথা বল, ছ্বলাত কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর। অতঃপর তোমাদের মধ্য থেকে স্বল্প সংখ্যক ব্যতীত তোমরা ফিরে গেলে। আর তোমরা (স্বীকার করে অতঃপর তা থেকে) বিমুখ হও' *(সূরা আল-বাক্বারাহ:৮৩)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا (٥٣)﴾ [الإسراء: ٥٣]

'আর আমার বান্দাদেরকে বলো, তারা যেন এমন কথা বলে যা অতি সুন্দর। নিশ্চয় শয়তান তাদের মধ্যে বৈরিতা সৃষ্টি করে; নিশ্চয় শয়তান মানুষের স্পষ্ট শত্রু' *(সূরা বানী ইসরাঈল:৫৩)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (٤٣) فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى (٤٤)﴾ [طه: ٤٣ - ٤٤]

'তোমরা দু'জন ফির'আউনের নিকট যাও, কেননা সে সীমালঙ্ঘন করেছে। (৪৩) তোমরা তার সাথে নরম কথা বলবে। হয়তোবা সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে' *(সূরা আত ত্বহা:৪৩-৪৪)*।

মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত বইসমূহ

১. কালিমাতুত তাওহীদ ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ শর্ত ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ
   - শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায
২. ইসলামী আক্বীদাহ বিষয়ক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাস‘আলা
   - শাইখ মুহাম্মাদ জামীল যাইনু
৩. কিতাবুল ঈমান
   - ড. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী আল আব্দুল লতীফ
৪. কিতাবুত তাওহীদ- মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ইবনে সুলাইমান তামিমী
৫. কিতাবুত তাওহীদ- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান
৬. আক্বীদাতুত তাওহীদ -ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান
৭. আল ইরশাদ- ছ্বহীহ আক্বীদার দিশারী (ঈমানের ব্যাখ্যা)
   - ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান
৮. আল ওয়াছ্বিইয়াতুল কুবরা (মহা উপদেশ)
   -শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া
৯. আল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া
১০. শারহুল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া -ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান
১১. শারহু মাসাইলিল জাহিলিয়্যাহ - ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান
১২. আল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া- ইমাম আবূ জা‘ফর আহমাদ আত-ত্বহাবী
১৩. শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া প্রথম খণ্ড
   -ইমাম ইবনে আবীল ইয্ আল-হানাফী
১৪. শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া দ্বিতীয় খণ্ড
   -ইমাম ইবনে আবীল ইয্ আল-হানাফী
১৫. নাবী-রসূলগণের দা‘ওয়াতী মূলনীতি

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী

১৬. কাবীরা গুনাহ -মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী

১৭. একশত কাবীরা গুনাহ-আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল মাদানী

১৮. খিলাফাত ও বাই'আত- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী

১৯. হাজ্জ, উমরা ও মদীনা যিয়ারত- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন

২০. মদীনা মুনাওয়ারা- ড. আব্দুল মুহসিন ইবনে মুহাম্মদ আল-কাসেম

২১. মানব জীবনে তাওহীদ গ্রহণের অপরিহার্যতা

- আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

২২. ক্বিয়ামতের ছ্বহীহ আলামত- শাইখ 'ইছ্বাম মূসা হাদী

২৩. কিতাবুল ইলম (জ্ঞানার্জন) - শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন

২৪. হাদীছের মূলনীতি - মাওলানা মুহাম্মদ আমীন আছারী

২৫. ফিক্বহের মূলনীতি -শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন

২৬. যাকাতুল ফিতর -শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন

২৭. আল্লাহ ও রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন

২৮. 'আল ওয়ালা' ওয়াল 'বারা' [বন্ধুত্ব ও শত্রুতা]

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

২৯. আওয়ায়িলুশ শুহূর আল আরাবিয়্যাহ-আরবী মাসের তারিখ নির্ধারণ

-আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ শাকির

৩০. আল-আজউইবাতুল মুফীদাহ (মানহাজ-কর্মপদ্ধতি)

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

৩১. ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা-আল্লামা মুহাম্মাদ আল আমীন শানক্বীতী

৩২. তাইসীরুল 'আল্লাম (উমদাতুল আহকামের ব্যাখ্যা)

- আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান আল বাস্সাম